BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1039 ◆ Friday 06 December - Thursday 12 December 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বাংলাদেশকে অশান্ত করার পরিকল্পনা

● সিলেট ও ফেনী সীমান্ত দিয়ে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের প্রবেশের চেষ্টা ● সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পায়তারা ● আগরতলায় কনস্যুলার সেবা বন্ধ ● 'র' এর তৎপরতা বৃদ্ধি

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশকে আবারো অশান্ত করার পরিকল্পনা করছে ভারত। এ লক্ষ্যে তারা দেশের বিভিন্ন সীমান্তে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকার তথ্য সংগ্রহ করছে। এ জন্য তারা স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ করেছে। 'র' এর এ দেশীয় এজেন্টরা তাদের সার্বক্ষনিক দেশের গোপণ তথ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশের সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পায়তারা করছে ভারত। এ লক্ষ্যে সীমান্তের --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে স্বেচ্ছামৃত্যু বিল পাশ

পোস্ট ডেস্ক: তীব্র সমালোচনা, বিতর্কের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নতুন একটি আইন পাস হয়েছে। যেসব প্রবীণ ভয়াবহ অসুস্থতায় ভুগছেন চাইলে তারা ৬ মাসের মধ্যে তাদের জীবনাবসান ঘটাতে পারেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

১১১ নারীকে ধর্ষণ-যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত ধনকুবের ফায়েদ

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনের অভিজাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর হ্যারডসের সাবেক মালিক আল ফায়েদ শুরুতে ঠাণ্ডাপানীয় বিক্রেতা ছিলেন। এরপর সেলাই মেশিনের বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে তিনি আবাসন ও জাহাজ নির্মাণ কাজের ব্যবসা করেন। এভাবে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলেন মিসরীয় ধনকুবের ফায়েদ।

চার দশকে ১১১ জনের বেশি নারীকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে এই ধনকুবেরের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সি ভুক্তভোগীর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।

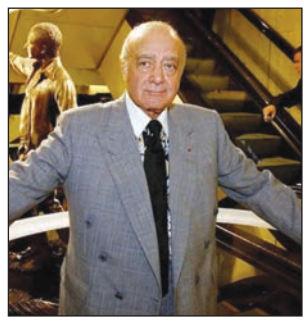

ফায়েদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে লন্ডনের মেফেয়ার এলাকার ওই নারী জানান, ঘটনার সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোরী। --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে সাগর পথে ৪ মাসে ২০ হাজার অভিবাসীর প্রবেশ

পোস্ট ডেস্ক : চলতি বছরের জুলাইয়ের সাধারণ নির্বাচনে বড় জয় নিয়ে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে লেবার পার্টি। নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন দলের প্রধান কিয়ার স্টারমার। দলটি ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে অন্তত ২০ হাজার অভিবাসী উত্তর ফ্রান্স উপকূল থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে।

এর আগে রক্ষণশীল কনজারভেটিভ পার্টির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সময়ে ৫০ হাজার ৬৩৭ জন অনিয়মিত অভিবাসী ছোট নৌকায় যুক্তরাজ্যে গিয়েছিল। --১৬ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবে ১৩৪ কোটি টাকা!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাংবাদিক মুন্নী সাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে বেতনের বাইরে জমা হয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন সময় ১২০ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। স্থগিত করা হিসাবে স্থিতি আছে ১৪ কোটি টাকা।

মুন্নী সাহা, তার স্বামী --১৩ পৃষ্ঠায়

দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যুতে সরব ব্রিটিশ সংসদরা

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন ব্রিটিশ সাংসদরা। সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সহিংসতায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তারা।

সোমবার যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সে লেবার এমপি ব্যারি গার্ডিনার বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

জবাবে ইন্দো-প্যাসিফিকের দায়িত্বে থাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট জানান, গত মাসে তার বাংলাদেশ সফরের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, সেদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করা হয়।

ক্যাথরিন ওয়েস্ট বলেন, 'হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর ভারত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছে, তা নিয়ে আমরা ওয়াকিবহাল। ঘটনার দিকে নজর রেখেছে ইংল্যান্ডের ফরেন, কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিস। ইংল্যান্ড সরকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা জারি রাখবে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, ধর্মীয় বিশ্বাসের --১৩ পৃষ্ঠায়

জাতীয় ঐক্যের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন সবাই মিলে আমরা একজোট হয়ে যেন কাজটা করতে পারি। সবাই একত্র হয়ে বললে একটা সমবেত শক্তি তৈরি হয়, এই সমবেত শক্তির জন্যই আপনাদের সঙ্গে বসা।

বুধবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন

তিনি। বিকাল ৪টায় শুরু হওয়া বৈঠকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইউনূস বলেন, আমরা কেন জানি মানুষের ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পারছি না। বিজয়ের মাসে আরো বেশি করে আনন্দ করার কথা আমাদের। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনতা অনেকের কাছে পছন্দ হচ্ছে না। ৫ই আগস্টের পর থেকে কী হয়েছে, বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা তা দেখেছেন। আমরা এই পরিস্থিতিতে মনে করেছিলাম দুর্গাপূজা নিয়ে একটা হাঙ্গামা শুরু হবে। সেখানে আপনারা সবাই ঐক্যের মধ্যে শরিক হয়েছিলেন। --১৩ পৃষ্ঠায়

লন্ডনের সমাবেশে ভারতকে মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশকে খাটো করবেন না

ডেস্ক রিপোর্ট : যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে রয়েল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মী সমাবেশে. --১৩ পৃষ্ঠায়

লন্ডন মুসলিম সেন্টারে ইসলামফোবিয়া বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) এর উদ্যোগে শুক্রবার (২৯ নভেম্বর ২০২৪) "ইসলামফোবিয়াউন্মোচিত: মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব" বিষয়ক সেমিনার অনুস্টিত হয়েছে। ২৯ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায়লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এমসিএ এর সাবেক প্রেসিডেন্টদেলোয়ার হোসেন খান, শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার সংগঠন মুসলিম ভয়েস এরএর্জিকিউটিভ ডিরেক্টর মাহফুজ নাহিদ।

সেমিনারে অতিথি ছিলেন মিডল ইস্ট আই'র পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট পিটার ওবোর্ন, ব্রিটিশ গিল্ড অফ ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাডেল ইভান্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সাংবাদিক তারেক হোসেন, মুসলিমকমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম এইডের সাবেক সিইও ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, লেখক ও গবেষক ডক্টর মোহাম্মদআব্দুল বারি, লন্ডন ইস্ট একাডেমির সাবেক প্রিন্সিপাল, লেখক ও সংগঠক মুসলেহ ফারাদিশ কমিউনিটিরবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মিডিয়াকর্মীররা।

অনুষ্ঠিত সেমিনারে লেখক ও কলামিস্ট পিটার ওবোর্ন বলেন, ইসলামোফোবিয়া ইউরোপ জুড়ে এবং যুক্তরাজ্যেবাড়ছে, যা আমাদের সম্প্রদায়, রাজনীতি এবং মিডিয়াকে প্রভাবিত করছে। আমরা এই ক্রমবর্ধমান হুমকিরমোকাবিলা করছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজনীতি এবং মিডিয়ার মধ্যে, এবং চ্যালেঞ্জ এবং এটিকে অতিক্রমকরার উপায়গুলি অন্বেষণ করি।

ইউরোপীয় ইতিহাস এবং ইসলামফোবিয়া* এর উপর চমৎকার আলোচনা করেন লেখক ও সাংবাদিক তারিকহোসেন।

ব্যারিস্টার হামিদ আজাদ বলেন ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলা করা শুধু মুসলমানদের দায়িত্ব নয়; এটি একটিবিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা যার জন্য সরকারী পদক্ষেপ সহ সমষ্টিগত পদক্ষেপের প্রয়োজন। এই সেমিনার থেকে তিনি দাবি জানান যে সরকারকে অবশ্যই ইসলামোফোবিয়ার একটি আইনি সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশেরনাগরিক হিসাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করতেহবে।

আসুন আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়তে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি যেখানে ঘৃণা ও কুসংস্কারের উপরপারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ার জয় হয়।এই সেমিনারটি আমাদের সৃষ্টিকর্তার দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটিমানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য টেকসই প্রচেষ্টার সূচনা করুক। সেমিনারটি প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন।

নবীগঞ্জে 'সনাতন-দীননাথ কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা

লন্ডনঃ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার মুক্তাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'সনাতন-দীননাথ কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ ডিসেম্বর রোববার ৭নং করগাঁও ইউনিয়নের মুক্তারহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক রত্নদীপ দাস রাজুর তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগীতার পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবিনয় দাশ, সহকারী শিক্ষিকা আভা রাণী দাশ ও সহকারী শিক্ষিকা রাশেদা বেগম। প্রতিযোগীতা প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত ছিলেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার পাঠক ফোরামের সভাপতি দেবাশীষ দাশ রতন। সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতায় মোট ৭১ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করেন। উল্লেখ্য যে, প্রতি ক্লাস থেকে ৫জন করে মোট ১৫জন উত্তীর্ন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করবে 'সনাতন-দীননাথ কল্যাণ ট্রাষ্ট।

লন্ডনে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৪ সফল ভাবে সম্পন্ন

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকে কর্তৃক আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৪ সফলতারসহিত সম্পন্ন হয়েছে। ১লা ডিসেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের পপলার লেজার সেন্টারে দুপুর ১২ ঘটিকায় উদ্বোধনকরেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ দিলওয়ার হোসেন। তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের পরিচালনায় ২৭ দলেরঅংশগ্রহণে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল বারী নাছির, সাংবাদিকআব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ারদার, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষকামরুজ্জামান চাকলাদার, ক্রীড়া সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ইসি সদস্য মিছবাহ মাসুম, টইঅ এর সিইওহারুন রাজা, হোয়াইটচ্যাপল ওয়ার্ড লেবার পার্টির সেক্রেটারি সুয়েজ মিয়া প্রমুখ। সন্ধা ৮ ঘটিকায় টুর্নামেন্টেরসেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে। এসময় প্রধান অতিথি হিসাবেউপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন ব্রিটিশ বাঙালিদের অহংকার, পপলার লাইমহাউজ থেকে নির্বাচিতমেম্বার অফ পার্লামেন্ট আফসানা বেগম এমপি।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আফসানা বেগম এমপি গোলাপগঞ্জ স্যোশাল এন্ডকালচারাল ট্রাস্ট ইউকে'র কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে ভালোকাজে উদ্বুদ্ধ করে। তাই এরকম আয়োজন ধারাবাহিক করার আহ্বান জানান।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ দিলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ জোয়ারদারেরপরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লীড মেম্বার অফকালচার এন্ড স্পোর্টস কামরুল হাসান মুন্না, কাউন্সিলর হারুন মিয়া, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সাবেককাউন্সিলর আতাউর রহমান, সাবেক কাউন্সিলর তারেক খান, শাহ সোহেল আমিন, সাংবাদিক আব্দুল মুনিমজাহেদী ক্যারল, সুয়েজ মিয়া, আব্দুল কাদির মুরাদ, সংগঠনের উপদেষ্টা ফারুক আলী, সেলিম উদ্দিনচাকলাদার, আব্দুল বারী নাছির, আমিনুল হক জিলু, ক্রীড়া সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ইসি সদস্য মকছুছআহমেদ জোয়ারদার, মিছবাহ মাছুম, আব্দুস শুকুর, নজরুল ইসলাম, তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সহ সভাপতি আব্দুল কাহার, সাধারণ সম্পাদক ফারুক ফুয়াদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রিবু আহমেদ, জুনেদ আহমেদ, ফয়সল আহমেদ, রুবেল, মুন্না সহ শত শত ব্যাডমিন্টন প্রেমি দর্শক।

তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ খেলায় চ্যাম্পিয়নহন নাসির-খালেদ কামালী জুটি , রানার্স আপ শেখ তানভীর-সাজ্জাদ জুটি।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন তুহিন-জুহেল জুটি ও আল আমিন - সুহেদ জুটি। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরথেকে বাছাইকৃত সেরা খেলোয়াড়বৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

খেলায় বাংলাদেশী খেলোয়াড় ছাড়াও পাকিস্থানী বংশভূত খেলোয়াড়বৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। খেলার স্পন্সরহিসাবে ছিলেন মাহি এন্ড কোং, হোম ট্রেডার্স, এস আর কন্সট্রাকশন।

লন্ডনে সাবেক সাংসদ কিরণের সাথে শরিয়তপুর জেলা জাতিয়তাবাদি ফোরামের মতবিনিময়

কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ শরিয়তপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সাংসদ শফিকুর রহমান কিরণের সাথে লন্ডনে এক মতবিনিয় সভা করছে শরিয়তপুর জেলা জাতিয়তাবাদি ফোরাম যুক্তরাজ্য। শুক্রবার রাতে পুর্ব লন্ডনের একটি হলে এ সংবর্ধনা ও মত বিনিময় সভাটি অনুষ্টিত হয়। ফোরামের সভাপতি শফিকুল ইসলাম তুহিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার শাহনেওয়াজ জুয়েলের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান মুজিব। বক্তব্য রাখেন মেজবাহউল ইসলাম বাবু, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, সহিদুল ইসলাম মামুন, টিপু আহমেদ, ডালিয়া বিনতে লাকুরিয়া। উপস্থিত ছিলেন আব্দুস ছালাম বেপারী, নাসির উদ্দিন মাদবর, তরুণ সরদার, মাসুদ সরদার, এমদাদুর রশিদ সুমন, উজ্জ্বল খান, কাজী উজ্জ্বল, নজরুল হাওলাদার, জসিম উদ্দিন পেদা, নাহিদ গোরাপী, সোহাগ সিকদার, শাহ আলম পেদা, আবুল হোসেন, মাইনুল ইসলাম, খালেদ চৌধুরি, মোঃ কদর উদ্দিন, মোহাম্মদ রাজ, এনামুল হোসেন অশ্রু, আহমেদ সাদিক, সরফুদ্দিন সরফু, আরিফ হোসেন, শাহ আলম মোল্লা, ইউসুফ তালুকদার, লকিত উল্লা উকিল, আব্দুল হালিম, কামাল আহমেদ সিকদার, ফরহাদ হোসেন, ইদ্রিস বয়াতী, রানা ঢালী, লিটন হোসেন, রাশেদ আখন, হুমায়ুন কবির, নুর মোহাম্মদ কচি, আল আমিন সুমন, সরোয়ার হোসেন রাহুল, সুমন চোকদার, আজিজ মোল্লা, জামাল হোসেন, সাগর শেখ, আব্বাস আলী, মনজুরুল ইসলাম জিন্নাহ, ফারুক কাদেরি লাকুরিয়া, এমাদ উদ্দিন আহমদ প্রমূখ।

It's time to make your UK visa digital

If you have a BRP card expiring on 31 December, or paper documents, you should switch to an eVisa via gov.uk/eVisa now

Making your UK visa digital with an eVisa is completely free

Designed to replace physical immigration documents, an eVisa can't be lost or stolen. It's also free and your immigration status won't be affected.

With the switch already underway, we asked the UK Government's experts to answer shome common questions about eVisas...

Q What is an eVisa?

An eVisa is an online record of your immigration status in the UK, allowing you to view and prove your immigration status, including your rights to live, work or study in the UK. It replaces the physical documents you have and you can link your UKVI account to your passport to make international travel straightforward.

Q What's changing?

If you're one of the millions of people using a BRP (biometric residence permit) card that expires on 31 December 2024, you should head to gov.uk/eVisa to create your UKVI account. You'll then be able to get access to your eVisa. It's important you do this to avoid unnecessary delays in proving your immigration status, particularly if you're planning to travel internationally.

Q When will I need an eVisa?

The transition is currently taking place. If your BRP expires on 31 December 2024, take action now. And while legacy paper documents are still valid, and you can continue to use them as evidence of your immigration status as you do today, you should still make a free "no time limit" (NTL) application online at gov.uk/eVisa, which means you can get access to your eVisa.

Q What should I do?

Go to gov.uk/eVisa and create a UKVI account. Don't worry, your immigration status won't be affected. If you have a BRP, you should create your account by 31 December, so get ahead and do it now. If you're a parent or guardian of a child who uses a physical immigration document, you should take action on their behalf too.

Q What if I have paper documents?

You should still make an NTL application. You might be asked to provide a photograph and fingerprints as part of this process, but you'll be given full instructions on what to do online. Once you've completed your application, you'll then receive a UKVI account to access your eVisa.

Q What are the benefits of eVisas?

eVisas are a digital record so you'll no longer need physical documents. They have a number of benefits, as an eVisa can't be lost, stolen or damaged. You can prove your rights instantly, accurately and securely, while only sharing the necessary information with anyone who requests it.

It will also prevent unnecessary delays while travelling internationally, as your UKVI account can be linked to your passport.

There are no penalties for failing to transition to an eVisa by 2025, but not transitioning could result in unnecessary delays when proving your immigration status in the UK or while travelling overseas.

Plus, your information is always held securely.

You can also share your status easily with your landlord or employer via the "view and prove" service.

So take action now at gov.uk/eVisa.

> **"An eVisa will make it easier to prove your rights"**

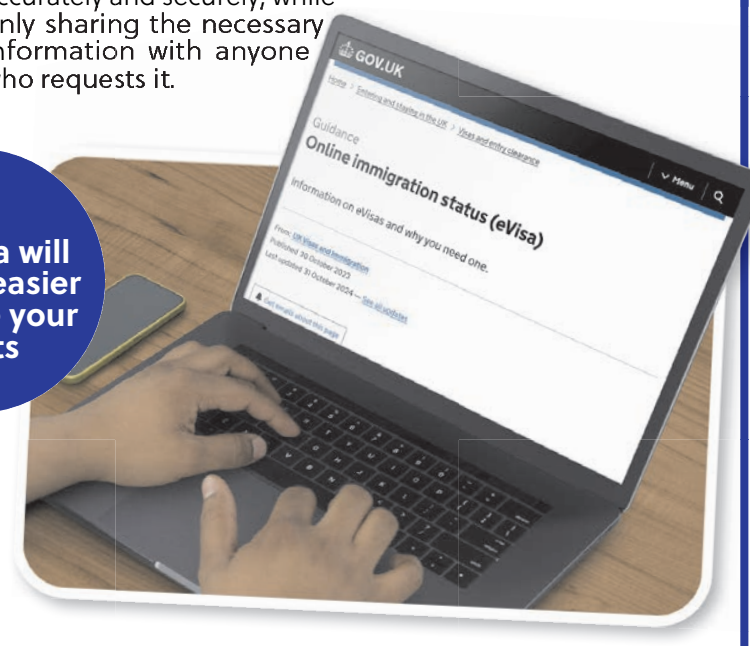

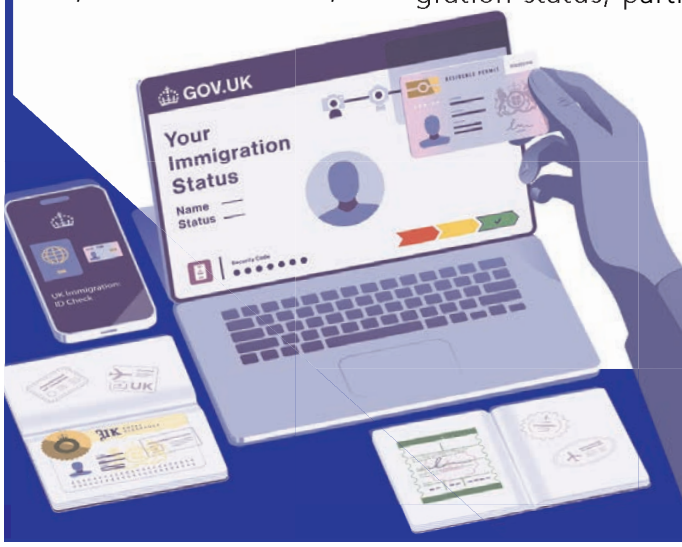

Get access to your eVisa at gov.uk/eVisa

UK Government

সেনাবাহিনী-পুলিশসহ ৪০ টি প্রতিস্টানের অংশগ্রহনে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি সফল ক্যারিয়ার মেলা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ বিভিন্ন ধরণের প্রায় ৪০ টি প্রতিস্টানের অংশগ্রহনে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি সফল ক্যারিয়ার মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথ নির্বাচন করতে গতকাল বুধবার এ মেলার আয়োজন করে প্রতিস্টানটি। কর্মাশিয়াল রোডের লন্ডন এন্টারপ্রাইজ স্কুলের হল রোমে দুপুর থেকে শুরু হওয়া মেলা চলে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত। সফল ক্যারিয়ার মেলায় সেনাবাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন শিল্প পেশাদার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ, sixth form, university এবং পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রিত হয়। মেলার মাধ্যমে year 11 শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান তথ্য এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এক ছাঁদের নিচে এমন মেলার আয়োজনে খুশি অংশগ্রহনকারী প্রতিস্টান, অভিবাবক ও শিক্ষার্থীরা। এসময় অবিবাকরা বলেন, ব্যস্থ সময়ে সব কিছু এক সাথে পেয়ে আমরা খুশি। আমাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী করনীয় ঠিক করবো, এজন্য লন্ডন এন্টারপ্রাইজ স্কুল কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তারা।

মেলার আয়োজন নিয়ে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির principal আশিদ আলী বলেন, "আজকের এই সফল এবং তথ্যপূর্ণ ক্যারিয়ার মেলা আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষার্থীদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে তারা দেখতে পায় তাদের সামনে কতোটা সুযোগ রয়েছে এবং তারা কীভাবে year 11 পর তাদের পথ চয়ন করতে পারে।" লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি একটি উন্নত মানের school যা শিক্ষার্থীদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে সাহায্য করে। একাডেমি একটি বিস্তৃত পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যক্রম প্রদান করে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ওল্ডহ্যাম শাখার নির্বাহী সভা ও যোগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের ওল্ডহ্যাম শাখার মাসিক নিয়মিত নির্বাহী সভা ও যোগদান অনুষ্ঠান গত ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার মাদানী একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও শাখা সভাপতি মাওলানা কমর উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজ শাহ নজির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন শাখার সাংগঠনিক সাম্পাদক মাওলানা বুরহান উদ্দীন বাহার।

উপস্থিত ছিলেন শাখার সহ সভাপতি শাহ ফিরুজ আলী, সহ সভাপতি হাজী আরব আলী, সহ সভাপতি আব্দুল হাই, সহ সাধারণ সাম্পাদক হাফিজ মতিউর রহমান জাকির, সহ সাংগঠনিক সাম্পাদক হাজী সামছুল ইসলাম চৌধুরী প্রমূখ।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও গতিশীল করা লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।সভায় বিশিষ্ট আলেম মাওলানা হেলাল আহমদ ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হাজী মুহাম্মদ মানিক মিয়া বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে ঐক্যমত পোষণ করে সংগঠনে যোগদান করেন।

পরে উপস্থিত নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে উভয়কে ওল্ডহ্যাম শাখায় সহ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শায়খুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হক ও যুক্তরাজ্য শাখার অন্যতম উপদেষ্টা ও ওল্ডহ্যাম শাখার প্রধান উপদেষ্টা সদস্য মাওলানা শেখ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এর দ্রুত রোগ মুক্তি ও নেক হায়াত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মোনাজাত পরিচালনা করেন শাখার সভাপতি মুহাদ্দিস মাওলানা কমর উদ্দিন।

১৬ দিনের প্রচারণায় জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এ বছর হোয়াইট রিবন ডে এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের প্রচারণার অংশ হিসেবে সচেতনতা কার্যক্রমের আয়োজন করেছে। কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি টিম সারা বারা জুড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এগিয়ে এসেছে। প্রতি বছর এই দিনগুলো পালন করা হলেও, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো কাউন্সিলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

২৫ নভেম্বর থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা হোয়াইট রিবন ডে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবস। ১৬ দিনব্যাপী এই প্রচারণাটি ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত চলে।

হোয়াইট রিবন ডে সকলকে, বিশেষ করে পুরুষদের, নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে একত্রিত হতে উৎসাহিত করে। এটি একটি অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করার জন্য উৎসাহ দেয়, যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা কখনোই নারীদের প্রতি সহিংসতা করবে না, সমর্থন করবে না বা চুপ থাকবে না।

১৬ দিনের এই প্রচারণায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস (ভিএডব্লিউজি), হেইট ক্রাইম টিম, উইমেন্স নেটওয়ার্ক এবং মেইল অ্যালাইস এর কর্মীরা কাউন্সিলের কর্মীদের অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করতে উৎসাহিত করেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "প্রতিবছর প্রায় ১২ জন নারীর মধ্যে ১ জন লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন বলে ধারণা করা হয়। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি পরিসংখ্যান। আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসকে সকলের জন্য একটি নিরাপদ স্থান বানানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি বলেন, "এই ১৬ দিনের কার্যক্রম জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের উদ্যোগগুলোর একটি মাত্র অংশ। আমরা সম্প্রতি আমাদের নতুন ভিএডব্লিউজি (ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন এন্ড গার্লস) এবং উইমেন্স সেফটি স্ট্র্যাটেজি (নারীর নিরাপত্তা কৌশল) প্রকাশ করেছি, যেখানে বারা জুড়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমরা যে কোনো ধরনের নির্যাতন এবং হয়রানিকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করবো এবং স্পষ্ট করবো যে টাওয়ার হ্যামলেটসে এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।"

কেবিনেট মেম্বার ফর সেফার কমিউনিটিজ, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, "নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিটি মানুষের উদ্বেগের বিষয় এবং সম্মিলিতভাবে আমাদের সবাইকে এমন একটি বারার জন্য কাজ করতে হবে, যেখানে কেউ - জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম বা যৌন অভিমুখিতা নির্বিশেষে - রাস্তায় বা ঘরে অরক্ষিত বোধ করবে না।"

তিনি বলেন, "আমাদের নতুন ভিএডব্লিউজি কৌশল নারীদের এবং মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়টি পরিষেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় করে তুলেছে এবং প্রান্তিক নারীদের বিশেষ প্রয়োজনগুলোকেও গুরুত্ব দিয়েছে। এটি আমাদের সমাজে নারী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপরও আলোকপাত করেছে।"

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্টার ফেইথ ফোরামের চেয়ার সুফিয়া আলম বলেন, "আমি আশা করি এই ১৬ দিনের কার্যক্রম মানুষের চোখ খুলে দেবে এবং দেখাবে কীভাবে প্রতিদিন সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ঘটে এবং আমরা তা বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ নিতে পারি। এই গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা দিবসগুলো পালন করে আমরা সম্মিলিতভাবে যে কোনো ধরনের নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা জানাই এবং দেখাই যে এটি আমাদের বরোতে কখনোই সহ্য করা হবে না।"

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা- প্রসঙ্গ অজুতে পানির অপচয়

"প্রবাহমান নদীর পাশে বসে অজু করলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা যাবেনা"

"একদিন রাসুল (সাঃ) দেখলেন, একজন সাহাবি অজু করার সময় অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করছেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এমন কেন করছো ? প্রতি উত্তরে সাহাবি জানতে চাইলেন- "হে রাসুল (সাঃ) অজু করার সময়ও কি একটু বেশি পানি ব্যবহার করা যাবে না?" উত্তরে রাসুল (সাঃ) বললেন, "নাহ, করা যাবেনা। এমনকি যদি তুমি প্রবাহমান নদীর পানি দিয়েও অজু করো। (সুত্রঃ ইবনে মাজাহ)।

অজু করার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার ও অপচয় প্রসঙ্গে রাসুল (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীসটি জুমার খুতবায় উদ্বৃত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম । ২৯ নভেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় তিনি ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট (ধর্মের আলোকে পরিবেশ) বিষয়ে খুতবা দেন।

তিনি বলেন, আমরা ইস্ট লন্ডন মসজিদে ফেইথ ইন এনভারনমেন্ট বা ধর্মের আলোকে পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছি। এই প্রচার প্রচারনায় পানির অপচয় রোধকে আমরা অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে দেখছি। তাই আজকের খুতবায় আমি অজু এবং পরিবেশের মধ্যকার সুন্দর সংযোগ নিয়ে আমার কিছু চিন্তাভাবনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এটি এমন একটি বিষয় যা সারা বিশ্বে দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তিনি বলেন, অজু আমাদের ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা নামাজের প্রস্তুতি ছাড়াও আরো অনেক কিছু বহন করে । আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) অজুকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক" (সহীহ মুসলিম)। তিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা নিয়মিত অজু করেন কিয়ামতের দিন তাদের শরীরের ধোয়া অংশগুলো বিশেষ এক আলোর মাধ্যমে আলোকিত হবে-তাদের মুখ হবে দীপ্তিমান, তাদের হাত হবে ঝলমলে এবং তাদের পা হবে জ্যোতিময় (সুত্রঃ সহীহ বুখারি ও মুসলিম)।

তিনি বলেন, সঠিক নিয়মে অজু করার পুরস্কার অনেক বড় । সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে নবী (সাঃ) বলেছেন, যখন কেউ সতর্কতার সাথে অজু করে, তার শরীরের প্রতিটি অংশ থেকে পাপ দূর হয়ে যায়, এমনকি নখের নিচ থেকেও।

বাড়িতে অজু তৈরি করে মসজিদে যাওয়া একটি বিশেষ ফজিলত বহন করে। নবী (সাঃ) বলেছেন, (মসজিদের পথে হেঁটে যাওয়ার সময়) একটি পা পাপ মোচন করে এবং অন্য পা জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে"। এছাড়াও, তিনি (রাসুল সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন যে, যারা ঘরে অজু করে মসজিদে যায় নামাজের জন্য, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (সহীহ মুসলিম)।

এটি লক্ষণীয় যে, (নবী সাঃ) মাত্র ৬৫০ গ্রাম (এক মুদ) পানি ব্যবহার করে অজু সম্পন্ন করতেন এবং গোসলের জন্য এক সা' অর্থাৎ ২.৬ লিটার পানি ব্যবহার করতেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন আমরা অজু করার সময় টেপ ছেড়ে রেখে প্রচুর পানি অপচয় করি। মসজিদের অজুখানায় আমরা প্রায়ই দেখি, পানির টেপ ছেড়ে দেওয়ার পর পুরো গতিতে পানি পড়তে থাকে, কখনও কখনও কয়েক মিনিট ধরে পানি পড়তে থাকে। এই অভ্যাস আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্বের বিপরীত।

পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে অপচয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে: সূরা আল-আরাফের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না"

এটি আমাদের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ করে অজু করার সময় পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে । যখন আমরা দেখি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ মানুষ পরিষ্কার পানির অভাবে ভুগছেন, তখন পানির সংরক্ষণ আমাদের জন্য আরও জরুরী হয়ে পড়ে।

অজুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মিসওয়াক ব্যবহার। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য এটি কষ্টদায়ক না হতো, তবে আমি তাদের প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতাম" (সহীহ আল-বুখারি)। এই সুন্নাহ কেবল মৌখিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে না, বরং নামাজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও বাড়িয়ে তুলে।

যারা সঠিক পন্থায় অজু করে পানি ব্যবহারে সচেতন থাকে, তাদের জন্য একটি বিশেষ দোয়া রয়েছে । অজু সম্পন্ন করার পর রাসুল (সাঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এই দোয়া পড়তে:

"আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।" রাসুল (সাঃ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যে কেউ সঠিকভাবে অজু করে এই দোয়া আন্তরিকভাবে পড়বে, জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে (সহীহ মুসলিম)।

আমাদের মসজিদে, আমরা মুসল্লিদের অজুর সময় পানি ব্যবহারে যত্নবান হতে বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

পানি সাশ্রয়ী টেপ স্থাপন করেছি এবং পানি অপচয় রোধের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অজুর স্থানগুলোতে নোটিশ দিয়েছি। এই প্রচেষ্টা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্বের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আসুন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শিক্ষাগুলো চর্চা করি। আমরা যেন অজুকে পরিপূর্ণ করতে পারি এবং একইসাথে পানি ব্যবহারে যত্নবান হতে পারি। এভাবেই আমরা আল্লাহর সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের ঈমান এবং দায়িত্ব উভয়কে পালন করতে পারি। প্রতিটি বাঁচানো পানির ফোঁটা আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একেকটি পদক্ষেপ।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে ভেতর ও বাইরের দিক থেকে পরিশুদ্ধ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করেন। আমিন।

Discounts only apply to hearing devices from our Specsavers Advance Elite, Super and Premium product range. Excludes batteries and accessories. Subject to suitability. Hearing devices refers to hearing aids and does not apply to accessories. Cannot be exchanged for cash or used in conjunction with any other Specsavers offer or voucher. Non-refundable or transferable on already purchased products. Offer valid from 25 November 2024 until 24 December 2024.

আর্ট প্যাভিলিয়নে চলছে ‘কালারস্ অব বাংলাদেশ’ চিত্র প্রদর্শনী, রোববার শেষ দিন

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের সহযোগিতায় আয়োজিত মাসব্যাপি বাংলা নাট্যোৎসব ‘এ সিজন অব বাংলা ড্রামা’র অংশ হিসেবে মাইল এন্ড পার্কে অবস্থিত দ্য আর্ট প্যাভিলিয়নে (Clinton Road, Mile End Park, E3 4QY) “কালারস্ অব বাংলাদেশ” (বাংলাদেশের রঙ) শীর্ষক প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে ২০ নভেম্বর, যা চলবে ১ ডিসেম্বর রোববার পর্যন্ত।

প্রথমবারের মতো, অবিন্তা গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস (অবিন্তা কবির ফাউন্ডেশনের প্রকল্প) লন্ডনের দর্শকদের কাছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্য বিশিষ্ট এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের একটি দল নিয়ে লন্ডনে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করছে।

প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত এর দরোজা খোলা থাকবে সর্বসাধারণের জন্য।

অবিন্তা গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসের চেয়ারপারসন মিসেস নীলু রওশন মুর্শেদ এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাংলাদেশী শিল্প ও সংস্কৃতিকে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের কিংবদন্তি ও স্বনামধন্য শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষ শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। শিল্পিরা হচ্ছেনঃ মনিরুল ইসলাম, রফিকুন

নবী, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, কনক চাঁপা চাকমা, আনিসুজ্জামান এবং জহুরা সুলতানা।

প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া শিল্পকর্মগুলি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে চিত্রিত করছে।

প্রদর্শনীর সময়কালে দ্য আর্ট প্যাভিলিয়নের প্রাঙ্গণে একটি একদিনের আর্ট ওয়ার্কশপ এবং আর্ট-টক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় শিল্পী এবং শিল্প উৎসাহীদের মধ্যে ধারণা সংগ্রহ এবং শিল্প গঠন সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময় করার জন্য একটি সংযোগের সুযোগ স্থাপন।

কার্ডিফ শহরে বিজয় ফুল কর্মসূচির উদ্বোধন

"ডিসেম্বর মাস, বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। বিশ্বের যেখানেই থাকুন, বিজয়ের মাসে বিজয়ফুল পরুন, বিজয়ের গৌরবে সমুন্নত থাকুন এবং একাত্তরের শহীদদের স্মরণ করুন আর বাংলাদেশের বিজয়কে বুকে ধারণ করুন’ এই স্লোগানের মাধ্যমে ও দীপ্ত শপথে ডিসেম্বর মাসের ১ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের গল্পবলা এবং প্রতিদিন বিজয়ফুল পরার আহ্বান জানিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও শুরু হয়েছে বিজয়ফুল কার্যক্রম।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের ন্যায় ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে বিজয়ফুল কর্মসূচি-২০২৪ ইংরেজির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে ১লা ডিসেম্বর রোববার দুপুর ২ ঘটিকায় বিজয়ফুল কর্মসূচির ইউকে ওয়েলসের উজ্জীবক ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনার সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি’ দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে একে অপরকে বিজয়ফুল পরানোর মধ্য দিয়ে বিজয়ফুল কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ্।

বিজয়ফুল কর্মসূচি-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কার্ডিফের স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ও বিভিন্ন গ্রোসারি শপ ও রেষ্টুরেন্ট - টেকওয়ে নানা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে মানুষের মাঝে বিজয় ফুল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে অনুষ্ঠিত মহতি পোগ্রামে বক্তব্য রাখেন কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক কমিউনিটি সংগঠক আসকর আলী, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের কেন্দ্রীয় ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এর ডিরেক্টর শফিক মিয়া,গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলসের কনভেনার মুজিবুর রহমান, সদস্য সচিব রকিবুর রহমান, নজির উদ্দিন, মাহমুদ হোসেইন, ও মাহমুদ চৌধুরী সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

আগামী ১৬ ই ডিসেম্বর সোমবার বেলা দেড় ঘটিকায় কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টারে মহাণ বিজয় দিবসের আলোচনা সভা,মধ্যাহ্ন ভোজ ও বিজয়ফুল কর্মসূচি-২০২৪ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরুধ জানানো হয়েছে।।

"মুক্তিযুদ্ধের অনন্য স্মারক বিজয় ফুলকে স্বাগত জানাতে ডিসেম্বরের ১ থেকে ১৬ বিজয়ফুল পরুন, বিজয়কে বুকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার আহবান জানিয়ে বিজয়ফুল কর্মসূচির ইউকে ওয়েলসের উজ্জীবক ও কার্ডিফ শাহজালাল বাংলা স্কুল পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, বহির্বিশ্বে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছে বিজয়ফুল হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক।

বিজয়ফুল তৈরির সময়ে একটি ক্রিয়েটিভ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলার সুযোগটা পাওয়া যায়। বিজয়ফুল একটা উপলক্ষ। বাচ্চারা বিজয়ফুল তৈরি করার সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা পাশে বসে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ জয়ের গল্প শোনান। এতে নতুন প্রজন্মের কাছে একাত্তরের বার্তা পৌঁছে যায়। ছেলেমেয়েরা যখন নিজ হাতে পাঁচটি সবুজ পাপড়ি ও একটি লাল গোলকের সম্মিলনে ফুল তৈরি করে, তখন তাদের শেখানো হয় মাঝখানের বৃত্ত আমাদের বিজয়ের লাল সূর্য, আর পাঁচটি পাপড়ির মাধ্যমে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা-নানা ধর্মের মানুষের সহমর্মিতা, আমাদের মৌলিক অধিকার, দেশের নদী, সবুজ প্রকৃতি ইত্যাদি। তাই বিজয়ফুল বানানোর সময় নতুন প্রজন্মের সামনে গোটা বাংলাদেশের চিত্র ফুটে ওঠে। বিজয়ফুল শুধু লন্ডনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি ডিসেম্বরে বহু বাঙালি বুকে বিজয়ফুল পরেন, হৃদয়ে বিজয়ের চেতনা ধারণ করেন।

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন
মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,
07904278050

মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবী

এ রহমান অলি, লন্ডনঃ ইউরোপীয় বাংলাদেশ ফোরাম এর পক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিক মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এমনেষ্ট্রি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সিনিয়র রিসার্চার ও এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচ্যারার ইরানিয়ান বংশদ্ভূত আব্বাস ফায়েজ, বিবিসি'র সাবেক ডিপ্লমেটিক সংবাদদাতা সিনিয়র সাংবাদিক ডানকান বারলেট, রেডব্রিজ কাউন্সিলের সাবেক মেয়র রয় ইম্মেট, আমরা যুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড এর কেন্দ্রীয় নেত্রী ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ব্যারিস্টার তানিয়া আমির, স্যাকুলার বাংলাদেশ মুভমেন্ট (এসবিএম) এর প্রেসিডেন্ট ক্যাম্পেইন ফর মাইনরিটি রাইট - পুষ্পিতা গুপ্তা, মুক্তিযোদ্ধা ও আহমদিয়া এ্যাসোসিয়েশন ইউকের বাংলা শাখার ইনচার্জ এম.এ. হাদি সহ আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

৩রা ডিসেম্বর ২০২৪ইং মঙ্গলবার লন্ডন সময় সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় ইষ্ট লন্ডনের ২৪ ওজবর্ন ষ্ট্রীটের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অসুস্থ শাহরিয়ার কবিরকে চিকিৎসার প্রয়োজনে মুক্তি দিতে বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহবান জানান।

এমনেষ্ট্রি ইন্টারন্যাশনালের আব্বাস ফায়েজ বলেন শাহরিয়ার কবিরকে আমি অনেক বছর যাবত চিনি এবং জানি। তাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার উপর যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা বিশ্বাস যোগ্য নয়। তিনি শারিরিক ভাবে অসুস্থ তার চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি তার সমগ্র জীবন ব্যায় করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের জন্য। আব্বাস ফায়েজ আরো বলেন বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় আসলো কে গেল এটি আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা চাই মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসন। বাংলাদেশে এখন মানবাধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। এমন অনেক বিষয় আমরা জানি। শাহরিয়ার কবিরকে বাংলাদেশের চারদলীয় জোট সরকারের সময়ও গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমরা তার জন্য কাজ করেছি। সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যাপার হলো একজন মানমাধিকার নেতা এবং সাংবাদিককে অন্যায় ভাবে আটক করা হয়েছে। আমরা তার মুক্তি চাই। এই সরকারের সাথেও আমার যোগাযোগ হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি সেমিনারে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছি।

বিবিসি'র সাংবাদিক ডানকান ভারলেট বলেন শাহরিয়ার কবির একজন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিক , তাকে অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলায় আটক করা হয়েছে। আমরা তার নিঃশর্ত মুক্তি চাই। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ভয়ে কথা বলতে পারেনা, লিখতে পারেনা। এটি কোন ধরনের মানবতা। বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন একটি বিশেষ মহলের দখলে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ব্যারিষ্টার তানিয়া আমির বলেন, এই সরকারের কাঁধে অদৃশ্য শক্তি ভর করেছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ভূয়া মামলা দায়ের হচ্ছে এবং হয়েছে। এমন অসংখ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে মামলার বাদীরা আসামীদের চেনেননা। অনেক বাদী স্বীকার করেছেন তারা ৫/৬ জনের নামে মামলা করেছেন, পরবর্তীতে জানতে পারছেন অনেককে এসব মামলায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ বা আইনজীবির সাথে মামলার বাদীরা যোগাযোগ করলে বলা হচ্ছে এটি আপনার বিষয় নয়, এটি আমরা দেখবো। সরকারের একজন উপদেষ্টা বলেছেন স্নাইপার রাইফেল বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করেনা। তাহলে যারা গুলিতে মারা গেছে বা আহত হয়েছে। তাদের কে বা কারা গুলি চালিয়েছে এটি কি খতিয়ে দেখার বিষয় নয়? শত শত পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা কেউ বলছেনা। চারশতাধিক থানা লুট করা হয়েছে অস্ত্র লুট হয়েছে। এসব কে করেছে ? এসবসের সঠিক তদন্ত হলেই বুঝা যাবে এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পর একটি মহল চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের কারাগার থেকে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক ও মুক্তমনাদের অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

পুষ্পিতা গুপ্তা বলেন বাংলাদেশে চলছে হিন্দু নিধন। শুধু হিন্দু নয় অন্যান্য সংখ্যালঘুরাও হয়রানির শিকার। অসংখ্য হিন্দু বাড়ীঘর ব্যবসা প্রতিষ্টানে লুটপাট করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। হিন্দুরা কথা বললেই তাদের ভারতীয় দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করে চালানো অত্যাচার। এমন হাজার হাজার হিন্দু প্রতিদিন অত্যাচারিত হচ্ছে। এটাকি হিন্দুদের দেশ নয়? হিন্দু মুসলিম সকলে মিলে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। হিন্দুদের জোর করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। চিন্ময় বাবু একজন সাধু মানুষ তাকে অন্যায় ভাবে আটক করা হয়েছে। তিনি একজন নিরামিশভোজি । আদালত থেকে তাকে সুযোগ সুবিধার দেওয়ার কথা বলা হলেও কারাগারে তিনি সেসব সুযোগ পাচ্ছেননা। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সাথে তাকে কারাগারে রাখা হয়েছে। তার জীবন হুমকীর সম্মুখীন।

মুক্তিযোদ্ধা এম. এ, হাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে বলেন আহমদিয়ারা কি বাংলাদেশের নাগরিক নয়? দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদিয়া মসজিদ ভাঙচুর সহ অসংখ্য ঘটনার বিবরন দেন। তিনি বলেন শুধু আহমদিয়া বা শিয়া সম্প্রদায় নয় বাংলাদেশের পীর আউলিয়া সুফি দরবেশরাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। প্রতিদিনই ভাঙ্গা হচ্ছে মাজার ও পীর আউলিয়াদের আস্থানা।

রেডব্রিজ কাউন্সিলের সাবেক মেয়র রয় ইম্মেট বলেন বাংলাদেশ এখন উগ্রবাদিদের দখলে। নেই আইনের শাষন নেই মানবাধিকার। আমরা বাংলাদেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি। সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন, এতে বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

১৪ ডিসেম্বর লন্ডনে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস এওয়ার্ড ২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে

প্রথমবারের মতো লন্ডনে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস এওয়ার্ড ২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মানজনক এ আয়োজনের বিষয়টি অবহিত করতে লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করে বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস এওয়ার্ড(বিবিএসএ)। সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন বেঙ্গল বৃটিশ স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস-এর এডভাইজার ড. জাকির খান ও ফাউন্ডার ওয়ালিদ আলী। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বৃটেনে বিভিন্ন ধরনের এওয়ার্ড চালু থাকলেও খেলাধুলায় কোন এওয়ার্ড নাই। টপ লেভেলে যে সকল বাংলাদেশী অ্যাথলিট, বক্সার, ফুটবলার, ক্রিকেটার, ক্যারাম খেলায় উচ্ছপর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাদেকে উজ্জীবিত করতে এমন আয়োজন করা হয়েছে।

সারাদেশ থেকে বাচাইকৃতদের নিয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪ টায় লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এওয়ার্ড প্রদান করা হবে। মর্যাদাপূর্ণ এ এওয়ার্ড ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় ও আগ্রহী সকলকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবে। ১৪ ডিসেম্বরের আয়োজন শুধু খেলোয়াড়দের নয়, কমিউনিটি সর্বক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাবে। কমিউনিটির মানুষ জানতে পারবে আমাদের দেশের অনেকে উচ্চ পর্যায়ে খেলছে, যার ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে আগ্রহ বাড়বে। প্রথমবারের মতো চালু হওয়া সম্মান জনক এ এওয়ার্ড এবার ১৫ জনকে প্রদান করার কথা রয়েছে।

বেঙ্গল ব্রিটিশ স্পোর্টস এওয়ার্ডের কর্নধাররা কমিনিটির সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা ফেলে আগামীতে আরো বড় পরিসরে আয়োজন করা সম্ভব হবে। সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমকর্মী ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন কো-ফাউন্ডার মোহাম্মদ খালেদ, প্রেজেন্টার মাহমুদ শাহনেওয়াজ প্রমূখ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

সিলেট সীমান্তের ওপারে আটকা শতকোটি টাকার পণ্য

সিলেট অফিস : সিলেট সীমান্তের ওপারে ভারতের তিনটি শুল্ক স্টেশন দিয়ে আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথিত অভিযোগ ও ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ভারতীয় লোকজনের বাঁধায় সুতারকান্দি ও করিমগঞ্জ স্টেশন দিয়ে দু'দিন ধরে সবধরণের বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে।

এছাড়া পণ্য পরিমাপ নিয়ে জটিলতায় সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ রয়েছে। এতে সীমান্তের উভয়পাড়ে আটকা পড়েছে শত কোটি টাকা মূল্যের পণ্যবোঝাই ছয় শতাধিক ট্রাক। আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকায় প্রতিদিন লোকসান গুনতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন সিলেটের আমদানিকারকরা। এ ব্যাপারে উভয় দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তারা।

আমদানিকারক সূত্র জানায়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথিত অভিযোগ ও ইসকন থেকে বহিস্কৃত নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের দাবিতে গত সোমবার ভারতের করিমগঞ্জ জেলার সুতারকান্দি শুল্ক স্টেশনে মিছিল নিয়ে জড়ো হন কয়েকশ' লোক। 'হিন্দু ঐক্যমঞ্চ'র ব্যানারে মিছিলকারী লোকজন একপর্যায়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশের প্রস্তুতি নিলে বিএসএফ ও পুলিশ তাদেরকে বাঁধা দেয়। এ সংক্রান্ত ভিডিও রবিবার ফেসবুকে ভাইরালও হয়।

পরে ভারতীয় বিক্ষোভকারীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সুতারকান্দি শুল্ক স্টেশন দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ভারতের করিমগঞ্জ শুল্ক স্টেশনে। পরে ওই স্টেশন দিয়েও আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়। এদিকে, পণ্য পরিমাপ সংক্রান্ত জটিলতায় রবিবার থেকে ভারতের ডাউকি বর্ডার দিয়ে পাথর-চুনাপাথর আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক পরিচালক এবং পাথর আমদানিকারক গ্রুপের সভাপতি আতিক হোসেন জানান, ইসকন ইস্যুতে ভারতের সুতারকান্দি ও করিমগঞ্জ বর্ডার দিয়ে সবধরণের আমদানি-রফতানি বন্ধ রয়েছে। ভারতীয় লোকজনের বাঁধার মুখে ভারত থেকে বাংলাদেশে কিংবা বাংলাদেশ থেকে ভারতে কোন পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে পারছে না।

তিনি জানান, সোমবার পর্যন্ত ভারতের সুতারকান্দিতে পাথরসহ বিভিন্ন পণ্যবাহী অন্তত ২০০ ট্রাক এবং এপারে শেওলা শুল্ক স্টেশনে অর্ধশতাধিক ট্রাক আটকা পড়েছে। এছাড়া সিলেটের জকিগঞ্জের ওপারে ভারতের করিমগঞ্জে আটকা পড়েছে ফল ও কাঁচামালবোঝাই অর্ধশতাধিক ট্রাক।

আতিক হোসেন আরও জানান, সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য পরিমাপ নিয়ে অসন্তোষের জের ধরে পণ্য আমদানি বন্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, সিলেটের তামাবিল ও শেওলা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে যে পাথর আমদানি করা হয়, তা সরাসরি খনি থেকে ট্রাকে লোড করা হয়। ফলে পাথরের সাথে মাটি ও বালি মিশ্রিত থাকে।

আগে শুল্কায়নের পূর্বে বন্দর কর্তৃপক্ষ মাটি ও বালির ওজন বাদ দিয়ে পাথরের ওজন নির্ণয় করতেন। কিন্তু বর্তমানে স্থলবন্দরের নতুন কর্মকর্তারা মাটি ও বালির ওজন ছাড় না দেওয়ায় লোকসানের হাত থেকে বাঁচতে ব্যবসায়ীরা আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে তামাবিল স্থলবন্দরের ওপারে ভারতের ডাউকিতে পাথর ও চুনাপাথর বোঝাই তিন শতাধিক ট্রাক আটকা পড়েছে।

আমদানিকারকরা জানিয়েছেন, বর্ডারে পণ্য আটকা পড়ায় ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রতিদিনই আমদানিকারকদের ব্যাংক ঋণের সুদ গুনতে হচ্ছে। এছাড়া পাথর ও চুনাপাথর আমদানি বন্ধ থাকায় লোড-আনালোড এবং স্থানীয় পাথরভাঙার কলগুলোর হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন।

মারাত্মক ঝুঁকিতে ধলাই সেতু : রক্ষা করবে কে?

সিলেট অফিস : সিলেটের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সেতু কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই নদীর উপর নির্মিত হয়। প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম.সাইফুর রহমান ২০০৬ সালে উদ্বোধন করেন সেতুটি। পূর্ব ধলাই এর প্রায় ৫০ হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হচ্ছে এই সেতু। সম্প্রতি এই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলন করে হুমকির মুখে ফেলা হচ্ছে। সেতু রক্ষায় করো কার্যকর কোন ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি। মাঝেমধ্যে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ অভিযান করলেও বালু উত্তোলন বন্ধে তা কার্যকর হচ্ছে না।

স্থানীয়দের পক্ষ থেকে দু-একটি মানববন্ধন ও সমাবেশ করা হলেও তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। এলাকার সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে বালু উত্তোলনের সাথে জড়িতদের নাম উল্লেখ করে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও তার কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বরং আগের চেয়ে দিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বালু উত্তোলন।

সম্প্রতি সেতুটির নিচ ও পিলারের গোড়া থেকে বালু উত্তোলন করায় ঝুকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। গাড়ি যাতায়াতের সময় ভাইব্রেশন করে সেতুটি। এমতাবস্থায় হুমকির মুখে পড়েছে সেতুর স্থায়ীত্বকাল। সেতুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হবে পূর্ব পাড়ের ৫০ হাজার মানুষ। এমতাবস্থায় সেতুর স্থায়ীত্ব রক্ষায় দেখা দিয়েছে সংশয়। প্রশাসন কার্যকর প্রদক্ষেপ না নিলে ধ্বংস হয়ে যাবে জনগুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনা।

ধলাই ব্রিজের নিচ থেকে বালু পাথর উত্তোলন বন্ধের জন্য ৫ নভেম্বর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও কোম্পানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন রুস্তমপুর গ্রামের মোঃ ফয়জুল হক।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন সিলেট বিভাগের দীর্ঘতম এই সেতুটির নিচ হইতে বালু, পাথর উত্তোলন ফলে সেতু সহ বিজিবি ক্যাম্প ও আশপাশের স্থাপনা সমূহ ভাঙ্গনের হুমকীর মুখে পড়িয়াছে। পূর্ব ইসলামপুরের বালু, পাথর খেকোরা রাতে ও দিনের বেলায় জোরপূর্বক ব্রিজের পিলারের গোড়া ও নদীর পাড় হইতে বারকী নৌকা দ্বারা বালু, পাথর উত্তোলন করিতেছে।

ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ২জন ওয়ার্ড মেম্বারের সীল স্বাক্ষর সহ অভিযোগে তিনি আরো উল্লেখ করেন ধলাই সেতুর নিচ থেকে কলাবাড়ী গ্রামের বিলাল, আনোয়ার, জসিম, জামাল, আলামিন, ইয়ামিন, লিজা, রিয়াজ, ডিবল, জহুর, দুলু, ফরিদ, মাসুক মিয়া, আব্দুল্লাহ, নুর মোহাম্মদ, কনাই, মন্নান, হাসিম, সেলিম সহ আরো অনেকেই বালু পাথর লুটপাট করছে।

অভিযোগ দায়েরকারী মো. ফয়জুল হক জানান, অভিযোগের প্রায় ১মাস অতিবাহিত হলেও অভিযোগের বিষয়ে কোন প্রদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমার দায়ের করা অভিযোগের কোন অগ্রগতি সম্পর্কে ইউএনও বা ওসি আমাকে কিছুই জানাননি। গত ২দিন আগে ধলাই সেতুর নিচে মোবাইল কোর্টের অভিযান হয়েছে। তাছাড়া আর কোন প্রদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

কোম্পানীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ উজায়ের আল মাহমুদ আদনান জানান, প্রতিদিন ধলাই নদীতে আমাদের অভিযান চলছে। স্পটে যাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনককেই জেল জরিমানা দেওয়া হয়েছে। ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলন বন্ধে আমাদের টহল আরো জোরদার করা হয়েছে।

চালক ছাড়াই চলবে শাবিপ্রবির অটোমামা

সিলেট অফিস : যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'টেসলা'-এর আদলে দেশে প্রথমবারের মতো চালকবিহীন গাড়ি তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) একদল শিক্ষার্থী।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন গাড়িটির নাম রাখা হয়েছে 'অটোমামা'। গাড়িটি একসঙ্গে তিন থেকে চারজন যাত্রী বহন করতে পারবে বলে জানিয়েছেন দলের প্রধান সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থী মির্জা নিহাল বেগ।

দলটির দাবি, অটোমামা দেশের প্রথম সফল 'লেভেল ২ অটোনোমাস ইলেকট্রনিক ভেসেল'। গাড়িটি দেশের রাস্তায় চলাচল উপযোগী ডেটাসেট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে পাবলিক রাস্তায় চলাচলে সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির সদস্যরা।

দলের প্রধান মির্জা নিহাল বেগ বলেন, 'ক্যাম্পাসের যাতায়াতব্যবস্থা মাথায় রেখে আমরা এটি তৈরি করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য এটা আরও উন্নত অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হিসেবে ডেভেলপ করা।'

আর প্রজেক্ট সুপারভাইজার সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাহিদুর রহমান বলেন, 'চালকবিহীন গাড়ি অটোমামা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) মাধ্যমে পরিচালিত হবে।'

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

দেশ থেকে ১৫ বছরে ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে দেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় যা ২৮ লাখ কোটি টাকা। এই অর্থ গত ৫ বছরে দেশের জাতীয় বাজেটের চেয়ে বেশি। আলোচ্য সময়ে প্রতিবছর পাচার হয়েছে ১৬ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৫ বছরের পাচারের অর্থ দিয়েই ৭৮টি পদ্মা সেতু করা সম্ভব। অর্থনীতির অবস্থা মূল্যায়নে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে অর্থ পাচারের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) রিপোর্টের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে রোববার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে শ্বেতপত্র সংক্রান্ত কমিটির প্রধান বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নেতৃত্বাধীন কমিটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে দুর্নীতি হয়েছে-ব্যাংকিং খাত, বিদ্যুৎ-জ্বালানি, উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে। ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে সাতটি বড় প্রকল্প পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতিটিতে অতিরিক্ত ব্যয় ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ব্যয়ের সুবিধা বিশ্লেষণ না করেই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ১৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ৭ লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। এর ৪০ শতাংশ অর্থ আমলারা লুটপাট করেছে। এ সময়ে কর অব্যাহতির পরিমাণ ছিল দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ। এটি অর্ধেকে নামিয়ে আনা গেলে শিক্ষা বাজেট দ্বিগুণ এবং স্বাস্থ্য বাজেট তিনগুণ করা যেত। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ১০ শতাংশ অবৈধ লেনদেন ধরা হলে পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৩ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্ল্যাকহোলের গভীরে ব্যাংকিং খাত। খেলাপি ঋণ ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থ পাচারে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে বিচারকাজ শুরুর সুপারিশ করেছে কমিটি। রিপোর্ট প্রদান অনুষ্ঠানে ড. ইউনূস বলেন, এটি ঐতিহাসিক দলিল। বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সমস্যাটি আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও গভীর। শ্বেতপত্রে উঠে এসেছে কীভাবে চামচা পুঁজিবাদ অলিগার্কদের জন্ম দিয়েছে।

দেশের আর্থিক খাতের প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়নে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে ২৮ আগস্ট ১১ সদস্য বিশিষ্ট শ্বেতপত্র প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। কমিটিকে যেসব বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে সেগুলো হলো- সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বহির্খাত (আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, এফডিআই, রিজার্ভ এবং বিদেশি ঋণ), ব্যাংকিং খাতের পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি, সরকারের ঋণ, পরিসংখ্যানের মান, বাণিজ্য, রাজস্ব, ব্যয়, মেগা প্রকল্প, ব্যবসার পরিবেশ, দারিদ্র্য ও সমতা, পুঁজিবাজার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও জলবায়ু ইস্যু, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান। কমিটি রোববার রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এসব কমিটির পক্ষ থেকে এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বছরে পাচার হয়েছে ১৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনের ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। পাচারের অর্থ দেশের রপ্তানি ও রেমিট্যান্স মিলিয়ে মোট বৈদেশিক মুদ্রার এক-পঞ্চমাংশ এবং জাতীয় সঞ্চয়ের ১১ দশমিক ২ শতাংশ। বিভিন্ন উপায়ে এই অর্থ পাচার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-বাণিজ্যভিত্তিক মানি লন্ডারিং, নগদ মানি লন্ডারিং, ব্যাংক, শেয়ারবাজার এবং বিমা খাত ব্যবহার, অনলাইন পেমেন্ট, হুন্ডি, ব্যাংক গ্যারান্টির অপব্যবহার এবং স্বর্ণ স্মাগলিং অন্যতম। প্রতিবেদনে পাবলিক খাতে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কিছু খাত উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুস, করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি, পাসপোর্ট ইস্যুতে দুর্নীতি, ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস। এছাড়াও ৭টি মেগা প্রকল্পের দুর্নীতি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো- পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র, চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রাবন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং পূর্বাচল নিউটাউন প্রকল্প। এছাড়াও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে ব্যাংক খাতকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এখানে

সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো-নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান, খেলাপি ঋণ, ঋণ নবায়ন এবং হলমার্ক এবং বেসিক ব্যাংকসহ কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হয়। এসব দুর্নীতির তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম চাপে ছিল। গণমাধ্যমের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীকে কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বড় বড় বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্নীতি হয়েছে। আইপিপি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে বিশাল লুট হয়েছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্প অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

এদিকে শ্বেতপত্র কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার শাসনামলের গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার অবৈধভাবে পাচার হয়েছে। কমিটি জানায়, শেখ হাসিনার শাসনামলের দুর্নীতি, লুণ্ঠন এবং ভয়ংকর রকমের আর্থিক কারচুপির যে চিত্র রিপোর্টে পাওয়া গেছে, তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস এই যুগান্তকারী কাজের জন্য কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এটি চূড়ান্ত হওয়ার পর এটি জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা উচিত। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়ানো উচিত।' 'এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর অর্থনীতিকে যে ভঙ্গুর দশায় আমরা পেয়েছি, তা এই রিপোর্টে উঠে এসেছে। জাতি এই নথি থেকে উপকৃত হবে।' প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আমাদের গরিব মানুষের রক্ত পানি করা টাকা যেভাবে তারা লুণ্ঠন করেছে, তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো। দুঃখের বিষয় হলো, তারা প্রকাশ্যে এই লুটপাট চালিয়েছে। আমাদের বেশিরভাগ অংশই এর মোকাবিলা করার সাহস করতে পারেনি। পতিত স্বৈরাচারী শাসনামলে ভয়ের রাজত্ব এতটাই ছিল, দেশের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণকারী বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোও এই লুণ্ঠনের ঘটনায় অনেকাংশেই ছিল নীরব।' ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সমস্যাটি আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও গভীর। এই ৩০ অধ্যায়ের ৪০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ শ্বেতপত্রে উঠে এসেছে কীভাবে চামচা পুঁজিবাদ অলিগার্কদের জন্ম দিয়েছে। কীভাবে তারা নীতি প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করেছে।' কমিটির সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান জানান, তারা ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে সাতটি বড় প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখেছেন। প্রতিটিতে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। ২৯টি বড় প্রকল্পে মোট ব্যয় ৮৭ বিলিয়ন ডলার। স্থানীয় মুদ্রায় যা ৭ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। পরীক্ষা করা সাতটি প্রকল্পের আনুমানিক প্রাথমিক ব্যয় ছিল ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা। অতিরিক্ত উপাদান যোগ করে, জমির দাম বেশি দেখিয়ে এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে হেরফের করে প্রকল্পের ব্যয় সংশোধিত করে ১ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা করা হয়। তিনি বলেন, ব্যয়ের সুবিধা বিশ্লেষণ না করেই প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অর্থ পাচারে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে বিচারকাজ শুরুর পরামর্শও দেন তিনি। কমিটির আরেক সদস্য অধ্যাপক একে এনামুল হক বলেন, গত ১৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ৭ লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। এর ৪০ শতাংশ অর্থ আমলারা লুটপাট করেছে। কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আবু ইউসুফ জানান, বিগত শাসনামলে কর অব্যাহতির পরিমাণ ছিল দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ। এটি অর্ধেকে নামিয়ে আনা গেলে শিক্ষা বাজেট দ্বিগুণ এবং স্বাস্থ্য বাজেট তিনগুণ করা যেত। কমিটির আরেক সদস্য এম. তামিম বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ১০ শতাংশ অবৈধ লেনদেন ধরা হলে পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৩ বিলিয়ন ডলার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন সাথী এবং সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনকিসের ডিন প্রফেসর একে এনামুল হক, গবেষণা সংস্থা বিল্ডের নির্বাহী পরিচালক ফেরদৌস আরা বেগম, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গর্ভন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইমরান মতিন, উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. কাজী ইকবাল, বুয়েটের অধ্যাপক ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. এম তামিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শারমিন্দ নীলমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাবেক অধ্যাপক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী এবং বিশ্বব্যাংকের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন।

পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ চান ৮৯.৫ শতাংশ মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ চান ৮৯ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগের 'কেমন পুলিশ চাই' শীর্ষক এক জনমত জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুলিশের দুর্নীতি বন্ধ চান ৭৭.৯ শতাংশ মানুষ। এছাড়া গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন বিবেচনায় অপরাধী পুলিশকে জবাবদিহি ও শাস্তির আওতায় আনার পক্ষে মত দিয়েছেন ৭৪.৯ শতাংশ।

ভুয়া বা গায়েবি মামলার ভয়ভীতির মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা চান ৮১.৯ শতাংশ মানুষ। মৃত ব্যক্তি, অনিবাসী বা নিরপরাধ ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়েরের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা চান ৭৪.৫ শতাংশ। তবে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা সংস্কার করে থানার ওসির কাছে প্রাক-যাচাইয়ের আইনগত ক্ষমতা প্রদান সমর্থন করেছেন ৬৯.২ শতাংশ মানুষ। জরিপে ২৪ হাজার ৪৪২ জন অংশ নেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮৭ ভাগ।

উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষ ছিলেন ২৩ হাজার ১৯১ জন বা ৯৫ শতাংশ। নারী ছিলেন ১ হাজার ২৫১ জন বা ৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য, ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর গত ৮ই আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এরপর পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। পুলিশ সংস্কার কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে গত ৩১ অক্টোবর থেকে 'কেমন পুলিশ চাই' নিয়ে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সকল রাজনৈতিক মামলার তালিকা চায় মন্ত্রণালয়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়েরকৃত সব রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার তালিকা চেয়ে সারা দেশের পাবলিক প্রসিকিউটর ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরদের চিঠি দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের তৈরি করে দেয়া নির্ধারিত ছক অনুসারে মামলার তালিকা প্রস্তুত করত আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর বরাবর কিংবা ংড়ষরপরঃড়ৎ@ষধলিঁংঃরপবফরা.মড়া.নফ ঠিকানায় তা পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

আইন মন্ত্রণালয়ের তৈরি করে দেয়া ছকে ক্রম, সংশ্লিষ্ট জেলার নামসহ আদালতের নাম, মামলার নম্বর, এজাহারকারী/ নালিশকারীর নাম ও পরিচয়, মোট আসামির সংখ্যা এবং এরমধ্যে অজ্ঞাতনামা আসামির সংখ্যা (যদি থাকে), এজাহার/নালিশে উল্লিখিত ঘটনার তারিখ, মামলাটি কোন আইনের কোন ধারায় দায়েরকৃত, মামলাটি কোন পর্যায়ে (তদন্তাধীন, নাকি বিচারাধীন) আছে তথ্য সন্নিবেশ করতে বলা হয়েছে।

গত সোমবার উপ-সলিসিটর সানা মো. মারুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এ সম্পর্কিত চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ৬ই জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ থেকে ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষত ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অব্যবহৃত পূর্বে এবং তৎপরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও অন্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা (যা অনেক ক্ষেত্রে গায়েবি মামলা নামে পরিচিত) দায়ের করা হয়। এসব মামলা সম্পর্কিত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য না থাকায় আইনানুগভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় চিঠিতে উল্লিখিত ছক অনুসারে উক্ত মামলাসমূহের তথ্যাদি জরুরি ভিত্তিতে পাওয়া একান্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায়, চিঠিতে উল্লিখিত ছক অনুসারে সকল জেলায়/মহানগরে দায়েরকৃত রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার তালিকা আগামী ১৭ই ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে সলিসিটর, সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা বরাবর অথবা solicitor@lawjusticediv.gov.bd ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মামলার তালিকা প্রণয়নে বিশেষভাবে যত্নবান ও দায়িত্বশীল হওয়াসহ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রাপ্ত মামলার তালিকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে হামলা গ্রহণযোগ্য নয়

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়ে ভারতে এবং ভারতের মিডিয়ায় যে সব ঘটনা ঘটছে তা নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য অপরাধ। । ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় সোমবার বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে ঢুকে যে হামলা চালানো হলো, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয়। হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি নামের একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সহকারী হাইকমিশনের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালালেও সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী বিদেশি মিশন ও সেখানকার কূটনীতিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বাগতিক দেশের। বৃহৎ প্রতিবেশী দেশটি সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এর আগে ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির সমর্থকেরা কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসে সহিংস বিক্ষোভ করেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেন। ঘটনার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, ঘটনাপ্রবাহ দেখে প্রমাণিত হয়েছে যে হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত। এ ঘটনা কূটনৈতিক সম্পর্কবিষয়ক ভিয়েনা সনদের লঙ্ঘন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সোমবার বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায়ও বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমরা প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের বন্ধুত্ব চাই, কিন্তু খবরদারি নয়।'

ত্রিপুরায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যে অভিযোগ করেছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। বরং সম্মিলিত সনাতন জগরণী জোটের অনুসারীদের হাতে চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে একজন আইনজীবী নিহত হওয়ার পরও সেখানে কোনো অঘটন ঘটতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থানের কারণে। আগরতলায় বাংলাদেশ মিশনে সংঘটিত হামলার প্রতিবাদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে, তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক সদস্যও যোগ দিয়েছেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগরতলার ঘটনাকে 'দুঃখজনক' উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে। আগরতলা মিশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা তিন পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে দিল্লির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু ভারতের এই পদক্ষেপ উত্তেজনা প্রশমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে কি না, সেটা বলা কঠিন। কারণ, ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও স্বৈরাচারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের প্রতি ভারত ধারাবাহিকভাবে যে আচরণ করে আসছে, তা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ নয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা বাংলাদেশের দুটি সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য। বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে এই দুটি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ছাড়াও দুই দেশের মানুষের রয়েছে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক বন্ধন। অথচ আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, দেশটির ভোটের রাজনীতিতে বাংলাদেশকেই বারবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। এ কারণেই কি বাংলাদেশের বন্ধুত্বের দাবিদার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের উদ্ভট প্রস্তাব হাজির করলেন?

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ভারতের আচরণ দেখে এটা স্পষ্ট যে তারা একে মেনে নিতে পারেনি। ভারতের নীতিনির্ধারকেরা মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও বাস্তবে তাদের অনেকের মধ্যে বৈরী আচরণই বেশি লক্ষণীয়। আগরতলার হোটেলমালিকেরা যখন সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশি পর্যটকদের জায়গা দেবেন না, কিংবা কলকাতার কোনো হাসপাতাল যখন বাংলাদেশি রোগীকে চিকিৎসাসেবা না দেওয়ার ঘোষণা দেয়, তখন এটাকে সর্বাত্মক অসহযোগিতা হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

অশুভ প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না

ড. মাহবুব উল্লাহ্

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিশাল গণ-অভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে। শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন অভ্যুত্থানকারীদের কঠোর হস্তে দমন করতে। অভ্যুত্থান দমনে পুলিশ বাহিনীর নির্দয় ভূমিকাকে শেখ হাসিনা প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, সামরিক বাহিনীকে, পুলিশ বাহিনীর মতো কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে। এ পর্যায়ে পুলিশের আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, পুলিশের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কঠোর হওয়া সম্ভব নয়। সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকেও শেখ হাসিনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, লাখ লাখ মানুষের যে দুটি মিছিল গণভবন দখলের জন্য এগিয়ে আসছে, তা কোনোক্রমেই রোধ করা সম্ভব নয়। সামরিক বাহিনীর এ অবস্থান শেখ হাসিনার ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলে। শেখ হাসিনা কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়তে রাজি ছিলেন না। শেখ হাসিনার পুত্র জয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়। জয় বুঝতে সক্ষম হন যে, চরম বিস্ফোরণোন্মুখ এ অবস্থার মুখে তার মাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। লাখ লাখ বিক্ষোভকারী গণভবনের দেওয়াল ভেঙে প্রবেশ করবে এবং তারা যাদের ওপর বিক্ষুব্ধ, তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অবশেষে শেখ হাসিনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং জীবন রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করতে রাজি হন। সামরিক নেতারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং শেখ হাসিনার জীবন রক্ষা করে তাকে দেশ ছাড়ার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, সামরিক নেতৃত্ব শেখ হাসিনার প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ সচেতন ছিল। তারা চাননি শেখ হাসিনাকে উন্মত্ত জনতা টুকরা টুকরা করে হত্যা করুক। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে শেখ হাসিনাকে নিরাপদে দেশ ত্যাগ করার একটি ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা বড়াই করে বলতেন, 'শেখ হাসিনা পালায় না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে পালাতে হয়েছে। গণভবন থেকে একটি হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনাকে সামরিক বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা একটি সি-১৩০ সামরিক পরিবহণ বিমানে দেশত্যাগ করে ভারতের রাজধানী দিল্লির নিকটবর্তী হিন্দান বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছান। সেই থেকে শেখ হাসিনা ভারত সরকারের আনুকূল্যে ভারতেই অবস্থান করছেন। অতীতেও তিনি বেশ কবছর দিল্লিতে ভারত সরকারের আশ্রয়ে থেকেছেন। সেটা ছিল ১৯৭৫-পরবর্তী সময়। ১৯৮১ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদারতায় দেশে ফিরে আসেন। তার হাতে তাদের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে যেসব মূল্যবান সামগ্রী ছিল সেগুলো তুলে দেওয়া হয়। ১৯৮১-এর ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে সামরিক অফিসারদের এক অভ্যুত্থানে নিহত হন। সাধারণ মানুষ এ ঘটনার সরলীকৃত বিশ্লেষণ হিসাবে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেছেন। অনেকে মনে করেন, ১৯৭৫-এর পর শেখ হাসিনা যতদিন দিল্লিতে ছিলেন, সে সময় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা তাকে রাজনৈতিক ও সামরিক কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্ম হয়। এ তারিখে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ গ্রহণ করেন এবং একই সময় উপদেষ্টারাও শপথ গ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্টে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে দেশে কোনো সরকার ছিল না। এ রকম পরিস্থিতি একটি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। ১৯৭৫-এর নভেম্বর মাসেও বাংলাদেশ সরকারবিহীন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। নভেম্বরের ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে কোনো সরকার ছিল না। প্রতিবেশী ভারত এ সুযোগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করতে পারত। কিন্তু তারা এ হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি। এর কারণ হলো-বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিপুল অংশ ভারতীয় আধিপত্যবাদ কিছুতেই বরদাশত করতে রাজি ছিল না। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ শক্তিশালী জাতীয় ঐক্যে দৃঢ়ভাবে সংহত ছিল। এবারও জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রবণতা থাকলেও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সব অংশ ঐক্যবদ্ধ।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনকে খুবই নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অবিরত বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। বাংলাদেশে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পরম বন্ধু হিসাবে বিবেচনায় নেয়। ভারত বিভিন্ন চুক্তি ও লেনদেনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। খোদ শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ভারতকে যা দিয়েছি, তার জন্য চিরকাল ভারত মনে রাখবে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে এক সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছিলেন, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো। মোমেনের এ উক্তিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা অনেক তির্যক মন্তব্য করেছেন। ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের ফলে ভারত বাংলাদেশে তার অবস্থানের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের মন্তব্য হলো যে, রাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে। সেই বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে ভারতের অবস্থানের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত আছে। বাংলাদেশে ভারত ছাড়া অন্য কোনো পরাশক্তির শিকড় অত গভীরে প্রোথিত নয়। কাজেই বাংলাদেশি সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভারতের অনুপ্রবেশের জটাজলকে ব্যবহার করে ভারত বাংলাদেশে নিজের অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে সংহত করতে পারে। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের সিদ্দিকী মুজিব হত্যার বদলা নিতে সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি তার বেশ কিছু অনুসারীকে ভারতে নিয়ে যান এবং তাদের ব্যবহার করে র'-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সীমান্ত পোস্টগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালাতে শুরু করেন। সামরিক শক্তির দিক থেকে তখন বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সীমান্তে কাদেরিয়া বাহিনীর অনেক হামলা বিডিআর প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হতে হয়। ফলে বাংলাদেশে সে সময়কার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব তবারক হোসেনকে গণচীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দেশ দেন। কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী খুব বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সীমান্তে হামলা চালাতে পারেনি। এক্ষেত্রে একদিকে ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশের কূটনীতি এবং চীনের আশ্বাস বাংলাদেশকে শক্তি ও সাহস জোগায় এবং ভারত নিবৃত্ত হয়।

এবার ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক মোজাইক ভারতের অনুকূলে থাকেনি। এখন সমাজের সব স্তরে নানাভাবে ভারতবিরোধী মনোভাব চাঙা হয়ে উঠেছে। এর জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করা সংগত নয়। ভারত যেভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বুনন তৈরি করেছে, তার কারণেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কিছুটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

ভারত কীভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক হাওয়া তার অনুকূলে নিতে পারে, তা এক গভীর চিন্তার বিষয়। এ বছরের ৫ আগস্টের পর আমরা লক্ষ করেছি, বিভিন্ন স্থানিক পর্যায়ে নানামুখী বিক্ষোভ ও অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে।

৫ আগস্টের পর ঢাকায় যেসব আন্দোলন বিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে-আনসার সদস্যদের আন্দোলন, গার্মেন্ট সেক্টরে মজুরি নিয়ে সহিংস বিক্ষোভ, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর করার দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকার ৭ কলেজের ছাত্রদের আন্দোলন, এক কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে অপর কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষ, ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের আন্দোলন, পরীক্ষার ফল নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং সবশেষে দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, আন্দোলনকারী ছাত্র এবং আনসাররা সচিবালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে বেশ কয়েক ঘণ্টা সচিবালয়কে অবরুদ্ধে করে রাখে। অতীতের কোনো আন্দোলনে বিক্ষোভকারীরা সচিবালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেনি অথবা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। প্রায় প্রতিদিন নানা ধরনের বিক্ষোভের ফলে ঢাকার নাগরিক জীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। ৫ আগস্টের পর ঢাকা নগরীর কোনো কোনো এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ওসমানী বিমানবন্দর কার্গো কমপ্লেক্সের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের তাগিদ

সিলেট অফিস : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহান বলেছেন, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কার্গো কমপ্লেক্সে স্থাপিত মেশিনারিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী। এটার অনেক উপাদানই ঢাকার চেয়েও উন্নতমানের। কার্গো কমপ্লেক্সের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

মঙ্গলবার সিলেট সার্কিট হাউস সম্মেলনকক্ষে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত কার্গো কমপ্লেক্স সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুন নাসের খান এবং মো. আনিসুর রহমান। এতে জেলা প্রশাসক, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিমান বাংলাদেশের কর্মকর্তাসহ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত কার্গো কমপ্লেক্স সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা অংশগ্রহণ করেন।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত এ কার্গো কমপ্লেক্স এখনই সেবা দিতে প্রস্তুত উল্লেখ করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, বিভিন্ন দেশে সিলেটের পণ্যের চাহিদা থাকার দাবিতে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হলেও ২০২২ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র দুইবার পণ্য পাঠানো হয়েছে। সিলেটের মানুষের কাছ থেকে আশা নিয়েই নিশ্চয় এটা তৈরি হয়েছিল মন্তব্য করে তিনি আরো বলেন, সিলেটবাসীর মধ্যে থেকেই জোর দাবি ছিল এটা নির্মাণে, কিন্তু এ চার বছরে যেভাবে এটা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি।

সচিব নাসরীন জাহান বলেন, সিলেটবাসীকেই এটা কার্যকর করতে হবে। তবেই সিলেটে উৎপাদিত কৃষি ও কুটিরশিল্পসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে। সরকার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সব রকম সাহায্য করতে সবসময়ই প্রস্তুত আছে। অতিরিক্ত আশাবাদী না হয়ে বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে যদি আবারো প্যাকেজিং ওয়্যারহাউস করা হয় সেটা যাতে পড়ে না থাকে, এজন্য একটা পরিপূর্ণ কার্গো সার্ভিস চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানির প্রতিশ্রুতি পেলে সরকার সব রকম ব্যবস্থা করবে।

এ সভার সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি উপস্থিত অংশীজনদের আশ্বস্ত করেন।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে উত্তাল হবিগঞ্জ

সিলেট অফিস : ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন হবিগঞ্জের মুসল্লিরা। শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে চৌধুরী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

এসময় বিভিন্ন মসজিদ থেকে খন্ড খন্ড মিছিল যোগ দিয়ে কোর্ট মসজিদেও সামনে সমাবেশ করেন।

সমাবেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সমন্বয় পরিষদ হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব রইছ মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাজী মাওলানা এম এ জলিল এর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সহ-সভাপতি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, মাওলানা গোলাম মোস্তফা নবীনগরী, মাওলানা আব্দুল মজিদ ফিরোজপুরী, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা চট্টগ্রামে নির্মমভাবে আইনজীবি সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যার ঘটনায় নিন্দা এবং অবিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি আলিফ হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবী জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব রইছ মিয়া বলেন- যতদিন বাংলাদেশ থেকে ইসকন নিষিদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত হবিগঞ্জে সুন্নি মুসলিম জনতার আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এরপর দুপুর আড়াইটার দিকে নুরুল হেরা জামে মসজিদ থেকে মিছিল নিয়ে বের হন আরো বেশ কিছু মুসল্লি। তারা পুরো শহর প্রদক্ষিণ শেষে খোয়াই মুখ এলাকায় সমাবেশ করেন। সমাবেশে বক্তারা চট্টগ্রাম আদালতে আইনজীবী হত্যার সুষ্ঠ বিচার ও ইসকনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধের দাবি জানান।

এদিকে, হবিগঞ্জ শহরে জুম্মার নামাজের আগে থেকেই সরব ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। শহরের মোড়ে মোড়ে অবস্থান নেয় পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

বড়লেখায় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ২ জন গ্রেপ্তার

বড়লেখা সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের বড়লেখা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক আওয়ামী লীগ নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পৃথক এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বড়লেখার রেস্টুরেন্ট গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার ষাটহাল গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে বড়লেখা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুল মালিক জুনু এবং সৎপুর গ্রামের সিরাজ উদ্দিনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আব্দুল মালিক জুনু পৌর যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম তাফাদারের করা মামলার সন্দিগ্ধ আসামি। অন্যদিকে দেলোয়ার হোসেন সিআর (নং-২৯/২২) মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী।

বড়লেখা থানার ওসি মো. আবদুল কাইয়ুম আওয়ামী লীগ নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে বুধবার দুপুরে বলেন, আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেয়ে শিশুর অকাল বয়ঃসন্ধির কারণ কী? হলে করণীয়

পোস্ট ডেস্ক : শৈশব মানেই রঙিন কিছু স্মৃতি। আবছা এ স্মৃতিগুলোই সারা জীবন মনের পাতায় পাতায় আঁচড় কাটে। কৈশোরের এ সময়ে মেয়েদের যেমন মানসিক পরিবর্তন আসে তেমনি আসে শারীরিক পরিবর্তন। নিজের কথা কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মনের কথাগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পরিবারকে এ সময়ে বন্ধুরূপে পাওয়া জরুরি। এতে করে জেনে নিতে পারবে তার না জানা অনেক প্রশ্নের উত্তর।

বয়ঃসন্ধি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি শিশুর শরীরে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরের লক্ষণ দেখা দেয়। সে প্রজননে সক্ষমতা লাভ করে। শিশু স্বাভাবিক নিয়মে বড় না হয়ে সময়ের আগে পূর্ণতা পেলে তার নাম প্রিকোসিয়াস পিউবার্টি অথবা অকাল বয়ঃসন্ধি। এটি এক ধরনের শারীরিক সমস্যা। বয়ঃসন্ধি শুরু হয় মস্তিষ্ক থেকে গোনাডে (ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু, মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়) সংকেত যাওয়ার মাধ্যমে। এই সংকেত এস্ট্রাডিওল গেলে হরমোন উৎপাদন শুরু হয়। এই হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

সাধারণত মেয়েশিশুর ক্ষেত্রে ৯ বছর বয়সে আর ছেলেশিশুর ১১ বছর বয়সে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। মেয়েশিশুর বেলায় ৮ বছরের আগে আর ছেলেশিশুর ৯ বছরের আগে বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলো দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রিকোসিয়াস পিউবার্টি বেশি দেখা যায়।

এ রকম একটি প্রতিবেদন ওঠে এসেছে বিবিসিতে। ছয় বছর বয়সী একটি কন্যা শিশুর মা অর্চনা (ছদ্মনাম)। তার মেয়ের শরীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন যা অস্বাভাবিক মনে হয় তার এবং এতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি।

তিনি বলেন, 'আমি এত অল্প বয়সে এটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম। সে ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করতে শুরু করে। এই পরিবর্তনগুলো আমাকে উদ্বিগ্ন করছিল।'

অর্চনা পশ্চিম ভারতের সাতারা জেলার একটি গ্রামে পরিবারের সঙ্গে থাকেন তিনি। স্বামী এবং দুই সন্তান- একটি ছেলে আর একটি বড় মেয়ে নিয়ে স্থানীয় খামারে নির্মিত একটি ছোট বাড়িতে থাকেন তিনি।

তার ছোট্ট মেয়েটিকে যখন বয়সের চেয়ে বড় দেখাতে শুরু করে, তখন তিনি তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

'এটা মেনে নেওয়া কঠিন ছিল'

এদিকে, দিল্লিতে বসবাসকারী রাশিও তার মেয়ের শরীরে পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলেন, তবে সেগুলিকে অবশ্য স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল তার।

তার ছয় বছর বয়সী মেয়ের ওজন ৪০ কেজি হয়ে যায় এবং তিনি মেয়েকে একটি 'স্বাস্থ্যবান শিশু' বলেই মনে করেছিলেন।

কিন্তু একদিন রাশির মেয়ে হঠাৎ রক্তক্ষরণের অভিযোগ করে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানা গেল তার মেয়ের মাসিক শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। আমার মেয়ে

বুঝতে পারছিল না তার সাথে কী হচ্ছে।'

সেই একই সময়ে স্থানীয় এক চিকিৎসক অর্চনাকে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলেন।

পুনের মাদারহুড হাসপাতালের চিকিৎসক সুশীল গারুড় বলেন, 'অর্চনা যখন তার মেয়েকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, পরীক্ষা করে আমরা তার বয়ঃসন্ধির সমস্ত লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। তার শরীরের গঠন ছিল ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর মত এবং যার পিরিয়ড যেকোনো সময় শুরু হতে পারে।'

ডা. গারুড় জানান, মেয়েটির মধ্যে হরমোনের মাত্রা তার বয়সের তুলনায় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, যার অনেক কারণ থাকতে পারে।

তিনি বলেন, অর্চনা আমাকে বলেছিলেন যে তার বাড়িতে দু'টি ৫ কেজি কীটনাশকের ক্যানিস্টার রাখা আছে এবং তার মেয়ে সেগুলোর চারপাশে খেলতে থাকে। তাই এটি তার হরমোন পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ হতে পারে।'

শিশুদের মধ্যে এমন অকাল পরিবর্তনকে বলা হয় অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি বা প্রারম্ভিক বয়োঃসন্ধি, তিনি যোগ করেন।

বয়ঃসন্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি ছেলে অথবা মেয়ের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে, তাদের যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে এবং তারা প্রজননে সক্ষম হয়।

এ সময় বেশিরভাগ ছেলেদের দাড়ি ও নিম্নকেশ দেখা দেয় এবং তাদের কণ্ঠস্বর গভীর হতে শুরু করে। অন্যদিকে, মেয়েদের নিম্নকেশ, স্তনের আকার পরিবর্তন এবং তাদের মাসিক শুরু হয়। মেয়েদের ৮ থেকে ১৩ এবং ছেলেদের ৯ ও ১৪ বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও সময়ে বয়ঃসন্ধি শুরু হওয়া স্বাভাবিক।

ডা. বৈশাখী রুস্তেগী একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং হরমোন-সম্পর্কিত অসুস্থতা বিশেষজ্ঞ। গত কয়েক বছরে মেয়েদের মধ্যে এক ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, আমরা দেখতাম যে মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ দেখা যাওয়ার ১৮ মাস থেকে তিন বছর পর তাদের পিরিয়ড শুরু হতো। কিন্তু এখন শারীরিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই তাদের পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। ছেলেদের এখন বয়ঃসন্ধি শুরুর এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে দাড়ি ও গোঁফ বাড়তে শুরু করেছে, যেখানে আগে চার বছর সময় লাগত।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক সুচিত্রা সার্ভি তার গবেষণায় দেখেছেন যে প্রাথমিক বয়ঃসন্ধির ঘটনা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ (এনআইআরআরসিএইচ) পরিচালিত দুই হাজার মেয়ের উপর চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মায়েরা প্রায়ই মেয়েদের বয়ঃসন্ধির লক্ষণ বুঝতে ব্যর্থ হন।

সংস্থাটি নয় বছরের কম বয়সী মেয়েদের অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির কারণ ও ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করছে।

মুম্বাইয়ের বাই জেরবাই ওয়াদিয়া হাসপাতাল ও আইসিএমআর ২০২০ সালে, ছয় থেকে নয় বছর বয়সী মেয়েদের জন্য একটি অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি শিবির স্থাপনে সহযোগিতা করেছিল।

হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুধা রাও বলেন, 'ছয় থেকে নয় বছরের মধ্যে বয়সী ৬০টি মেয়ে এমন বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে এদের কারও কারও যে কোনও সময় মাসিক শুরু হয়ে যেতে পারে।'

অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির কারণ কী?

চিকিৎসকরা বলেছেন, অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির পেছনে কোনো একক কারণকে দায়ী করা যায় না, বরং এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, এটি নিয়ে গবেষণা চলছে।

তারা বিশ্বাস করেন যে কীটনাশক, খাদ্যে ব্যবহৃত প্রিজারভেটিভ বা খাদ্য সংরক্ষণকারী রাসায়নিক, দূষণ ও স্থূলতা সম্ভাব্য কারণগুলির অন্যতম।

চিকিৎসক প্রশান্ত পাতিল, যিনি মুম্বাইতে মেয়েদের মধ্যে এই সমস্যাটির বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার মতে, স্থূলতা অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির সবচেয়ে বড় কারণগুলির একটি এবং কোভিড -১৯ মহামারি চলাকালীন শিশুদের মধ্যে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণে এই সমস্যাটিও বেড়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৩৯ কোটিরও বেশি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের (পাঁচ থেকে ১৯ বছর বয়সী) ওজন বেশি ছিল, যাদের মধ্যে ১৬ কোটিরই অতিরিক্ত স্থূলতার সমস্যা ছিল।

স্থূলতা একটি দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগ যা অত্যধিক চর্বি জমা হওয়াকে বোঝায়, এটি স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।

এটি বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) দেখে পরিমাপ করা হয়, যাতে শিশু বা কিশোরের জন্মের সময় লিঙ্গ, বয়স, ওজন ও উচ্চতা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মোবাইল ফোন, টিভি বা অন্যান্য স্ক্রিনের অত্যধিক ব্যবহার এবং ব্যায়ামের অভাবকেও অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ মনে করা হয়।

ডা. বৈশাখী বলেন, গত দুই বা তিন বছর ধরে, তার বহির্বিভাগে প্রতিদিন মেয়েদের পাঁচ থেকে ছয়টি মাসিকের ঘটনা ঘটেছে।

তিনি বলেন, 'আমি এমন ঘটনাও পেয়েছি যেখানে মায়েরা বলেছেন যে তারা এপ্রিলে মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এবং এরপর জুন-জুলাই মাসে মাসিক শুরু হয়ে গেছে। এখন ছেলেদের ক্ষেত্রেও অকালপক্ক বয়ঃসন্ধি দেখা যাচ্ছে।'

ডা. বৈশাখীর মতে, স্ক্রিন টাইম পরোক্ষভাবে অকালপক্ক বয়ঃসন্ধিকে প্রভাবিত করে।

অর্চনা ও রাশি, উভয়ের কন্যা শিশুই পিরিয়ড অন্তত ১০ বা ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বিলম্বিত করার জন্য চিকিৎসাধীন রয়েছে।

চিকিৎসকরা বলছেন, তাদের যে বর্তমান বয়স, সেটা পিরিয়ডের সময় নিজেদের যত্ন নেওয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট পরিপক্ক নয়।

উভয়ের চিকিৎসকই বলেছেন, যে সমস্ত মেয়েরা এমন অকালপক্ক বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যায়, তাদের মানসিক সমস্যা থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এই মেয়েদের আজীবনই শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত সমস্যা থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমবয়সীদের মাধ্যমে বুলিং-এর শিকার হয় তারা, অর্থাৎ অস্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তনের জন্য সমবয়সীরা নানাভাবে উত্যক্ত করে থাকে এই মেয়েদেরকে।

রসুন খাওয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

পোস্ট ডেস্ক : রসুন আমাদের দৈনন্দিন খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি ১২ মাসই রান্নাঘরে পাওয়া যায়। কেননা তরকারির স্বাদ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় রসুন। এ ছাড়া রসুনের বেশ কিছু ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য উপকার করে। সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

রসুনে আছে থিয়ামিন (ভিটামিন বি১), রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন বি২), নায়াসিন (ভিটামিন বি৩), প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (ভিটামিন বি৫), ভিটামিন বি৬, ফোলেট (ভিটামিন বি৯) ও সেলেনিয়াম। সেলেনিয়াম ক্যানসার প্রতিরোধে দারুণ কার্যকরী।

এ ছাড়া রসুনের মধ্যে রয়েছে এলিসিন নামক এক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ক্যানসারসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এই এলিসিন নামে যে কম্পাউন্ড রসুনে পাওয়া যায়, তার কারণে রসুনকে সুপারফুডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শীত এলেই অনেকেই রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেন। রসুনের পেস্ট বানিয়ে থালায় যোগ করা ছাড়াও কেউ কেউ সকালে কাঁচা খেতেও পছন্দ করেন। যদিও এটি বেশিরভাগ মানুষের জন্য ভালো, কিন্তু কিছু মানুষের জন্য রসুন খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

চলুন জেনে নিই এই সুপারফুডটি কাদের এড়িয়ে চলা উচিতড়

১. যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তাদের রসুন খেলে বুকজ্বালা হতে পারে। সুতরাং তাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত। এটি আরও খারাপ হয় যখন অ্যাসিডিক সমস্যায়ুক্ত মানুষটি রসুন খালি পেটে খায়।

২. দুর্বল বা সংবেদনশীল পেটের লোকেরাও এ তালিকার অংশ। কারণ রসুন খাওয়ার পর পেট খারাপ হতে পারে। তাই আপনি যদি বারবার ওয়াশরুমে ছুটে যেতে না চান, তবে রসুন থেকে দূরে থাকাই ভালো।

৩. অনেকেরই শ্বাসকষ্ট ও শরীরে দুর্গন্ধের সমস্যা রয়েছে, তাদের রসুনের শ্বাস এড়াতে এটি না খাওয়াই ভালো।

৪. অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট সাধারণত রক্ত পাতলাকারী হিসেবে পরিচিত। বেশিরভাগই হৃদরোগ বা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন। তাদের খুব বেশি রসুন খাওয়া উচিত নয়। কারণ এটি রক্ত পাতলা করার প্রভাবকে যুক্ত করতে পারে।

ঋতুস্রাব চলাকালে পেটের যন্ত্রণা, সমাধান টমেটোয়

পোস্ট ডেস্ক : ঋতুস্রাব চলাকালে কারও অতিরিক্ত রক্তপাত, কারও আবার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। সঙ্গে দুর্বলতাও থাকে। তবে পেটে যন্ত্রণার সমস্যায় কমবেশি সবাইকে ভুগতে হয়। রক্তাল্পতা আর হরমোনের হেরফের কিংবা খনিজের অভাবে এই কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, ঋতুস্রাব চলাকালে টমেটো খেলে কষ্টের তীব্রতা খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

টমেটোর মধ্যে এমন কী কী উপাদান রয়েছে জেনে নিনড়

১. 'লাইকোপেন' নামক একটি উপাদান রয়েছে টমেটোয়। এই সবজিতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানের পরিমাণও বেশি। তাই প্রদাহজনিত ব্যথা-বেদনা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ ছাড়া 'বিজেওজি: অ্যান ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছেড় ঋতুচক্র চলাকালে শরীরে ভিটামিন ই-এর জোগান বেশি থাকলে এতটা কষ্ট হয়

না। টমেটোয় এই ভিটামিনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি।

২. টমেটোয় ভিটামিন সির পরিমাণ বেশি, যা অন্ত্র থেকে সহজে আয়রন শোষণ করতে পারে। রক্তাল্পতার সমস্যা খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাতে ঋতুকালীন ব্যথা-যন্ত্রণাও কমে। এ ছাড়া টমেটোয় ফাইবারের পরিমাণও বেশি। ঋতুচক্র চলাকালীন পুষ্টিবিদরাও বেশি করে ফাইবার খেতে বলেন।

৩. এ সবজিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি। এই খনিজটি পেশির কাজকর্ম সঠিকভাবে চালনা করতে সাহায্য করে। জরায়ুর পেশি সঙ্কোচন-প্রসারণজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পটাশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার 'ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাগ্রিকালচার' বলছে, ১০০ গ্রাম টমেটো থেকে প্রায় ২৮৭ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যায়। তাই ঋতুচক্র চলাকালীন টমেটো খাওয়া ভালো।

দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যুতে সরব

স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কথা। বিশেষ করে সেটা যখন হিন্দু সম্প্রদায়কে আঘাত করছে।' ছায়া পররাষ্ট্র সচিব ও কনজারভেটিভ এমপি প্রীতি প্যাটেল উল্লেখ করেছেন, 'সহিংসতার বৃদ্ধির মাত্রা গভীর থেকে গভীরতর উদ্বেগজনক।'

তার দলের সহকর্মী এবং অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) চেয়ারম্যান বব ব্ল্যাকম্যান উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, 'হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করায় তারা কষ্ট পাচ্ছ। সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতিত করা হচ্ছে।'

ব্রিটিশ শিখ লেবার এমপি গুরিন্দর সিং জোসানসহ আরও বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবে ১৩৪ কোটি

কবির হোসেন তাপস এবং তাদের মালিকানাধীন এমএস প্রমোশনের হিসাবে এই অর্থ পেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ ছাড়া গুলশান-তেজগাঁও লিংক রোড এলাকায় শান্তিনিকেতনে ১৬৫, রোজগ্রীণে তাদের একটি ডুপ্লেক্স বাড়ির সন্ধান মিলেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, বেসরকারি ওয়ান ব্যাংকের কারওয়ানবাজার শাখায় মুন্নী সাহার স্বামী কবির হোসেনের মালিকানাধীন এমএস প্রমোশনের নামে ২০১৭ সালের ২ মে একটি হিসাব খোলা হয়। যেখানে নমিনি হিসেবে নাম রয়েছে মুন্নী সাহার।

অন্যদিকে, ব্যাংকটির চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখায় জনৈক মাহফুজুল হকের মালিকানায় প্রাইম ট্রেডার্সের নামে ২০০৪ সালের ২১ জুলাই একটি হিসাব খোলা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকটি থেকে ৫১ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঋণ নেওয়া হয়। ঋণ পরিশোধ না করে বারবার সুদ মওকুফ ও নবায়ন করেছে ব্যাংকটি। এর মধ্যে কেবল ২০১৭ সালেই সুদ মওকুফ করা হয় ২৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকার।

যদিও প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে পারস্পারিক ব্যবসায়ীক কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বিভিন্ন তারিখে হিসাব দু'টির মধ্যে বিপুল অংকের অর্থ লেনদেন হয়েছে।

২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে ওই দিন আলাদা তিনটি চেকের মাধ্যমে এমএস প্রমোশনের হিসাব থেকে প্রাইম ট্রেডার্সের হিসাবে ৫৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা স্থানান্তর করা হয়, যা সন্দেহজনক। এই অর্থ পাচার হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়ান ব্যাংকের খাতুনগঞ্জ শাখায় প্রাইম ট্রেডার্সের নামে চলতি হিসাব খোলা হয় ২০০৪ সালের ২১ জুলাই। নথি অনুসারে, প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করে। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ৩ আগস্ট স্থানীয় বাজার থেকে সাড়ে ১১ হাজার টন মটর কেনার জন্য ৯০ দিন মেয়াদি ২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুর করে ব্যাংক। তবে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় দুইবার মেয়াদ বাড়ানো হয়। এরপরও ঋণ শোধ না করায় ২০১১ সালের জানুয়ারিতে সুদ মওকুফসহ পুনর্গঠন করা হয়। এরপর ২০১২ সালের জুনে দ্বিতীয়বার এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয়বার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়।

জাতীয় ঐক্যের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

সারাদেশ জুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা পালিত হয়েছে। কোথাও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হয়নি। সেটাও অনেকের পছন্দ হয়নি। দেশকে নতুন করে অস্থির করার চেষ্টা চলছে। এখন যে চেষ্টা চলছে সেখানে বিশেষভাবে আমরা আপনাদের চাচ্ছি।

তিনি বলেন, যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা আগের বাংলাদেশের কাহিনী রচনা করে যাচ্ছে। সারাক্ষণ নানা রূপে তারা এটা করে যাচ্ছে। এটা যে শুধু এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে তাও নয়, বড় দেশের মধ্যেও এটি ছড়িয়ে গেছে। আমাদের এই অভ্যুত্থানটা তাদের পছন্দ হয়নি। তারা এটাকে নতুন ভঙ্গিতে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে চায়। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। এখন সেগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করা বা বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের সবাইকে একজোট হতে হবে। এটা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের বিষয় না। জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের বিষয়।

বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করলাম, তারা এটাকে মুছে দিয়ে আগেরটায় ফিরে যেতে চায়। মুখে বলছে না যে আগেরটা, কিন্তু ভঙ্গি হলো আগেরটা ভালো ছিল। তাদের শক্তি এত বেশি যে তারা মানুষকে এর ভেতরে ভেড়াতে পারছে। তাদের কল্পকাহিনীর কারণে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করছে যে এটা কী ধরনের সরকার হলো।

বর্হিবিশ্বের মিডিয়া নিয়ে ড. ইউনূস বলেন, আমরা বার-বার তাদের বলছি যে, আপনারা আসেন এখানে, দেখেন, এখানে কোনো বাঁধা নেই। কিন্তু না, তারা ওখান থেকেই কল্পকাহিনী বানিয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের সারা দুনিয়াকে বলতে হবে যে, আমরা এক, আমরা যেটা পেয়েছি সেটা একজোট হয়ে পেয়েছি, কোনো মতবাদের কারণে পাইনি, ধাক্কাধাক্কি করে পাইনি, যারা আমাদের ওপর চেপে ছিল, তাদের উপড়ে ফেলেছি। এটাই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, সবাই মিলে যেন এটা করতে পারি। আমাদের নতুন বাংলাদেশের যাত্রাপথে এটা মস্ত বড় একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্তিত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংলাপে অংশ নেওয়া বিএনপির প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন আমির শফিকুর রহমান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নায়েবে আমির মজিবুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পারওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম। এছাড়া নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ), ন্যাশনাল পিপলস পার্টি(এনপিপি), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (এনডিএম), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণঅধিকার পরিষদ(জিওপি) নেতারাও সংলাপে অংশ নেন।

রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদকে

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আয়োজনে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির পিপলস প্যালেস হলে অনুষ্ঠিত "অ্যান ইন্সপায়ারিং ইভিনিং উইথ ড. হাসান শহীদ" শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান এ ব্যাপারে বাংলা মিডিয়ার সামনে বিস্তারিত তুলে ধরা হয় ।

প্রেস ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের-এর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. হাসান শহীদ । শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বার এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির অনারারি ফেলো মুকিম আহমদ, প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমান।

এছাড়া বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকরা সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদ ইতিমধ্যে অনন্য মেধার স্বীকৃতি পেয়েছেন । এবার নেতৃত্ব দিলেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মাল্টিরোটর সোলার ড্রোন উদ্ভাবনে ।এর আগে কুইন মেরিতে বিশ্বের প্রথম সোলারকপ্টার উদ্ভাবন ও তাঁর নেতৃত্বে হয়েছে।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মাল্টিরোটর সোলার ড্রোন: 'মাইক্রো সোলারকপ্টার' নামে পরিচিত এই সিস্টেমটি একটি রিচার্জেবল রেডিও-নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র মাল্টিরোটর ড্রোন যা গড়ে ৩.৫ মিনিট পর্যন্ত উড়তে পারে । সূর্য্যের আলোতে ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে এটি চার্জ হতে সময় নেয় ৬৮ মিনিট এবং সূর্য্যের আলো ছাড়া ৩৮ দিন পর্যন্ত হাইবারনেশনে থাকতে পারে। সূর্য্যের আলোর উপস্থিতিতে সিস্টেমটি নিজে নিজেই রিচার্জ হতে পারে বিধায় কোনো কাজে ব্যবহৃত হওয়া বা অপারেশনের সময় এটিকে মাঠেই রাখা যায়।

একটি মাইক্রো এরিয়াল ভেহিকল (এমএভি) হিসাবে, বড় কোনো সিস্টেমের তুলনায় এটির অনেক সুবিধা রয়েছে, যেমন কম উচ্চতায় উড়ার ক্ষমতা এবং কম খরচ। একটি ক্ষুদ্র সোলার প্যানেল ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা । মাল্টিরোটর ব্যবস্থাপনার কারণে সিস্টেমটির স্বয়ংক্রিয়তা বা ওটোনমি বেশি। আকাশের নিচুস্তরে উড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের জন্য এটি ফিক্সড-উইং সিস্টেমের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী।

এই মাইক্রো সোলার কপ্টারটির উদ্ভাবনের কাজ, কুইন মেরিতে প্রথম সোলার-হাইব্রিড মাল্টিরোটর ভেহিকল উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট । ড. হাসান শহীদের তত্ত্বাবধানে সেটির কাজ ইরাকি বংশোদ্ভূত ছাত্র আলী আবিদালিকে দিয়ে ২০১১ সালে শুরু হয় এবং সেটিতে সোলার প্যানেল, চার্জ কন্ট্রোলার এবং ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। ২০১২ সালে সেটি উড়তে সক্ষম হয়। এরপর কুইন মেরিতে শুধুমাত্র সৌরশক্তি ব্যবহার করে সোলারকপ্টার উদ্ভাবনের কাজ শুরু হয়। সেটি ছিলো সৌরশক্তি চালিত বিশ্বের প্রথম মাল্টিরোটার এরিয়াল ভেহিকল, যেটি কোন রকম ব্যাটারির সহায়তা ছাড়া উড়তে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় যে কোয়াডরোটর ডিজাইনের সোলারকপ্টার ব্যাটারির সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র সূর্য্যের আলোতে উড়তে পারে। এর পর কুইন মেরি এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সৌরশক্তি চালিত আরো বেশ কয়েকটি মাল্টিরোটার ভেহিকলের উদ্ভাবন হয়েছে। দিনে দিনে ড্রোন প্রয়োগের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে আকাশে নিরাপদে বেশি সময় ধরে উড়তে সক্ষম মাল্টিরোটর ড্রোনের চাহিদা। বেশি সময় ধরে উড়তে পারা ড্রোন এবং অনেকগুলো ড্রোন একসাথে কাজ করতে পারা বা ড্রোন সোয়ার্মের উন্নয়নের সাথে মাল্টিরোটর সোলার ড্রোন মনিটরিং, ইন্সপেকশন, ফটোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট অনেক ধরনের প্রয়োগের উপযোগী হবে। এ ধরনের কয়েকটি কাজরে উদাহরণ হলো, নির্মাণ কাজ মনিটরিং, বনে-জঙ্গলে জীবজন্তুর চলাফেরা এবং বিপদ-আপদের ঝুঁকি মনিটরিং, আবহাওয়া মনিটরিং, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বন্যা এবং ভূমিকম্প কবলিত স্থানে ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রান কাজ মনিটরিং ইত্যাদি। এমনকি এ ধরনের মাল্টিরোটর সোলার ড্রোনকে স্যাটেলাইট হিসেবেও ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্ভাবিত মাল্টিরোটর মাইক্রো সোলারকপ্টারের মতো সিস্টেম মাল্টিরোটর সিস্টেমের প্রয়োগের পরিধি নিঃসন্দেহে আরো বাড়াবে। মাইক্রো সোলাকপ্টারে সংযুক্ত আছে একটি ফার্স্ট পারসন ভিউ ক্যামেরা যা এটিকে অনেক ধরনের প্রয়োগের জন্য উপযোগী করবে যেমন অবিরাম পরিবেশ মনিটরিং, কোন বিশেষ স্থানের ভিডিও ইন্সপেকশন এবং মঙ্গল গ্রহের মতো স্থানে পরিবেশ মনিটরিং যেখানে চার্য করার কোন স্টেশন নেই। ক্ষুদ্র আকারের হওয়ার কারণে এ মাইক্রো সোলারকপ্টার সোয়ার্ম বিন্যাসের বা অনেকগুলো একসাথে মিলে কাজ করার জন্য বিশেষ উপযোগী হবে। এভাবে এরা অনেক বড় এলাকা একসাথে মনিটরিং এবং ভিন্ন ভিন্ন কাজ একসাথে করতে পারবে।

ড. হাসান শহীদ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিত: ড. হাসান শহীদ কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাটিয়ারিয়াল সায়েন্স এর শিক্ষক (রিডার) এবং গবেষক। তার গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা একশ' এর উপরে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৫ জন ছাত্র তার অধীনে পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকসহ ৫ জন ছাত্র তার অধীনে পিএইচডি গবেষণা করছে। সোলার ড্রোন ছাড়া তিনি মানুষের পরিপাকতন্ত্র ইন্সপেকশন এবং রোগ শনাক্ত করনের উপযোগী ক্যাপসুল রোবট, অনুভূতি সম্পন্ন কৃত্রিম হাত (প্রসথেটিকস), বয়স্ক এবং ডিস্যাবল লোকদের সহায়তা করতে পারে এমনসব রোবট নিয়ে গবেষণা করছেন।

গবেষণার পাশাপাশি বিশ্বাবিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য এর আগে ড. হাসান শহীদ ইউকের সবচেয়ে সম্মনাজনক শিক্ষা পুরস্কার 'ন্যাশনাল টিচিং ফেলোশিপ (এনটিএফ)' অর্জন করেছেন। ব্রিটেন এবং সারাবিশ্বে সুপরিচিত এ পুরস্কার ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোর ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক অবদানের জন্য ইউকে হায়ার এডুকেশন আক্যাডেমি ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশী আক্যাডেমিক হিসেবে ড. হাসান শহীদ প্রথম এ পুরস্কার পেয়েছেন।

এ পুরস্কারের জন্য ইউকের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট স্টাফদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ তিনজনকে নির্বাচন করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচিত শিক্ষকদের মধ্য থেকে বাছাই করে হায়ার এডুকেশন আক্যাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। যে কারণে ড. শহীদকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে- ছাত্র-ছাত্রী কেন্দ্রিক শিক্ষা বা স্টুডেন্ট সেন্টর্ড লার্নিং, গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষা বা রিসার্চ-লেড টিচিং এবং অনেকগুলো পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রজেক্টের সুপারভিশনে বিশেষ অবদান। উচ্চতর শিক্ষায় উৎকর্ষতায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য ড. হাসান শহীদ এর আগে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির ড্রেপার্স প্রাইজ এবং ড্রেপার্স টিচিং ফেলোসীপে সম্মানিত হয়েছেন।

ড. হাসান শহীদ বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার হানুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে ততকালীন যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তয় স্থান নিয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান নিয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে রোবটিক্সে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে যোগ দেন।

তাজমহল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সাইদ আরিব আহমদ। তিনি জানান, হুমকি পাওয়ার পর সেখানে একটি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল, 'ডগ স্কোয়াড' এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয়েছিল, তবে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

উত্তর প্রদেশ পর্যটনের উপপরিচালক দীপ্তি ভাতসা জানান, বোমা হামলার হুমকি পাওয়ার পরপরই ই-মেইলটি তাৎক্ষণিকভাবে আগ্রা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফরোয়ার্ড করে দেওয়া হয়েছে। তবে কারা এই হুমকি দিয়েছে তা জানায়নি পুলিশ।

বেশ কয়েক দিন ধরেই ভারতের স্কুল, ট্রেন, হোটেল ও ফ্লাইটে বোমা হামলার হুমকির ঘটনা বেড়েছে। তবে এসব হুমকির বেশির ভাগই ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে খাটো করবেন না

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সব কার্য্যকলাপ করছে তা বন্ধ করবে। আমাদের খুব কষ্ট হয় ভারত আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশকে খাটো করার চেষ্টা করছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতকে এসব বন্ধ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছে. . প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসময় তিনি বলেন, 'চিন্তা করাও যায় না কীভাবে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। প্রতিবছর তারা ১৬ বিলিয়ন ডলার করে পাচার করেছে।'

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'কোনও হঠকারিতা নয় বিশৃঙ্খলা নয়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের সামনের দিকে পা ফেলতে হবে।'

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের পরিচালনায় সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে কয়েকশ নেতাকর্মী অংশ নেন।

লেখা আহ্বান

সিলেট লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি নাজমুল ইসলাম মকবুল স্মরণে একটি স্মৃতি স্মারক শীঘ্রই বের হচ্ছে।

সিলেট লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রতিশ্রুতিশীল কবি, গীতিকার, লেখক ও সাংবাদিক **নাজমুল ইসলাম মকবুল** স্মরণে একটি স্মৃতি স্মারক শীঘ্রই বের হচ্ছে। সদ্য প্রয়াত মরহুম কবিকে নিয়ে আপনার স্মৃতি বা অনুভূতি নিয়ে যে কোন লেখা দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

ইমেইল- monthly.avijatrik@gmail.com

ওয়াটসঅ্যাপ- 01711 950686, +44 7506 826137 (যুক্তরাজ্য)

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় যে কারণে খালাস পেলেন তারেকসহ সব আসামি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সম্পূরক অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে বিচারিক আদালতের বিচার অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ডেথ রেফারেন্স নাকচ এবং আসামিদের আপিল মঞ্জুর করে এই রায় দেওয়া হয়। ফলে এই মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ দণ্ডিত ৪৯ আসামির সবাই খালাস পেলেন। বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রোববার এই রায় দেন।

খালাসপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৯ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, ১৯ জন যাবজ্জীবন এবং ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ছিল। এর আগে চার দিন হাইকোর্টের একই বেঞ্চে আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর শুনানি হয়। ২১ নভেম্বর শুনানি গ্রহণ শেষ করেন। সেদিন আদালত মামলা দুটি রায়ের জন্য রোববার অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, মুফতি আব্দুল হান্নানের জবানবন্দির ভিত্তিতে যে সম্পূরক অভিযোগপত্রে এ মামলার বিচার শুরু হয়েছিল, সেই অভিযোগপত্রই ছিল অবৈধ। এছাড়া কোনো সাক্ষী কোনো আসামিকে গ্রেনেড ছুড়তে দেখেননি, তাই শুধু স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে সাজা দেওয়া যায় না বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন হাইকোর্ট। আদালতে লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সালাম পিন্টুসহ বেশ কয়েকজন আসামির পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এসএম শাহজাহান। রায়ের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তারা হাইকোর্টের এই বেঞ্চের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই রায়কে তারা সাধুবাদ জানান। তারা ন্যায়বিচার পেয়েছেন। সাক্ষ্য ও আইন কোনোদিক দিয়েই এই মামলা প্রমাণিত হয়নি। এসএম শাহজাহান বলেন, লুৎফুজ্জামান বাবর এখনই কারাগার থেকে বের হতে পারছেন না। কারণ দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় তিনি আসামি রয়েছেন। মামলাটি হাইকোর্টে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। রায়ের পর তিন আসামির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, বিচারিক আদালতের রায়ে ৪৯ জনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সবার আপিল মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট। রুল যথাযথ ঘোষণা করেছেন। সবাইকে মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন তা পুরোটা দেখে তারপর আপিল করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমি মনে করি, আপিল করা উচিত।

পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট আরও বলেন, অন্য মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এ মামলার আসামি মুফতি আবদুল হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ও ২৫ জন পরোক্ষ সাক্ষীর জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে বিচারিক আদালত এ রায় দিয়েছেন। এই ২৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দির একটি আরেকটিকে সমর্থন করেনি। কোনো চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল না। মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির কোনো প্রমাণযোগ্য বা আইনগত মূল্য নেই, কারণ জীবদ্দশায় তিনি তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে গেছেন। এ স্বীকারোক্তি জোর করে নেওয়া হয়েছিল দাবি করা হয়েছে। তা ছাড়া মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তিটি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যথাযথ পরীক্ষা এবং গ্রহণ করা হয়নি।

আইনজীবী এসএম শাহজাহান রায়ের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বলেন, হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখ করেছেন কোনো স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে অন্য আসামিকে সাজা দেওয়া যায় না। আর দ্বিতীয় অভিযোগপত্র ছিল অতি মাত্রায় বেআইনি। দ্বিতীয় অভিযোগপত্রটি আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা হয়নি। তাছাড়া প্রথম অভিযোগপত্রটিও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ওই অভিযোগপত্রটিও মুফতি হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। যা তিনি পরে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া ২৫ জন সাক্ষীর কেউই বলেননি আমি গ্রেনেড ছুড়েছি বা ছুড়তে দেখেছি। ফলে প্রকৃত খুনি কে সেটির প্রমাণ নেই। ফলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। আসামিপক্ষের আরেক আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, হাইকোর্ট তার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন, এ মামলায় সাক্ষীদের পরস্পর কেউ দেখেছেন বা কেউ স্বচক্ষে দেখেছেন-এ ধরনের কোনো এভিডেন্স নেই। যাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে তা টর্চার করে নেওয়া হয়েছে।

ঘটনা, তদন্ত ও বিচার : ২০ বছর আগে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটে। এতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ ২৪ জন নিহত হন। আহত হন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ কয়েকশ নেতাকর্মী। ভয়ংকর সেই গ্রেনেড হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনার তদন্তকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ-সংক্রান্ত মামলা দুটির (হত্যা ও বিস্ফোরক) নতুন করে তদন্ত শুরু হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় (হত্যা ও বিস্ফোরক মামলা) ১৪ বছর পর ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ রায় দেন। রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এছাড়া ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। খালাস হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে ৩১ জন কারাগারে রয়েছেন।

উচ্চ আদালতে ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানি : রায়ের পর ২০১৮ সালে বিচারিক আদালতের রায়সহ মামলা দুটির নথিপত্র হাইকোর্টে আসে। এটি সংশ্লিষ্ট শাখায় ডেথ রেফারেন্স মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়। আইনজীবীরা বলেন, কোনো শুনানি হয়। ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তার ক্ষমতাচ্যুতির পর বিচার বিভাগেও পরিবর্তন আসে।

প্রধান বিচারপতির পদ থেকে ওবায়দুল হাসানের পদত্যাগের পর আপিল বিভাগের আরও পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করেন। নতুন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত ১১, ১২ ও ১৫ আগস্ট হাইকোর্টের ৫৪টি হাইকোর্ট বেঞ্চ পুনর্গঠন করেন। বেঞ্চ পুনর্গঠনের পর মামলাটি একেএম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চে আসে। এই বেঞ্চে মামলার ডেথ রেফারেন্স, আসামিদের আপিল ও জেল আপিলের ওপর গত ৩১ অক্টোবর শুনানি শুরু হয়। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার, রাসেল আহমেদ এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল লাবনী আক্তার। আদালতে লুৎফুজ্জামান বাবর ও আবদুস সালাম পিন্টুসহ দণ্ডিত বেশ কয়েকজনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এসএম শাহজাহান। তিনজন দণ্ডিতের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

শুনানিতে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয় : শুনানিতে তিন আসামির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, মুফতি হান্নানের দ্বিতীয় জবানবন্দির ভিত্তিতে অধিকতর যে তদন্ত হয়েছে, সেটির আইনগত ভিত্তি নেই। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাজা প্রদান করা হয়েছে। এই মামলায় আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় আসামিদের খালাসের আরজি জানান তিনি।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এসএম শাহজাহান বলেন, এই মামলার দ্বিতীয় অভিযোগপত্রে যাদের আসামি (তারেক রহমানসহ অন্যরা) করা হয়েছে, সেটি আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রথমে দেওয়া হয়নি, সরাসরি জজ আদালতে দায়ের করে। সেজন্য এই অভিযোগপত্র ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী গৃহীত হতে পারে না। উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের নজির আছে যে, যদি দেখা যায় পুরো মামলায় অভিযোগ কোনো আসামির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি ও যথাযথভাবে তদন্ত হয়নি, সেক্ষেত্রে সব আসামি খালাস পেলে যারা আপিল করেননি, ওই রায়ের সুবিধা তারাও পেতে পারেন। তারেক রহমান ও মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদসহ কয়েকজন আপিল করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে তারেক রহমান ও কায়কোবাদসহ তাদের নির্দোষ সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

অধিকতর তদন্তে তারেক রহমানসহ ৩০ জনকে আসামি করা হয় : গ্রেনেড হামলার ঘটনায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মতিঝিল থানায় হত্যা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে দুটি মামলা হয়। ২১ আগস্টের সেই গ্রেনেড হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনার তদন্তকে ভিন্ন খাতে নিতে তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নানা তৎপরতা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ-সংক্রান্ত মামলা দুটির (হত্যা ও বিস্ফোরক) নতুনভাবে তদন্ত শুরু করে। ২০০৮ সালে ২২ জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এতে বলা হয়, শেখ হাসিনাকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে ওই হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। পরে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে মামলার অধিকতর তদন্ত হয়। এরপর তারেক রহমানসহ ৩০ জনকে আসামি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। মোট আসামির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা : বিচারিক আদালত ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। তারা হলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিম, হানিফ পরিবহণের মালিক মো. হানিফ, জঙ্গিনেতা মাওলানা তাজউদ্দিন, মাওলানা শেখ আবদুস সালাম, মাওলানা শেখ ফরিদ, মাওলানা আবু সাঈদ, মুফতি মঈনউদ্দিন শেখ ওরফে আবু জান্দাল, হাফেজ আবু তাহের, মো. ইউসুফ বাট ওরফে মাজেদ বাট, আবদুল মালেক, মফিজুর রহমান ওরফে মহিবুল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ ওরফে বুলবুল, মো. জাহাঙ্গীর আলম, হোসাইন আহমেদ তামিম, রফিকুল ইসলাম ওরফে সবুজ ও মো. উজ্জ্বল ওরফে রতন। তাদের মধ্যে ১৪ জন হুজির নেতাকর্মী। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিম ও হুজির সাবেক আমির শেখ আবদুস সালাম ২০২১ সালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

যাবজ্জীবন দণ্ডিত যারা : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরী, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন, আরিফুল ইসলাম, জঙ্গিনেতা মুফতি আবদুর রউফ, হাফেজ ইয়াহিয়া, মুফতি শফিকুর রহমান, মুফতি আবদুল হাই, মাওলানা আবদুল হান্নান ওরফে সাব্বির, মুরসালিন, মুত্তাকিন, জাহাঙ্গীর বদর, আরিফ হাসান ওরফে সুমন ওরফে আবদুর রাজ্জাক, আবু বকর সিদ্দিক ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, মো. ইকবাল, রাতুল আহমেদ, মাওলানা লিটন, মো. খলিল ও শাহাদত উল্লাহ ওরফে জুয়েল। মামলার নথিপত্র অনুযায়ী তারেক রহমান ও হারিছ চৌধুরীসহ ১৬ জন পলাতক। তবে হারিছ চৌধুরী ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা গেছেন বলে গত বছরের জানুয়ারিতে তার মেয়ে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সামিরা চৌধুরী গণমাধ্যমকে জানান। তবে সরকার এখন পর্যন্ত এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেনি।

বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত যারা : বিচারিক আদালত বিভিন্ন মেয়াদে ১১ জনকে দণ্ড দেন। তারা হলেন মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমীন, লে. কর্নেল (অব.) সাইফুল ইসলাম জোয়ারদার, লে. কমান্ডার (অব.) সাইফুল ইসলাম ওরফে ডিউক, সাবেক আইজিপি আশরাফুল হুদা, শহুদুল হক ও খোদা বক্স চৌধুরী, সাবেক ডিআইজি খান সাঈদ হাসান, ডিএমপির সাবেক ডিসি (পূর্ব) ওবায়দুর রহমান খান, সিআইডির সাবেক পুলিশ সুপার রুহুল আমীন এবং সাবেক এএসপি আবদুর রশিদ ও মুন্সী আতিকুর রহমান।

অন্য মামলায় ফাঁসি কার্যকর তিনজনের : ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় মোট আসামি ছিলেন ৫২ জন। তাদের মধ্যে হুজির নেতা মুফতি হান্নান ও শরীফ শাহেদুল আলমের ফাঁসি কার্যকর হয় ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা মামলায়। আরেক আসামি জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হয় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায়। বাকি ৪৯ জনের বিরুদ্ধে বিচারিক আদালত রায় দেন। তাদের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকজনের সাজা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ভুক্তভোগীদের দৃষ্টি ছিল মূলত ডেথ রেফারেন্সের নিষ্পত্তির দিকে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আসামি পক্ষের একজন আইনজীবী বলেন, হাইকোর্টের রায় শেষ নয়। এখনো সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টিকে শেষ হয়েছে বলে বলা যাবে না। সে কারণে রাষ্ট্রপক্ষের উচিত হবে, দ্রুত আপিল করে বিষয়টির আইনি প্রক্রিয়ার সব ধাপ সম্পন্ন করা। তা না হলে ভবিষ্যতে কখনো গভীর সংকট তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশে আলু-পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের হুমকি

পোস্ট ডেস্ক : পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি নেতা ও বিধানসভার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহম্মদ ইউনূসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সম্মিলিত সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তি দাবি করেন তিনি। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে চিরতরে আলু-পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

সোমবার (২ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বনগাঁর পেট্রোপোলে এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শুভেন্দু বলেন, 'ইউনুস হুঁশিয়ার, একদিনে শুধু কলকাতায় যে আবর্জনা বের হয়, ওটা ফেলে দিয়ে এলেই না ঢাকা পড়ে যাবেন আপনি। পাঙ্গা নিতে আসবেন না।'

পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে ১৭,০০০ ভারতীয় জওয়ান আত্মবলিদান দিয়ে এই বাংলাদেশ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। ভুলে যাবেন না। কেউ যদি অতীত ভুলে যান, তার ভবিষ্যৎ ভালো হয় না। ভালো হতে পারে না ভবিষ্যৎ।'

গত প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে পণ্য চলাচল বন্ধ রয়েছে। সোমবারের জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে আজ বাণিজ্য বন্ধ থাকবে। আজ সকাল ছ'টা থেকে বাণিজ্য বন্ধ আছে। এটা ২৪ ঘণ্টা চলবে। আগামিকাল সকাল ছ'টা পর্যন্ত (এটা চলবে)।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা ট্রেলার দেখিয়ে গেলাম। অত্যাচার বন্ধ না হলে এর পরের সপ্তাহে আমরা পাঁচদিন বন্ধ করব। তারপর ২০২৫ সালে আমরা লাগাতার বন্ধ করে ওরা আলু, পেঁয়াজ কীভাবে খায়, সেটা দেখিয়ে দেব। আমাদের নাম ভারতবর্ষ।'

পেট্রাপোলের জনসভায় মমতাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, যখন শেখ হাসিনাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রতিবাদ চলছিল, সেইসময় আক্রান্তদের পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকে দায়িত্ব ঠেলছেন তিনি।

কানাডাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পোস্ট ডেস্ক : অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক পাচারের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজ সূত্র জানিয়েছে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে বৈঠকের সময় এ সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন ট্রাম্প। যদিও মনে করা হচ্ছে, দুই শীর্ষনেতার বৈঠকে মজার ছলে এ মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে রুশ বার্তা সংস্থা তাস। ট্রাম্প প্রায়শই অতিরঞ্জিত দাবি করার জন্য পরিচিত, যা অনেকসময় হাস্যকর। এটি অভিবাসন সম্পর্কে মূলত তার কঠোর মানসিকতার এবং তার বক্তব্যকে জোর দেওয়ার একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ফক্স নিউজের মতে, এই মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোসহ কানাডিয়ান প্রতিনিধিদলে হেসে উঠে।

মিটিংয়ের একজন অংশগ্রহণকারী মজা করে বলেন, যদি এটি ঘটে তবে কানাডা একটি গভীর-নীল রাজ্যে পরিণত হবে যা সম্ভবত উদারপন্থি এবং বামপন্থিদের নির্বাচন করবে।

ট্রাম্প, পরিবর্তে কানাডাকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন, যার একটি হবে উদারপন্থী এবং অন্যটি রক্ষণশীল। এছাড়াও, ট্রাম্প বলেছেন ট্রুডো এই ৫১ তম মার্কিন রাজ্যের গভর্নর হতে পারেন।

ফক্স নিউজ জানায়, কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও ট্রাম্পের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ যা এই তিনদেশের দেশগুলোর মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের জন্য আহ্বান জানায়। তবে ট্রাম্প এরইমধ্যে জানিয়েছেন, অবৈধ অভিবাসন এবং মাদক চোরাচালানের কারণে কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে সবপণ্যের উপর ২৫% শুল্ক আরোপ করবেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতে, এই হুমকি কানাডার রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের হতবাক করেছে। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার মোট রপ্তানির তিন-চতুর্থাংশ , তাই অটোয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মার্কিন বাজারে শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ইস্যুতে মমতার বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি সেখানকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার এ বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি। গত সোমবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর জন্য ভারত সরকারকে জাতিসংঘের সঙ্গে কথা বলার আর্জি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রস্তাব জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর আর্জি জানাক ভারত সরকার। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাব লিখিত ভাবে ভারত সরকারকে পাঠানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বিবৃতি দাবি করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিন প্রধানমন্ত্রী। যদি তার কোনো অসুবিধা থাকে, তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিন। বাংলাদেশ নিয়ে ভারত সরকার চুপ করে রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা।

বাংলাদেশে ভারতীয়রা আক্রান্ত হলে তার সরকার তা সহ্য করবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, আমাদের লোকজনকে ফিরিয়ে আনতে চাই। এক বেলা খাবো আর এক বেলা রুটি ভাগ করে খাবো। আমাদের পরিবার, সম্পত্তি এবং প্রিয় মানুষেরা বাংলাদেশে রয়েছেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ নিয়ে যে অবস্থান নেবে, আমরা দল ও সরকার হিসেবে তা গ্রহণ করবো।

তবে তিনি বলেন, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ধর্মীয় কারণে কেউ অত্যাচারিত হলে আমরা তার নিন্দা জানাই। আমরা এই বিষয়ে ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে পরিবর্তনের পর থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও উপাসনালয়ে হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সনাতনী হিন্দু সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননারও অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে আগ্রাসী আন্দোলন চলছে। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোও সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দেয়া হচ্ছে। ভারত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার কথা বললেও বাংলাদেশ সরকার ভারতের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অভিযোগ করেছে।

মমতার বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ: ফখরুল

বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্য রেখেছেন তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মন্তব্য করে অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার রাতে লন্ডন থেকে মুঠোফোনে গণমাধ্যমের কাছে বিএনপি'র পক্ষ থেকে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সকালে কয়েকটি পত্রিকায় একটা সংবাদ দেখলাম যে, ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী যে উক্তি করেছেন বাংলাদেশ সম্পর্কে, সে বিষয়ে আমি বক্তব্য না রেখে পারছি না। তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের, এটা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ এবং আমরা মনে করি, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নেতৃবর্গের যে দৃষ্টিভঙ্গি- তা কিছুটা হলেও প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। এই ধরনের কোনো চিন্তা করাও তাদের উচিত হবে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে এবং সমপ্রতি একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা গণতন্ত্রকে ফিরে পেয়েছে, এদেশের মানুষ যেকোনো মূল্যে এই ধরনের চক্রান্তকে রুখে দাঁড়াবে। মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশে সামপ্রদায়িক সমপ্রীতি ক্ষুণ্ন হওয়া বা বিপন্ন হওয়ার যে অলীক কাহিনী ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত ও প্রকাশিত হচ্ছে তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বারবার বলেছি, এখানে ভারতের সাংবাদিকরা এসেছিলেন তারাও দেখেছেন, পশ্চিম বাংলা ও ভারতের অনেক নামকরা সাংবাদিক এসেছিলেন তারা দেখেছেন- বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি নেই। অথচ ভারতবর্ষের মিডিয়া ও তাদের নেতৃবর্গ যেভাবে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যাকে প্রচার করছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি দিচ্ছেন তা কোনোমতেই বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না।

বাংলাদেশ সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, অতি সমপ্রতি ইসকনকে (বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) নিয়ে যে এখানে (বাংলাদেশে) নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, তা বাংলাদেশের মানুষ কখনই গ্রহণ করবে না। এটা খুব পরিষ্কার যে, ইসকনের সামপ্রতিক ভূমিকা অত্যন্ত সন্দেহজনক, রহস্যজনক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি, বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকিস্বরূপ।

আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা

পোস্ট ডেস্ক : আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে হামলা হয়েছে। সোমবার কয়েকশ হিন্দু নাগরিক সেখানে হামলা চালান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ছিড়ে ফেলেন। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের টানাহেঁচড়া করতে দেখা যায়। এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এর প্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে। এতে তারা বলেছে- আজ (সোমবার) দিনের আরও আগে আগারতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপহাইকমিশন চত্বরে প্রবেশের ঘটনা ঘটে।

এদিকে ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হিন্দু সংঘর্ষ সমিতির হামলা, ভাঙচুর ও জাতীয় পতাকায় আগুন দেওয়ার ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে হামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে সাত জনকে।

বরখাস্ত তিন জনই পুলিশের উপপরিদর্শক। এছাড়া এক ডেপুটি এসপিকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে পুলিশ সদরদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশের এসপি কিরণ কুমার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সোমবারের ঘটনায় পুলিশের তিন উপপরিদর্শককে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আগরতলার নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

মালয়েশিয়ায় ৭ হাজার বাংলাদেশি গ্রেফতার

পোস্ট ডেস্ক : মালয়েশিয়ায় ৭ হাজার বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে অভিবাসন বিভাগ। হারিয়ান মেট্রোর প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্পটে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে ৭ হাজার ৮২২ বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের মোট ৪১ হাজার ২৩৪ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ইন্দোনেশিয়ার ১২ হাজার ৫৮৮ জন। মিয়ানমারের ৭ হাজার ১১২ জন নাগরিক গ্রেফতার। চলমান অভিযানে অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি ১ হাজার ৬০৭ জন নিয়োগকর্তাকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে আইনানুগ ব্যবস্থা।

সোমবার ডেপুটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি ড. শামসুল আনোয়ার নাসারাহ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৯৫৯/১৯৬৩, পাসপোর্ট অ্যাক্ট ১৯৬৬ এবং ইমিগ্রেশন রেগুলেশন ১৯৬৩ অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত, অভিবাসন বিভাগ ১৭ হাজার ৮২৫টি এনফোর্সমেন্ট অপারেশন চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডেপুটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে জনসাধারণের অভিযোগসহ চিহ্নিত হটস্পট অবস্থানগুলোতে প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, কেডিএন অন্যান্য সংস্থা যেমন রয়্যাল মালয়েশিয়ান পুলিশ (পিডিআরএম), রয়্যাল মালয়েশিয়ান কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট (জেকেডিএম), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (পিবিটি) সমন্বয়ে অবৈধ অভিবাসী রোধে কৌশলগত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এবং অবৈধ অভিবাসীকে রক্ষাকারী দল যারা অভিবাসন আইনের অধীনে আইন লঙ্ঘন করে তাদের সনাক্ত ও গ্রেফতার করতে সময়ে সময়ে অভিযান পরিচালনা করা হবে মন্ত্রী বলেন, আমরা আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি, কিন্তু আমরা আইন ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অপরাধীদের সঙ্গে আপনয়, বরং এটা রক্ষা করা আমাদের অধিকার।

বাংলাদেশকে অশান্ত করার পরিকল্পনা

ওপারে হিন্দুদের উস্কে দিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছে তারা। ৫ আগষ্ট দেশের পট-পরিবর্তন এবং শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান নেয়ার পর ভারত আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার পক্ষ নিয়ে ভারত সীমান্তে যে কোন আগ্রাসন ঘটাতে প্রস্তুত এমনটা তাদের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদিকে দেশের এই ক্রান্তিকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করেই ভারত আগ্রাসী হয়ে উঠে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন খোঁদ প্রধান উপদেষ্টা। বৈশ্বিক ও কৌশলগতভাবে এখন কঠিন সময় যাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে ড. ইউনূস আহবান জানান।

গেল কয়েক দিনে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন ঘেরাওয়ের পর ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে হামলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আগুনে পোড়ানো হয়েছে। ফেনী সীমান্ত ও সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতারা বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। এ ঘটনায় ভারতীয় দূতকে তলব করা ছাড়াও হামলার প্রতিবাদে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মানুষকে টার্গেট করে এতোদিন ধরে পরিচালিত আগরতলা মিশনের কনস্যুলার সেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর 'আমাদের প্রস্তাব, কেন্দ্র রাষ্ট্রপুঞ্জের (জাতিসংঘ) কাছে বাংলাদেশে শান্তিসেনা পাঠানোর আরজি জানাক।' মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় চলছে। প্রতিবাদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় কর্মরত ভারতের হাইকমিশনার প্রণব মুখার্জীকে ডেকে কড়া বার্তা দিয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আইন উপদেষ্টা স্পষ্টভাবে বার্তা দিয়েছেন যে 'ভারতকে বুঝতে হবে এটা শেখ হাসিনার সরকার নয়'। বিএনপি, জামায়াতসহ ডান-বাম সব রাজনৈতিক দল ভারতের এই আক্রমণ, ষড়যন্ত্র ও জাতীয় পতাকা পোড়ানোর হিংস্র আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

৫ আগস্ট পরবর্তী হিন্দুত্ববাদী ভারত একের পর এক ষড়যন্ত্রের তীর ছুড়ছে বাংলাদেশ অভিমুখে। 'প্রতি বিপ্লবের' নামে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা নষ্টের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সর্বশেষ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংঘ সমিতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) আগরতলায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসে হামলা করে বাংলাদেশের লাল সবুজের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মাদরাসার শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। প্রতিবাদের সে গরম হাওয়া তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সুশীলসমাজকে স্পর্শ করছে না। ভারতের কলকাতা ও আগরতলায় উপ-হাইকমিশনে হামলার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয় কিন্তু শত্রু দেশের দূতাবাস ও হাইকমিশন থাকে সুরক্ষিত। শত্রু দেশই সে সুরক্ষা দেয়। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী বিদেশের মাটিতে গড়ে তোলা দূতাবাস ও হাইকমিশন সংশ্লিষ্ট দেশের অংশবিশেষ। কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে যে দেশে দূতাবাস স্থাপন করা হয় সে দেশকে অন্য দেশের দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনে আক্রমণ কার্যত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণের নামান্তর।

ভারতের ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলা, পতাকা ছিঁড়ে ফেলা ও দিল্লির আগ্রাসনের প্রতিবাদে ঢাকাসহ সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে দেশের আমজনতা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক কমিটি, ছাত্র সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে দিল্লির আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এমনকি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদও দিল্লির আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের একটাই কথা সার্বভৌমত্বে আঘাত আসলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করা হবে।

গত রোববার সিলেটের সুতারকান্দি স্থলবন্দরের ওপারে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ এলাকায় বাংলাদেশ অভিমুখে মার্চ করেছে হিন্দু ঐক্যমঞ্চের কয়েকশ নেতাকর্মী। এক পর্যায়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশেরও চেষ্টা চালায়। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও করিমগঞ্জ পুলিশের সদস্যরা কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে তাদের বাধা দেয়।

বাংলাদেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে হিন্দু ঐক্যমঞ্চের ব্যানারে ভারতের কয়েকশ নাগরিক বাংলাদেশ অভিমুখে এ মার্চে অংশ নেন। ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ অভিমুখে এ মুভমেন্টের একাধিক ভিডিও রোববার সন্ধ্যার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে সিলেটসহ সীমান্ত এলাকাগুলোতে তোলপাড় শুরু হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সুতারকান্দি সীমান্ত চেকপোস্টের অদূরে ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জে একটি রাস্তায় বিএসএফ জওয়ানরা সড়কে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছেন। ব্যারিকেডের পাশেই কয়েকশ ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে আসার জন্য পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিলো। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানরাও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে যোগ দেন।

এদিকে বিএসএফ ও ভারতীয় পুলিশের ব্যারিকেডের কারণে বিক্ষোভকারী ভারতীয় হিন্দু মঞ্চের নেতারা সুতারকান্দি স্থলবন্দর পর্যন্ত আসতে পারেনি। ওখানেই তাদের আটকে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে আসামের বরাক ভ্যালীর এক হিন্দু নেতা ক্ষোভের সঙ্গে বলতে থাকেন, জীবন গেলে যাবে, তবুও তারা বাংলাদেশে যাবেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তারা এই মার্চ করছেন বলে জানান।

এ ঘটনায় সিলেটের বিয়ানীবাজার ও জকিগঞ্জ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ৫২ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মেহেদী হাসান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সীমান্তের অন্তত দুই কিলোমিটার দূরে ভারতের ভেতরে বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ করেছে। এটা শেওলা সীমান্তের ওপারে।

এদিকে ভারতের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে ফিজিক্যালি প্রতিবাদপত্র হস্তান্তর করা হয়। সেখানে বহুমাত্রিক সম্পর্ক রাখতে চাইলে আবশ্যিকভাবে ভারতে থাকা বাংলাদেশের সব কূটনৈতিক মিশন, পদস্থ কূটনীতিক, নন-কূটনীতিক স্টাফ মেম্বার এবং তাদের পরিবারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার পাশাপাশি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কড়া পদক্ষেপ চেয়েছে বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে আগরতলার বর্বোরচিত হামলার পুঙ্খানুপঙ্খ তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। হাইকমিশনারকে খোলাসা করেই বলা হয়েছে, ভারতীয় রাজনীতিবিদ, মিডিয়া এবং উগ্রপন্থি বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে আপত্তিকর বক্তব্য দেয়া হচ্ছে, যা বন্ধ না করলে মানুষে মানুষে গড়ে ওঠা দু'দেশের সম্পর্ক কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ নিয়ে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তাদের মতামত প্রকাশ করে ভারতীয় আগ্রাসী ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার পর ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিএনপি। তাদের নীতিনির্ধারকদের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, ভারতের আচরণ কূটনীতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত। তারা অযাচিতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। বৈঠকে বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বলেন, বাংলাদেশে ইসকনের কর্মকাণ্ড ও ভারত সরকারের বক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা। এটি পরিকল্পিত। ভারতের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড উসকানি দিচ্ছে। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চায়। দেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় যাতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরা যায়। এসব ঘটনার সঙ্গে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের ইন্ধন আছে বলেও মনে করেন তারা।

জামায়াত বলছে, 'একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের হাইকমিশনে ভাঙচুর চালানো ও জাতীয় পতাকা নামিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া জেনেভা কনভেনশন, আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এ ঘটনা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্ট করার এক গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ। 'ভারত নিজের দেশে তার প্রতিবেশী দেশের কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা দিতে যেখানে ব্যর্থ, সেখানে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির দেশ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দেশ বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার তাদের থাকতে পারে না।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মনগড়া ও ভিত্তিহীন প্রচারে শামিল হয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। রাজ্যসভায় এক বক্তব্যে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

ভারত তার হাজার বছরের পুরনো চানক্যনীতির কারণে বৈরী করে তুলছে প্রতিবেশী দেশগুলোকে। বিশেষ করে বাংলাদেশকে ভারত বরাবরই বিবেচনা করে আসছে আধিপত্যের ক্ষেত্র হিসেবে। নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি। হস্তক্ষেপ করেছে নির্বাচন, সরকার, প্রশাসন, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। নিজ স্বার্থে ভারত বাংলাদেশকে ব্যবহার করে আসছে যোগাযোগের করিডোর হিসেবে। বাংলাদেশ নিয়ে ভারত এবার শুরু করেছে নতুন ষড়যন্ত্র।

বিগত সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশে ভারতের নগ্ন আধিপত্য বিস্তারে পালন করেছে সহায়ক ভূমিকা। তারা ভারতকে এতোটাই সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে যে, ভারত তা কখনোই ভুলতে পারবে না। এমন মন্তব্য করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অথচ ভারত সকল প্রাপ্তির কথা বেমালুম ভুলে গেছে মাত্র কয়েকদিনে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না ভারত। তারা এখনো স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পুনর্জন্মের। এসব কারণে শুরু থেকেই অশান্ত করে তুলতে চাইছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। দেশটির অনেকেই পতিত স্বৈরাচারের অনুগতদেরকে উসকে দিচ্ছে নানাভাবে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠিকে মাঠে নামিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে।

ব্রিটেনে স্বেচ্ছামৃত্যু বিল পাশ

এমন প্রত্যাশার পক্ষে রায় দিয়ে গত শুক্রবার এমপিরা আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত বিলে ভোট দিয়েছেন। ফলে একদিকে কান্না, অন্যদিকে আশা এবং ভীতি দেখা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, লেবার দলের এমপি কিম লিডবিটার ঐতিহাসিক এই আইনের প্রস্তাবক। বিবিসি লিখেছে, বিলটি পাস হওয়ার আগে পার্লামেন্টের বাইরে পক্ষ ও বিপক্ষে উভয়ে আলাদা স্থানে সমবেত হতে থাকেন। এমপি লিডবিটারসের বিলের পক্ষে যারা তারা অধিকারকর্মী মিলিসেন্ট ফসেটের মূর্তির কাছে পার্লামেন্ট স্কয়ারের পশ্চিম পাশে অবস্থান নেন। সেখানে সবার মাথায় ছিল গোলাপি হ্যাট ও জাম্পার। এসব সরবরাহ দিয়েছে ডিগনিটি ইন ডাইং গ্রুপ। তার মধ্যে আমান্ডা অন্যতম। তিনি যোগ দিয়েছেন ব্রাইটন থেকে। ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন বন্ধু সহ যেসব মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে রয়েছেন তাদের দেখাশোনা করেন তিনি। স্মরণ করে, তার বন্ধু তাকে অনুরোধ করেছেন- আর সহ্য করতে পারছিনা। আমাকে এখনই মেরে ফেলো। কোনো প্রিয়জনের কাছ থেকে এমন কথা শোনা যে কারো জন্য খুব কষ্টের। সু নামে আরেকজন নারী মাথায় গোলাপী হ্যাট পরে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি এই দিনটি একটি ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে। তার কাছ থেকে অর্ধ মিনিট হাঁটার দূরত্বে এক প্রান্তে দাঁড়ানো বিলের বিরোধীরা। বিধ্বস্ত একজন বিচারকের ১০ ফুট লম্বা পাপেটের পাশে যোগ দিয়েছেন তারা। ওই বিচারকের হাতে একটি বিশাল আকারের সিরিঞ্জ। আকাশের দিকে একটি আঙ্গুল তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে উপস্থিতরা স্লোগান দিচ্ছেন- এই বিলকে বন্ধ করো। অসুস্থ মানুষদের হত্যা করো না। হান্নাহ একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তিনি আশঙ্কা করেন এই বিল পাস হলে বিকলাঙ্গ মানুষগুলোকে আমরা যেভাবে দেখি তার ধারা বদলে যেতে পারে। নিজের পিতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, তাকে ৬ মাস সময় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি চার বছর বেঁচে ছিলেন। এই যে চার বছর বেঁচে ছিলেন এর অর্থ হলো তিনি তার নাতিপুতিদের সঙ্গ দিতে পেরেছেন। ওই বিক্ষোভে যোগ দেয়া উভয়পক্ষের প্রতিজন মানুষেরই ব্যক্তিগত কাহিনী আছে। তাদের ওয়েস্টমিনস্টারে শুক্রবারে জমায়েত হওয়ার কারণ ছিল। গত বছর পর্যন্ত নিজের মায়ের দেখাশোনা করেছেন জেন। তিনি বলেন, ওই সময়টা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু তা ছিল মূল্যবান সময়। তিনি মনে করেন এই বিল পাস হলে তার মায়ের মতো মানুষদেরকে একটি প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়া হবে। জানতে চাওয়া হবে, তিনি মারা যেতে সহায়তা চান কিনা। তিনি বলেন, আমি জানি এসব সিদ্ধান্তে একজন বিচারকের সংশ্লিষ্টতা থাকবে। কিন্তু কিভাবে কার ভাগ্যে কি আছে তা নির্ধারণ করবেন তারা। কেউ হয়তো মুখে বলতে পারেন যে, তিনি মারা যেতে চান। কিন্তু একজন বিচারক কিভাবে জানবেন যে, ওই ব্যক্তির মাথায় আসলে কি চলছে।

ওদিকে পার্লামেন্টের ভিতরে এ নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা হয়েছে। লেবার দলের এমপি লিডবিটার তার বিলের ওপর বিতর্ক শুরু করেছেন। স্পেন ভ্যালি থেকে নির্বাচিত তিনি। এর আগে এই আসনে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তার বোন জো কক্স। তাকে ২০১৬ সালে হত্যা করা হয়। পার্লামেন্টের পরিবেশ সাধারণ সময়ের মতোই পাল্টাপাল্টি ছিল। তবে তার মধ্যে ছিল চিন্তা ও শ্রদ্ধা। কিন্তু পার্লামেন্টের বাইরে ছিল উত্তেজনা। পক্ষ-বিপক্ষ উভয়েই তাদের নিজেদের এলাকায় অবস্থান নেয়। কেউ অবস্থান নেয় পার্লামেন্ট গেটের কাছে। কেউ কেউ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মারা যাওয়ায় সহায়তা বিষয়ক এই বিলের পক্ষে থাকা এক নারী তার পিতার ভয়াবহতার ছবি উপরে তুলে ধরেছিলেন। তার পিতা বেঁচে আছেন। তবে তিনি বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের দিকে এবং তারপর ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, পার্লামেন্টে থাকা ব্যক্তিদের কাছে জানতে চাই আমাকে তারা বলুক কেন এটা চলতে থাকবে। পাশেই এই বিলের বিরোধিতা করে একটি প্লাকার্ড তুলে ধরেছেন একজন নারী। তার দিকে প্রথম নারী চিৎকার করে বললেন- আপনি যা দেখাচ্ছেন তা অপরাধ। আপনি কি বলতে চাইছেন আমার পিতার দেখাশোনা করা উচিত নয় আমার।

১১১ নারীকে ধর্ষণ-যৌন নিপীড়নে

ফায়েদ একজন রাক্ষসের মতো ছিলেন। তার মধ্যে কোনো নৈতিকতা ছিল না। হ্যারডসের সব কর্মী তার কাছে ছিলেন 'খেলনার' মতো।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ফ্রান্সের প্যারিস ও সেন্ট ট্রোপেজ এলাকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে ফায়েদের যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটেছে। ভুক্তভোগী কয়েকজন নারীর হয়ে কাজ করেন আইনজীবী ক্রস ড্রামমন্ড।

তিনি বলেন, হ্যারডসের ভেতরে দুর্নীতি ও নিপীড়নের যে জাল বোনা হয়েছিল, তা ছিল অবিশ্বাস্য ও খুবই অন্ধকারের।

ভুক্তভোগী এক নারী হ্যারডসের অন্ধকার জগতের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, লন্ডনের পার্ক লেনের একটি বাসায় তাকে ধর্ষণ করেছিলেন ফায়েদ। এতে তার কোনো সম্মতি ছিল না। সেটা ফায়েদকেও জানিয়েছিলেন। তবে কোনো কাজ হয়নি।

তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের যত অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে সবচেয়ে কুখ্যাত যৌন নির্যাতনকারীদের একজন হতে চলেছেন তিনি।

এসব ঘটনায় লন্ডনের অভিজাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর হ্যারডসের সাবেক মালিক ফায়েদের দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে পাঁচ সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। তাদের কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি। গত মাসে দ্য গার্ডিয়ান এক খবরে জানিয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত কতিপয় পুলিশ সদস্য ফায়েদকে তার নারী কর্মীদের ধর্ষণ ও নিপীড়নে সহায়তা করেছেন। ভুক্তভোগীদের মধ্যে কম বয়সী এক তরুণীও ছিলেন, যিনি হ্যারডসের ওই মালিকের যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

২০০৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অভিযোগকারী ১১১ নারীর মধ্যে ২১ জন নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা পুলিশকে জানান। গত সেপ্টেম্বর মাসে ফায়েদের ওপর বিবিসি একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করার পর ৯০ জন নারী অভিযোগ জানাতে এগিয়ে আসেন।

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ধর্ষণ-যৌন নিপীড়নে আল ফায়েদের যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ৫০ হাজারের বেশি পৃষ্ঠার প্রমাণ পর্যালোচনা করেছে তারা। প্রমাণের মধ্যে ভুক্তভোগীদের বিবৃতিও রয়েছে।

এদিকে তদন্তের অংশ হিসেবে 'ডাইরেক্টরেট অব প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস'এর গোয়েন্দারা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কোনো সদস্য ফায়েদের দুষ্কর্মে সহযোগিতা করেছেন কিনা, তা-ও বের করার চেষ্টা করছেন।

সাক্ষী হিসেবে দেওয়া এক বিবৃতিতে হ্যারডসের একজন সাবেক নিরাপত্তা পরিচালক বব লফটাস (৮৩) দাবি করেছিলেন, লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক একজন কমান্ডার হ্যারডসকে সহায়তা করার বিনিময়ে বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তার এ বক্তব্যও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

এর আগে লফটাস দাবি করেন, একজন গোয়েন্দা কনস্টেবল ফায়েদের অনৈতিক চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে দেওয়ার বিনিময়ে ঘুস হিসেবে নিয়মিত অর্থ নিতেন। এমনকি হ্যারডস থেকে গোপনে একটি মুঠোফোন দেওয়া হয় তাকে।

হ্যারডসে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন লফটাস। তিনি অসুস্থ থাকায় দ্য গার্ডিয়ান তার কোনো মন্তব্য নিতে পারেনি। তবে তার সহকারী ইমন কোল বলেন, লফটাসের ওই বিবৃতি সঠিক হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ছেলে দোদি ও ডায়ানার মৃত্যুর পেছনে ব্রিটিশ রাজপরিবারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন আল ফায়েদ। প্রিন্স ফিলিপের নির্দেশে তাদের হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল তার। গত বছর ৯৪ বছর বয়সে আল ফায়েদের মৃত্যু হয়।

ব্রিটেনে সাগর পথে ৪ মাসে ২০ হাজার

২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন সুনাক। ব্রিটিশ হোম অফিসের পরিসংখ্যান বলছে, ঋষি সুনাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তত আট মাস সময় লেগেছিল চ্যানেল পেরিয়ে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ২০ হাজার পূর্ণ হতে। কিন্তু কিয়ার স্টারমার ক্ষমতায় এসেছেন গ্রীষ্মে। গ্রীষ্ম ও শরতে চ্যানেলে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী আগমনের প্রবণতা দেখা যায়।

এ কারণেই মাত্র সাড়ে চার মাসেই ২০ হাজার অভিবাসী ফ্রান্স থেকে ব্রিটেনে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একটি সরকারি সূত্র বার্তা সংস্থা পিএকে জানিয়েছে, রক্ষণশীল নেতা রবার্ট জেনরিক গত সপ্তাহে সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'টোরি পার্টির অভিবাসননীতি দেশকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে গেছে এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করেছে।'

সূত্রটি আরো জানিয়েছে, 'এমন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করবেই, তাদের অধিকার রয়েছে।

কনজারভেটিভ পার্টির এ জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। আমরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না।' সূত্রটির মতে, মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত সপ্তাহে ইরাক সফর করেছেন। তিনি চ্যানেলে পাচারকারীদের মোকাবেলায় প্রথমবারের মতো একটি চুক্তিতে সই করেছেন।

কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা কেমি ব্যাডেনোচ স্বীকার করেছেন, তার দল অভিবাসন মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সম্প্রতি ডাউনিং স্ট্রিটে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গত সরকারের প্রকল্প আমাদের ব্যর্থ করেছে। তারা অভিবাসনের হার বাড়িয়েছে। আমরা এটি কমিয়ে আনব।'

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলোতে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যের আশ্রয়ব্যবস্থার ব্যয় বেড়েছে ৫০০ কোটি পাউন্ড। এটি হোম অফিসের অতীতের সব ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ ছাড়া দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) জানিয়েছে, তারা সংগঠিত অপরাধ ও মানবপাচার সম্পর্কিত প্রায় ৭০টি ঘটনার তদন্ত করছে।

বিবিসির ১০০ প্রভাবশালী নারীর

ক্রীড়া, রাজনীতি ও অ্যাডভোকেসি এবং বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি এই পাঁচ বিভাগে ১০০ জন নারীকে বেছে নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে স্থান পেয়েছেন রিক্তা আক্তার।

এই তালিকায় স্থান পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী নাদিয়া মুরাদ, নভোচারী সুনীতা উইলিয়ামস, ধর্ষণের শিকার হওয়া জিসেল পেলিকট, অভিনেত্রী শ্যারন স্টোন, অলিম্পিক অ্যাথলেট রেবেকা আন্দ্রাদে ও অ্যালিসন ফেলিক্স, গায়িকা রে, ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট ট্রেসি এমিন, জলবায়ুকর্মী আদেনিকে ওলাদোসু, লেখক ক্রিস্টিনা রিভেরা গারজা প্রমুখ।

এতে রিক্তা আক্তার বানুর পরিচয় নার্স ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিক্তা আক্তার বানু সম্পর্কে বিবিসি বলেছে, তিনি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করেন। সেখানে অটিস্টিক বা প্রতিবন্ধী শিশুকে অভিশাপ হিসেবে দেখা হয়।

রিক্তা আক্তার বানুর মেয়ে অটিস্টিক, সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত। মেয়েকে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে গিয়েছিলেন রিক্তা আক্তার। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে রিক্তা আক্তার বানু তার জমি বিক্রি করে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

রিক্তা আক্তার বানুর লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি স্কুলে এখন ৩০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুলটি প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

স্কুলটি প্রাথমিকভাবে অটিস্টিক বা শেখার প্রতিবন্ধকতা থাকা শিশুদের জন্য নির্মিত হলেও এখন এটি বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকা শিশুদের জন্যও সেবা প্রদান করে।

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন

এর উপস্থাপক সামান্থা সিমন্ডস এবং আইটিভি নিউজ এর সাংবাদিক মাহাথির পাশা।

জিসিএসই - তে সেরা অর্জনকারী, এ-লেভেল এ সেরা অর্জনকারী, অসাধারণ সাফল্য এবং ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা - এই ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। টাওয়ার হ্যামলেটসের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোনয়ন আহ্বান করা হয়, এবং বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়া হয় সার্টিফিকেট ও ভাউচার।

বারার শিক্ষা ও তরুণদের জন্য নিবেদিত সার্ভিসসমূহের উন্নয়নে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বিপুল বিনিয়োগের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের শিক্ষা খাতে চলমান কাজ ও বিনিয়োগের প্রতিফলন দেখা যায়। কাউন্সিল বারার কিশোর তরুণ জনগোষ্টিকে তাদের সম্ভাবনায় পৌঁছাতে উদ্দীপনা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাওয়েন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি প্রকল্প, যা বর্তমানে তৃতীয় বছরে রয়েছে। এই প্রকল্প দু'টির মাধ্যমে যোগ্য ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০২২ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, এই প্রকল্পের আওতায় ২,৩৫০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যার মোট মূল্য ১.৮২ মিলিয়ন পাউন্ড। এ বছরের আবেদনের শেষ তারিখ ছিলো গত ২১ নভেম্বর, যার আওতায় এবার অতিরিক্ত ২,০৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ইংল্যান্ডের প্রথম কাউন্সিল হিসেবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল মিল অর্থাৎ স্কুলে খাবার প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়াও, কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে পুরস্কার বিজয়ীদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বারার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আপনারা সবাই অসাধারণ কাজ করেছেন এবং আপনার পরিবার ও আমাদের বরোকে গর্বিত করেছেন। শিক্ষা অর্জনের পথে আপনাদের সমর্থন দিতে আমাদের কাউন্সিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা প্রতিটি যুবকের ভবিষ্যতে বিনিয়োগের গুরুত্ব বুঝি।"

মেয়র বলেন, "আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে তাদের সাফল্যের পথে সহায়তা করতে এবং উদযাপন করতে সবসময় পাশে থাকব।"

ডেপুটি মেয়র এবং শিক্ষা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "আমাদের তরুণ সমাজের অসাধারণ প্রতিভা, দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম নিজ চোখে দেখা সত্যিই গর্বের বিষয়। টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানানোর একটি মাধ্যম। আমি আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীদের তাদের সাফল্যে গর্বিত হওয়ার আহ্বান জানাই এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলি।"

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা নৈশভোজের পাশাপাশি ফটোবুথ, ববা পানীয় ও চায়ের স্বাদ, এবং টিএইচএএমইএস স্যাটারডে মিউজিক সেন্টার বিগ ব্যান্ডের সঙ্গীত পরিবেশনা উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে মেয়র লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, হেডটিচার ভেরোনিকা আর্মসন, কাউন্সিলের এডুকেশন ডিরেক্টর স্টিভ রেডি, অনুষ্ঠানের 'গোল্ড' স্পন্সর আইকন কলেজের এর্ধিকিউটিভ ডিরেক্টর, প্রিন্সিপাল ও ফাউন্ডার ড. প্রফেসর নুরুন নবী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারার একসময়ের মেধাবী শিক্ষার্থী ওরিন বেগম, যিনি বছর দশেক আগে উচ্চশিক্ষার জন্য কাউন্সিল থেকে ইউনিভার্সিটি বার্সারি লাভ করেছিলেন এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ল' গ্রাজুয়েট হোন এবং বর্তমানে নর্ডিক এভিয়েশন ক্যাপিটাল এর লিগ্যাল বিভাগের ভাইস চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ওরিন বেগম এওয়ার্ড লাভকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলকে ধন্যবাদ, যারা এই ছাত্রছাত্রীদের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে পাশে দাঁড়িয়েছে।"

আরেকজন অতিথি সেকেন্ডারি হেডটিচার্স গ্রুপের চেয়ার ড্যানি লি'র মন্তব্য ছিলো এমন - "এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানিত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের সাফল্য শুধু তাদের ব্যক্তিগত অগ্রগতিই নয়, বরং আমাদের বরোর সম্মিলিত সাফল্যের প্রতীক।"

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসে স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের স্পনসরশিপ ছিল, যার মধ্যে প্রধান 'গোল্ড' স্পন্সর ছিল আইকন কলেজ অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।

অরিন বেগমঃ সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

অরিন বেগম। জন্ম বাংলাদেশে। চার বছর বয়সে মা-বাবার সাথে ব্রিটেনে আসেন। পাচঁ ভাইবোনের সবার বড় অরিন। বাবা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ রেস্টুরেন্টে শেফ হিসেবে কাজ করতেন এখন অবসর জীবন যাপন করছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের জর্জ গ্রীন স্কুল থেকে জিসিএসই পাশ করেন ২০১০ সালে। ২০১২ সালে এ লেভেলে চমৎকার ফলাফল করে বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ডে আইন শাস্ত্রে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন। অরিন মেয়র লুৎফুর রহমানের বিশেষ শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প 'ইউনিভার্সিটি বার্সারি' লাভকারী প্রথম শিক্ষার্থীদের একজন।

অক্সফোর্ডে তিনি সেখানকার সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ থেকে স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ২০১৬ সালে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন।

এরপর নামকরা আইনী প্রতিষ্ঠান ক্লিফোর্ড চান্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

এরপর অরিন ২০২৩ সালে নরডিক এভিয়েশন ক্যাপিটালে লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে উড়োজাহাজ লীজ দিয়ে থাকে।

অরিন এখন স্বামী-সংসার নিয়ে নর্থ ইংল্যাণ্ডের ব্লুযাকবার্নে বসবাস করেন। বাংলাদেশে অরিনের পৈতৃক নিবাস সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাগিরঘাটে।

দেশে বড় সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা

হয়েছে। এদিকে সীমান্তে যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি কিংবা অপতৎপরতা রোধে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ সতর্কতা হালনাগাদ করে বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা ভ্রমণে তাদের নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলেছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সূত্রগুলো বলেছে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হত্যার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। চোরাগোপ্তা হামলার আশঙ্কাও রয়েছে। হামলায় ব্যবহৃত হতে পারে, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রসহ সন্ত্রাসীদের কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্র। সেই সঙ্গে বোমা হামলার আশঙ্কাও রয়েছে। এ অবস্থায় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দেশে বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে এক খুদে বার্তায় বিজিবি সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সীমান্তে যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি কিংবা অপতৎপরতা রোধে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এতে বলা হয়, ভারতের ত্রিপুরার আগরতলা থেকে আখাউড়ামুখী লং মার্চ কর্মসূচি ঘিরে সীমান্তে উত্তেজনা থাকায় আখাউড়া সীমান্তে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের (এআইজি মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর বলেন, চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ নূরে আলম জানান, ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের ভেতরে বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনার পর ঢাকার গুলশান এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এক কর্মকর্তা বলেন, সাইফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। অবশ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে তৃতীয় পক্ষও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে পারে।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, সারাদেশে ইসকনের মন্দিরগুলোতে নজরদারি চলছে। কারা এতে অর্থায়ন করছে তার একটি তালিকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপাররা এরই মধ্যে সেই তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছেন। একই সঙ্গে বাইরে থেকে কোনো অর্থায়ন হয় কি না তারও অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

পুতিনের গোপণ তথ্য ফাঁস

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এক আত্মীয় ভুলবশত একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করেছেন, যা সম্ভবত ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে সরকারি একটি ধারণা প্রদান করে।

স্বতন্ত্র টেলিগ্রাম চ্যানেল অ্যাস্ট্রায় মঙ্গলবার প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, পুতিনের চাচাতো ভাইয়ের কথিত মেয়ে ও রাশিয়ার ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্না সিভিলিওভা বলছেন, সরকার ডিএনএ নমুনার মাধ্যমে নিখোঁজ সেনাদের শনাক্ত ও অনুসন্ধানের জন্য আত্মীয়দের কাছ থেকে হাজার হাজার আবেদন পেয়েছে। অবশ্য এই ভিডিওটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ভিডিওতে সিভিলিওভা বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণভাবে বিনা মূল্যে এটি (ডিএনএ) গ্রহণ করে এবং আমাদের কাছে যারা আবেদন করেছেন তাদের সবার তথ্য ডাটাবেইসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আমি ইতিমধ্যে (এ সংখ্যা) ৪৮ হাজার বলেছি।'

এরপর প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান আন্দ্রেই কারটাপোলভ তাকে অনুরোধ করেন এই সংখ্যা প্রকাশ না করতে। ভিডিওতে তাকে বলতে দেখা যায়, 'আন্না ইভজেনেভনা (সিভিলিওভা) এখানে কিছু সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিরাও রয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি এই সংখ্যা কোথাও প্রকাশ করবেন না।

এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গোপন তথ্য। যখন আমরা চূড়ান্ত দলিল তৈরি করব, তখন এই সংখ্যা কোথাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে না।'

সিভিলিওভা প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি নিখোঁজদের সংখ্যা উল্লেখ করিনি, আমি শুধু আমাদের কাছে (আত্মীয়দের পক্ষ থেকে) আসা আবেদনের সংখ্যা বলেছি।'

এটি স্পষ্ট নয় যে সিভিলিওভা যে সংখ্যা৪৮ হাজার উল্লেখ করেছেন, তা কি নিখোঁজ সেনাদের পৃথক পৃথক ঘটনা, নাকি আত্মীয়দের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনগুলোর সংখ্যা নির্দেশ করছে।

অ্যাস্ট্রা আরো জানিয়েছে, এই আলাপচারিতা নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একটি সংসদীয় শুনানিতে হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬ নভেম্বর নিম্নকক্ষে হওয়া এক বৈঠকের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছিল, যা একই বৈঠকের বলে মনে হয়েছে। তবে সেই ক্লিপ সরকারি সাইটে পাওয়া যায়নি। অ্যাস্ট্রার মতে, এই শুনানিটি সংসদের ওয়েবসাইটে লাইভ স্ট্রিমিং করা হয়েছিল, তাই এটি রেকর্ড করা হয়েছিল।

মস্কো ইউক্রেনে যুদ্ধরত সেনাদের হতাহতের সংখ্যা সম্পূর্ণ গোপন রাখে এবং খুব কমই এই বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে।

বিবিসি ও স্বতন্ত্র রুশ সংবাদমাধ্যম মিডিয়াজোনা গত মাসে বলেছিল, তারা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের শুরু থেকে প্রায় ৮০ হাজার রুশ সেনার মৃত্যুর তথ্য ওপেন সোর্স ডাটার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। তবে আসল সংখ্যা সম্ভবত অনেক বেশি বলেও উল্লেখ করেছে তারা। ইউক্রেনও সামরিক ক্ষতির বিষয়ে খুব কম তথ্য প্রকাশ করে।

ভারত সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সিলেটের

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। নিহত ব্যক্তির নাম আশরাফ উদ্দিন (৬৫)। তিনি কোম্পানীগঞ্জের ইসলামপুর পূর্ব ইউনিয়নের দয়ার বাজার ভাটরাই গ্রামের বাসিন্দা।

বুধবার সীমান্তঘেঁষা ভারতের সীমানায় লাশটি পড়ে থাকতে দেখে বাংলাদেশের স্থানীয় বাসিন্দারা সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে বিজিবি ও পুলিশকে জানায়। নিহত ব্যক্তির পরিবারের বরাত দিয়ে কোম্পানীগঞ্জের ইসলামপুর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. আনিছুর রহমান বলেন, আশরাফ উদ্দিন কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে ভারত সীমান্ত এলাকায় তিনি কাঠ সংগ্রহ করতে যান। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি।

তিনি জানান, বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা সীমান্তের ভারতীয় অংশে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে তিনি গিয়ে লাশটি দেখতে পান। ধারণা করা হচ্ছে, গুলিতে আশরাফ উদ্দিন মারা গেছেন।

এদিকে ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে বাংলাদেশির লাশ পড়ে থাকার বিষয়টি বিজিবিকে জানানো হলে বিজিবি, পুলিশ, বিএসএফ এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিলে লাশ সীমান্তের ওপার থেকে লাশ নিয়ে আশা হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি উজায়ের আল মাহমুদ জানান, ভারত সীমান্তের ১২০ গজ অভ্যন্তরে লাশটি পড়ে থাকার পর। লাশটি উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর্বিএসএফকে জানায়। পরে বিএসএফ লাশটি বাংলাদেশের বিজিবিকে হস্তান্তর করে। এরপর বিজিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। তার বুকে রক্তের দাগ ও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার হলেন সাংবাদিক

উচ্চপর্যায়ের আদালতে কৃতিত্বের সাথে লিগাল প্রাকটিস করে যাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে তিনি New Walk Chambers নামে একটি ব্যারিস্টার চেম্বারে টেনান্সি পেয়েছেন। ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমান তাঁর মেধা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ইউকে'র আইনাঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, যা শুধু তাঁর জন্য নয়, বরং আইন অঙ্গনে তাঁর সহকর্মী, বাংলাদেশী কমিউনিটি ও আইনের শিক্ষার্থীদের জন্যও একটি বড় অনুপ্রেরণা। তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, এই প্রত্যাশা করেছেন তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যে চারটি ইনস অব কোর্ট থেকে কল-টু-দ্য বার ডিগ্রী প্রদান করা হয়। চারটি ইন হলো - লিংকনস্ ইন, গ্রেজ ইন, ইনার টেম্পল এবং মিডল টেম্পল। দ্যা অনারেবল সোসাইটি অব লিংকনস্ ইন সবচেয়ে বড় এবং সদস্য সংখ্যা বেশী। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন হলো ইনার টেম্পল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লিংকনস্ ইন থেকে ব্যারিস্টারি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। মাহাত্মা গান্ধী ব্যারিস্টারি ডিগ্রী নেন ইনার টেম্পল থেকে। ব্যারিস্টার জায়মা রহমানও এই ইন থেকে ব্যারিস্টারী ডিগ্রী নিয়েছেন।

মূলত: একজন আইনের শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী সম্পন্ন করার পর ইউকে'র চারটির যে কোনো একটি ইনস অব কোর্ট থেকে কল টু দ্য বার গ্রহণ করতে হয়। এরপর লিগ্যাল প্রাকটিসে প্রবেশ করতে হলে, অর্থাৎ প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ করতে হলে ১২ মাস থেকে ২৪ মাসের পিউপিলেজ বা প্রাকটিক্যাল ট্রেইনিং সম্পন্ন করতে হয় কোনো সুপারভাইজার ব্যারিস্টারের অধিনে। আর এই পিউপিলেজ বা প্রাকটিক্যাল ট্রেইনিং এর সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ। হাতে গোনা খুব অল্প সংখ্যক বাংলাদেশী প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ করার গৌরব অর্জন করেছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সংখ্যা এখন কিছুটা বাড়ছে।

তবে ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমানের প্রকটিসিং ব্যারিস্টার হওয়ার গল্পটা অনেকটা ভিন্ন আমেজের। তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক থেকে আইন পেশায় যুক্ত হন ২০১৫ সালে। প্রথমে তিনি ইউকের সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে অ্যাডমিনিসট্রেটর হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি লন্ডনের জেএস সলিসিটর ফার্মে প্যারা লিগাল হিসেবে কাজ করেন। তিনি লন্ডনের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যারিস্টার চেম্বার গার্ডেন কোর্ট চ্যাম্বারে (Garden Court Chambers) খ্যাতিমান বিচারপতি ও ব্যারিস্টার মার্ক সায়েমস্-এর সহকারি হিসেবে কাজ করেছেন। কনসালটেন্ট সলিসিটর হিসেবে কাজ করেছেন আরেকটি স্বনামধন্য সলিসিটর ফার্ম ডিপলক সলিসিটর্সে।

এখনও অধরা জেল পলাতক ৭০০ বন্দি

দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১১ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীও মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতের। আমরা আদালতের নির্দেশ মানতে বাধ্য।

কারা মহাপরিদর্শক বলেন, বর্তমানে দেশে মোট ৬৯টি কারাগার রয়েছে। এরমধ্যে ১৭টি কারাগার অনেক পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ। সরকার বিষয়গুলো জানে। এগুলো অতিদ্রুত সংস্কার, মেরামত ও পুনর্নির্মাণ দরকার।

তিনি আরো বলেন, গত ৩ মাসে কারাগারসমূহে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনায়নের লক্ষ্যে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে কারা অভ্যন্তরের সব ধরনের তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। বন্দী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল স্থাপনসহ বেশ কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ কারাগার পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জ্যামার, বডিক্যামসহ আধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। কারা অভ্যন্তরে মাদক দ্রব্যের প্রবেশ রোধকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ কারাগারসমূহে ডগ স্কোয়াড মোতায়েন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সৎ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার এবং কারারক্ষীদের তাদের পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কারা সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন কারাগারসমূহে পদায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে সবসময় বন্দীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ নিশ্চিতের জন্য বেশ কয়েকটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বন্দীদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী খাবারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য কঠোর তদারকি অব্যাহত রয়েছে। বন্দীদের দেখা সাক্ষাৎ, টেলিফোনে কথোপকথন, চিকিৎসা সেবা যথাযথভাবে নিশ্চিতের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারিসহতা বাস্তবায়নে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে।

বন্দী ব্যবস্থাপনা অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কারাগার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যারসহ, আর এফ আইডি এবং জিপিএস ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, এ ছাড়া সেবা প্রত্যাশীদের সহায়তার জন্য ২৪ ঘণ্টা হটলাইন চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নানা মহলের দাবির প্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তরের লোগো পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত লোগো যেন কারা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

অমুসলিমদের সঙ্গে নবীজির প্রেমময় ব্যবহার

আমিনুল ইসলাম হুসাইনী

বিশৃঙ্খল ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পৃথিবীকে যে মহামানব সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন, সেই মহামানব হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানবতার মূর্তপ্রতীক।

মানবপ্রেম ছিল তার মূলশক্তি। মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, হৃদ্যতা সৃজনের লক্ষ্যেই তাঁর আগমন। তিনি মানুষকে বিভক্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধ। আজকের বকধার্মিকদের মতো তিনি অন্য ধর্মকে কটাক্ষ করতেন না। বরং বলতেন, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না।'

অমুসলিমরা তাঁকে পাগল ডাকত, আঘাত করত। কঠোর ভাষায় কথা বলত। অথচ নবীজি তাদের সঙ্গে এমন কোমল প্রেমময় আচরণ করতেন, যা কেবল নিজ পরিবারের সঙ্গেই করা হয়ে থাকে। এ জন্যই তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যদি রুক্ষভাষী ও কঠোর হতেন, তবে তারা আপনাকে ছেড়ে দূরে চলে যেত।' (সূরা আল ইমরান : ১৪৯)।

মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই সম্মান কররতেন। সম্মান করার শিক্ষা দিতেন। এমনকি সে যদি কোনো ইহুদির লাশও হয়, তবুও তার সম্মান প্রদর্শনে দাঁড়িয়ে যেতেন।

একবার নবীজির পাশ দিয়ে এক ইহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সাহাবারা বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। নবীজি তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহইসান নাফসা? অর্থাৎ, সেকি মানুষ নয়?' (বুখারি : ১৩১২)।

তরবারির ভয়ে নয়, মুহাম্মদ (সা.)-এর কোমলচিত্ত আর দরদী কণ্ঠের মাধুর্যেই লোকেরা দলে দলে শান্তির ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহহও তার প্রতি দয়া করে না।' (মুসলিম : ২৩১৯)।

এখানে উপলব্ধির বিষয় হল, নবীজি তাঁর অমূল্য বাণীতে 'মুসলিম' শব্দ উচ্চারণ না করে, সর্বজনীনভাবে 'মানুষ' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। কারণ তাঁর আদর্শ ছিল 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। মানবপ্রেমই বড় ধর্ম। অথচ কিছু মানুষ নামের অমানুষেরা নবীজিকে অমানবিক, সন্ত্রাসী, খুনি হিসেবে উপস্থাপন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, মুহাম্মদ (সা.) জীবনে অনেক যুদ্ধ পরিচালিত করেছেন। তবে তা সাম্রাজ্য বিস্তার বা কোনো ধন-সম্পদ অর্জনের লোভে নয়। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে যখন এ পৃথিবী, পাশবিক শক্তি যখন সত্য, সুন্দর ও পবিত্রতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন সেই জাহেলিয়াতকে দূর করতে এবং সত্য-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিলেন। বর্বর আরবদের সভ্য করতে এ যুদ্ধগুলোর খুবই প্রয়োজন ছিল।

নতুবা ওদের পশুত্ব মনন আজীবনই নিকৃষ্ট থেকে যেত। হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তি, কাফেলা লুট, নারী নির্যাতনসহ সব ধরনের অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও তিনি অমুসলিমদের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, ইতিহাসে তা বিরল।

যুদ্ধের ময়দানেও তিনি অমুসলিমদের সম্মান দেখাতেন

মুহাম্মদ (সা.) জীবদ্দশায় ২৭টির মতো বড় যুদ্ধ ও ৬০টির মতো ছোটখাটো যুদ্ধ পরিচালনা করার পরও কাউকে নিজ হাতে কতল করেননি। মূলত তিনি ছিলেন অহিংসুক মতাদর্শের। তাই যুদ্ধের ময়দানেও অমুসলিমদের মধ্যে যারা নিরপরাধ ও ধর্মীয়বোধ সম্পন্ন, তাদের সম্মানে নিজ সৈনিকদের নির্দেশ দিতেন, 'শিশু, বৃদ্ধ, নারী, ধর্মীয়দের এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে যেন মুসলিম বাহিনী কোনো অস্ত্র না ধরে'। একইভাবে অমুসলিমদের প্রার্থনালয় ও সম্পদ যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারেও ছিল কঠোর নির্দেশ তাঁর।

যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে নবীজির মানবিক আচরণ

নবীজির সমরনীতিতে অনর্থক রক্তক্ষয়ের উন্মাদনা ছিল না বলেই অল্প লোকক্ষয় ও সীমিত সময়ে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হতেন। যুদ্ধে যেসব অমুসলিম নিহত হতো, তাদের লাশ যেন বিকলাঙ্গ না করা হয়, সে ব্যাপারে নবীজি ছিলেন সদা তৎপর। আর যারা বন্দি হতো, তাদের সঙ্গেও করতেন কোমল ও সম্মানপূর্বক আচরণ। নবম হিজরিতে আরবের বনু তাঈ গোত্রের সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হলে তাঈ গোত্র পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায়। কিছুসংখ্যক লোক বন্দি হয়। বন্দিদের মধ্যে পৃথিবী খ্যাতদাতা হাতেম তাঈয়ের মেয়েও ছিলেন। নবীজি তাকে ডেকে বললেন, 'হে তাঈ কন্যা! তোমার বাবা ছিলেন ইমানদারের চরিত্রে উদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দাতা চরিত্রের মানুষ। যাও, তার খাতিরে তোমাকে মাফ করে দিলাম।' তাঈকন্যা তখন নবীজিকে অনুরোধ করেন, তার সঙ্গে যেন তার গোত্রের সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। নবীজি তাঈকন্যার সম্মান প্রদর্শনে সবাইকে মাফ করে দেন। এমনকি পথের খরচটুকুও দিয়ে দেন।

যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ মওকুফ করতেন শিক্ষকতার বিনিময়ে

অমুসলিমরা যেখানে মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করত, সেখানে নবীজি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিয়ে দিতেন সামান্য মুক্তিপণের বিনিময়ে। আর যারা এ সামান্য মুক্তিপণ দিতে পারতেন না, তাদের নিয়োগ দিতেন ভাষা শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে। বদর যুদ্ধে যেসব অমুসলিম বন্দি হয়ে মুক্তিপণ দিতে পারেননি, তাদের এ শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন যে, তারা প্রত্যেকে দশজন মুসলমানকে আরবি ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাবেন। যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে যেন কোনো অমানবিক আচরণ না ঘটে, সে দিকে খেয়াল রাখার জন্য নবীজি সাহাবাদের কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'যে মুসলিম তার বন্দির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমদ : ৩২)।

যুদ্ধের ময়দানেও নবীজি অমুসলিমদের জন্য দোয়া করতেন

নবীজিকে হত্যা করার জন্য অমুসলিমরা কত ষড়যন্ত্রই না করেছিল। লেলিয়ে দিয়েছিল দুষ্ট বালকদের। যার পবিত্র শরীরে মশা-মাছি বসাকে হারাম করা হয়েছে, সেই নবীজির রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তায়েফের জমিন। উহুদের ময়দানে হারাতে হয়েছে পবিত্র দাঁত। তারপরও তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করেননি।

বরং সাহাবারা যখন রাসূল (সা.)-এর কাছে আবেদন জানাতেন, 'হে আল্লাহহর রাসূল! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহহর কাছে দোয়া করুন।' তখন নবীজি রক্তাক্ত চেহারা মুছতে মুছতে বললেন, 'আমি অভিশাপ দেয়ার জন্য আসিনি, বরং আমি এসেছি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।' এরপর তিনি দোয়া করতেন, 'হে আমার মালিক! আমার লোকদের ক্ষমা করুন। তারা জানে না যে, তারা কী করছে।' (মুসলিম : ২৫৯৯, ইবনে হিব্বান : ৯৮৫)।

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় নবীজির নির্দেশ

চিনের উইঘুর, ফিলিস্তিন, ভারতসহ প্রায় দেশেই সংখ্যালঘু মুসলমানরা নির্যাতিত। একইভাবে আমাদের দেশেও ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে কিছু নামধারি মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধদের ওপর চড়াও হয়। অথচ নবীজি এসব গর্হিত কাজ না করার জন্য কঠোর হুশিয়ারি করে বলেছেন, 'যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম নাগরিকের ওপর নীপিড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিজিয়া) চাপিয়ে দেয়, অথবা তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষালম্বন করব।' (মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার : ৫৭৫০)।

যারা নবীজির আদেশকে অমান্য করে এসব গর্হিত কাজ করে, ইসলাম তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাদের জন্য জান্নাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। নবীজি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি : ৩১৬৬)।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠায় নবী মুহাম্মদ (সা)

ধর্মের নামে পৃথিবীতে এই যে এত কুন্দল, মারামারি, হানাহানি। এ সবের কিছুই হতো না, যদি নবীজির আদর্শকে গ্রহণ করা হতো। যেমন গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সাহাবারা। তাদের সময়ে পৃথিবী হয়ে উঠেছিল বেহেশতের বাগান। তখন ধর্মের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নমাত্র ছিল না। হবেই বা কেমন করে?

নবীজি তো স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'যারা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, যারা সাম্প্রদায়িকতার জন্য যুদ্ধ করে এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তারা আমাদের সমাজভুক্ত নয়।' (আবু দাউদ : ৫১২৩)।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্নদ্রষ্টা নবী মুহাম্মদ (সা.) আজীবন যে মানবপ্রেমের দীক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যেই লুকায়িত জীবনের সফলতা। তিনি আধ্যাত্মচেতনা আর প্রেমের মাধুর্যে যে বাগান সাজিয়েছিলেন, সেই বাগান আজ অন্যদের দখলে। সে জন্যই পৃথিবী অসুস্থ। নবীজির আদর্শকে গ্রহণ করলেই পৃথিবী ফিরে পাবে তার হারানো সুদিন। শাশ্বত প্রেমের অমিয় ধারায় হয়ে উঠবে বেহেশতের বাগান।

নবীজির সমরনীতিতে অনর্থক রক্তক্ষয়ের উন্মাদনা ছিল না বলেই অল্প লোকক্ষয় ও সীমিত সময়ে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হতেন। যুদ্ধে যেসব অমুসলিম নিহত হতো, তাদের লাশ যেন বিকলাঙ্গ না করা হয়, সে ব্যাপারে নবীজি ছিলেন সদা তৎপর

কেমন ছিল নবিজির দাম্পত্য জীবন

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

প্রিয় নবি (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।' (সূরা নিসা, ৪ : ১৯)। স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) হলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের চাইতে উত্তম...।' (সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫)।

স্ত্রীদের তিনি প্রেম-ভালোবাস ও মমতার আচরণে আগলে রাখতেন। তাদের সঙ্গে সুন্দর আচার-ব্যবহার ছিল তার পারিবারিক জীবনের অন্যতম ভূষণ। স্ত্রীদের থেকে প্রাপ্ত অসংলগ্ন ও অসংগতিপূর্ণ আচরণগুলোতে তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন। তাদের ছোটখাটো ভুলগুলোকেও তিনি এড়িয়ে যেতেন। দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ বলতে যা আমরা বুঝি তার সবই ছিল রাসূল (সা.)-এর পরিবারে। নিম্নে তার দাম্পত্য জীবনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-

স্ত্রীদের সঙ্গে সময় কাটান

একান্ত সময় কাটান স্ত্রীদের খুবই উপভোগ্য বিষয়। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, 'এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন তিনি আমাদের সবার কাছে আসতেন না। সব স্ত্রীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হতেন। তবে সহবাস করতেন না। অতঃপর যার কাছে রাতযাপনের পালা হতো, তিনি সেখানে রাতযাপন করতেন।' (আবু দাউদ : ২১৩৫)। স্বামীকে অবশ্যই একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে স্ত্রীর জন্য। প্রতিদিন সকালে রাসূল (সা.) একে একে সবকজন স্ত্রীর কাছে যেতেন। তাদের সালাম করতেন। তাদের জন্য দোয়া করতেন। এরপর যেদিন যার পালা হতো তার কাছেই চলে যেতেন।

অন্য এক হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেন, 'আসরের পর রাসূল (সা.) স্ত্রীদের কাছে আসতেন। সবার সঙ্গে দেখা করতেন। এরপর একজনের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতেন।' (বুখারি : ৫২১৬)।

অগাধ ভালোবাসা

স্ত্রীদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর আচরণ ছিল সীমাহীন ভালোবাসাপূর্ণ। স্ত্রীর জীবদ্দশায় যেমন তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন তেমনি তার মৃত্যুর পর তার প্রতি মনের ভালোবাসা বজায় রাখতেন। খাদিজা (রা.) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।' (মুসলিম : ২৪৩৫)। আলোচনা এলেই রাসূল (সা.) তার প্রশংসা করতেন। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

আয়েশা (রা.)কে তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তার এ অনুরাগের কথা তিনি গোপন রাখতেন না। আমর বিন আস (রা.) একবার রাসূল (সা.)কে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, 'আয়েশা।' আমর (রা.) এরপর জানতে চাইলেন, পুরুষদের মধ্যে কে? রাসূল উত্তর দিলেন, 'আয়েশার বাবা।' (সহিহ বুখারি : ৩৬৬২)।

পানাহার

পানপাত্রের যে অংশে মুখ লাগিয়ে আয়েশা (রা.) পানি পান করতেন ঠিই সেই একই অংশে মুখ লাগিয়ে বিশ্বনবি (সা.) পানি পান করতেন। তার পান করা অবশিষ্ট পানিও তিনি পান করতেন। যদিও তিনি ওই সময় ঋতুবতী অবস্থায় ছিলেন। শুধু তাই নয়, আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) তাঁকে গোশতযুক্ত হাড় খেয়ে দিতেন। বিশ্বনবি (সা.) ঠিক সেই একই জায়গায় মুখ লাগিয়ে গোশত খেতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) খেয়েছেন।

ঘুম

আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকলেও নবিজি (সা.) আমার কোলে ঠেস দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।' (বুখারি : ৩৬৭২)। একবার এক সফরে আয়েশা (রা.)-এর হার হারিয়ে গেল। ফলে কাফেলাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থামতে হলো, যেখানে পানি ছিল না। তখন আবু বকর (রা.) মেয়েকে তিরস্কার করে বললেন, তোমার কারণে পুরো কাফেলা কষ্টে পড়ে গেল। এ সময় তাকে তিরস্কার স্বরূপ আবু বকর (রা.) আঙুল দিয়ে কোমরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। আয়েশা (রা.) বলেন, তখন আমার উরুর ওপর রাসূল (সা.) মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। রাসূল (সা.) আমার কোলে ঘুমিয়ে থাকার কারণে আমি একটুও নড়িনি।' (বুখারি : ৪৬০৭)।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৬.১২.২৪ শুক্রবার	6:17	7:39	01:00	2:10	4:06	7:30
০৭.১২.২৪ শনিবার	6:18	7:40	12:45	2:09	4:05	7:30
০৮.১২.২৪ রবিবার	6:20	7:42	12:45	2:09	4:05	7:30
০৯.১২.২৪ সোমবার	6:21	7:43	12:45	2:08	4:04	7:30
১০.১২.২৪ মঙ্গলবার	6:22	7:44	12:45	2:08	4:03	7:30
১১.১২.২৪ বুধবার	6:24	7:46	12:45	2:07	4:03	7:30
১২.১২.২৪ বৃহস্পতিবার	6:25	7:47	12:45	2:07	4:02	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

শচীনকে ছাড়িয়ে রুটের বিশ্বরেকর্ড

পোস্ট ডেস্ক : ক্রাইস্টচার্চে ১২.৪ ওভারে ১০৪ রানের লক্ষ্য টপকে যায় ইংলিশরা। একশ'র বেশি রান তাড়ায় সবচেয়ে কম ওভারে টেস্ট জয়ের রেকর্ড এটি। ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন জো রুট। এই অল্প রানেই চতুর্থ ইনিংসের সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডে কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে দেন রুট। টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ১৬২৫ রান নিয়ে এতদিন শীর্ষে ছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শনিবার এই রেকর্ড হাতছাড়া হয় শচীনের। ক্যারিয়ারের ১৫০তম টেস্ট খেলতে নেমে শচীনের এই রেকর্ড নিজের করে নেন রুট। তাকে ছাড়িয়ে ইংলিশ এই ব্যাটারের রান এখন ১৬৩০। টেস্টের শেষ ইনিংসের দুটি শতক ও আটটি অর্ধশতক হাঁকানোর কৃতিত্বও রুটের। এদিন তিনি পেছনে ফেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ এবং নিজের সাবেক সতীর্থ অ্যালিস্টার কুককেও। চতুর্থ ইনিংসে স্মিথ এবং কুক দুজনেরই রান ১৬১১। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিবনারায়ণ চন্দরপল ১৫৮০ রান নিয়ে দুজনের পরে অবস্থান করছেন। ক্রাইস্টচার্চে মাইলফলক ছোঁয়ার টেস্টের শুরুটা ভালো ছিল না রুটের। প্রথম ইনিংসে কিউইদের অভিষিক্ত পেসার নাথান স্মিথের বলে আউট হন কোনও রান না করেই। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্রিজে নেমে শুধু দলকে জয়ই এনে দেননি, শচীনের দীর্ঘদিনের রেকর্ডটাও করেছেন নিজের নামে। তাও লিটল মাস্টারের থেকে রুট দ্রুতই গড়েছেন এই রেকর্ড। চতুর্থ ইনিংসে ১৬২৫ রান করতে শচীনের লেগেছে ৬০টি ইনিংস। অন্যদিকে ১১ ইনিংস কম খেলে ৪৯ ইনিংসে রুট করলেন ১৬৩০ রান।

এই দুঃসময়ে শিরোপা নিয়ে ভাবতেই চান না গুয়ার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক: কোনো কিছুতেই যেন ভাগ্য বদলাতে পারছে না ম্যানচেস্টার সিটি। একের পর এক ম্যাচে হেরে চলেছে তারা। প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে পিছিয়ে পড়েছে অনেক দূর। কঠিন এই সময়ে অবশ্য লিগ শিরোপা নিয়ে ভাবতেই চান না পেপ গুয়ার্দিওলা। সিটি কোচের এখন একটাই লক্ষ্য, দলকে কক্ষপথে ফেরানো।

প্রিমিয়ার লিগের সবশেষ সাত আসরে ছয়বারই শিরোপা ঘরে তুলেছে সিটি। গত চার মৌসুমের তো টানা চ্যাম্পিয়ন তারাই। এবারও শুরুটা ভালোই হয়েছিল দলটির। কিন্তু হুট করে পথ হারিয়ে ফেলে তারা।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ৭ ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি সিটি। লিভারপুলের মাঠে গত রোববার ২-০ গোলে হারে তারা। যা ছিল লিগে তাদের টানা চতুর্থ পরাজয়।

ওই হারে পয়েন্ট টেবিলে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে সিটি। ১৩ রাউন্ড শেষে তাদের পয়েন্ট ২৩। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে পিছিয়ে আছে ১১ পয়েন্টে। দুই ও তিনে থাকা আর্সেনাল ও চেলসির সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান দুই।

কঠিন এই পরিস্থিতিতে মৌসুম শেষে শিরোপা উঁচিয়ে ধরার স্বপ্ন দেখতে

নারাজ গুয়ার্দিওলা। লিগ ম্যাচে বুধবার নটিংহ্যাম ফরেস্টের মুখোমুখি হবে সিটি। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে দলটির কোচ বললেন, আপাতত শীর্ষ চারে ফেরার লক্ষ্য তাদের।

"অতীতে কি ফলাফল পেয়েছি, সেটা ভেবে পড়ে থাকতে পারি না। বড় লক্ষ্য (শিরোপা) নিয়ে চিন্তা করা এখন আমাদের জন্য বড় ভুল হবে। যারা আমাদের কাছাকাছি (পয়েন্ট টেবিলে) আছে তাদের হারানোর চেষ্টা করতেই হবে, শীর্ষ চারের আশেপাশে থাকতে হবে আমরা ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব কারণ এটাই করার চেষ্টা করতে হবে।"

"আমরা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দল থেকে খুব বেশি দূরে নেই। তবে খেলার ধরন, বক্সে কতটা ধারাবাহিক, এসব ভবিষ্যতে কী হতে পারে সে সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেয়।"

দলের কঠিন এই সময়ে সমর্থকদের পাশে চেয়েছেন গুয়ার্দিওলা। তার বিশ্বাস, সমর্থন যুগিয়ে সিটিকে পথে ফিরতে সাহায্য করবেন দলটির ভক্তরা।

"তাদেরকে (সমর্থক) আমাদের প্রয়োজন, কারণ পরিস্থিতিটাই এমন। তারা সবসময়ই আমাদের পাশে ছিল এবং এবং এখনও সেই (আমাদের ওপর বিশ্বাস) অনুভূতি আছে।"

"তারা জানে, এই ছেলেরা গত এক দশকে কী করেছে। আমরা একসঙ্গে অনেক ভালো মুহূর্ত কাটিয়েছি এবং জানি আমাদের এখন অবশ্যই তাদের সমর্থন দরকার। আমরা সবাই, বিশেষ করে খেলোয়াড়রা তো মানুষ এবং (দুর্দশা থেকে বেরুনোর) গতিপথ পরিবর্তনের জন্য সবকিছু দিতে প্রস্তুত।"

গিনিতে ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে শতাধিক নিহত

পোস্ট ডেস্ক : ফুটবল, যেই খেলাটি গোটা বিশ্বকে এক সুতোয় গাথার কথা। বিশ্বজুড়ে সম্প্রতি ও শান্তির বার্তা ছড়ানোর কথা। সেই খেলাকে কেন্দ্র করেই এবার ঘটে গেল মর্মান্তিক এক ঘটনা। রোববার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনির দ্বিতীয় বৃত্ততম শহর এন'জেরকোরে এক ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১০০ জনের বেশি নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

গণহত্যার দৃশ্য বর্ণনা করে হাসপাতাল সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, হাসপাতালের যতদূর চোখ যায় সারিবদ্ধভাবে মৃতদেহ পড়ে আছে। অন্যরা হলওয়েতে মেঝেতে পড়ে আছে। মর্গ পূর্ণ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ডাক্তার এসব কথা বলেছেন। কারণ তিনি মিডিয়ার সাথে কথা বলার অনুমতি পাননি।

তিনি বলেন, স্থানীয় হাসপাতাল ও মর্গে মৃতদেহ ভরে গেছে। এখানে প্রায় ১০০ জন মৃত। অন্য একজন ডাক্তার বলেছেন, কয়েকজন মৃত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিওগুলিতেও দেখা গেছে, ম্যাচের বাইরে রাস্তায় বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। মাটিতে অসংখ্য লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা এন'জেরকোর থানায় ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী এএফপিকে বলেন, 'রেফারির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সংঘর্ষের শুরু হয়। তারপর সমর্থকরা মাঠে নেমে আক্রমণ শুরু করে। তিনি অবশ্য নিরাপত্তার কারণে তার নাম গোপন রাখার অনুরোধ করে।

স্থানীয় মিডিয়া বলেছে যে ম্যাচটি গিনির জান্তা নেতা, মামাদি দোমবুয়ার সম্মানে আয়োজিত একটি টুর্নামেন্টের অংশ ছিল, যিনি ২০২১ সালের একটি অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

নীরব দর্শক আইসিসি

পোস্ট ডেস্ক : ধারাবাহিক নাটক চলছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন নিয়ে। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বেশ পুরোনো। যার কারণে পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হলে সেখানে খেলতে যাবে না ভারত। সেটা আগেই আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই।

যার কারণে এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছে বিসিসিআই। তাতে মত আছে আইসিসির। তবে এককভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে অনড় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেটা না হলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণ করবে না পাকিস্তান।

সে সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া সব টুর্নামেন্ট বয়কট করা হবে বলে পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

যার কারণে টুর্নামেন্টটি আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা সেই ধোঁয়াশা কাটাতে শুক্রবার দুবাইয়ে আইসিসির হেড অফিসে বিসিসিআই এবং পিসিবির কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে আইসিসির শীর্ষ কর্তারা। তবে তাতেও হয়নি কোনো সুরাহা। দুই পক্ষই নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অনড় অবস্থানে রয়েছে। যার কারণে মাত্র ১৫ মিনিটে শেষ হয় সভা।

অন্যদিকে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে 'মিনি ওয়ার্ল্ডকাপ' এই টুর্নামেন্টটি। পাকিস্তান ও ভারতের সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, দুই বোর্ডই নিজেদের সরকারের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

অবস্থান শক্ত করল লিভারপুল

পোস্ট ডেস্ক : পেপ গার্দিওলার কোচিং ক্যারিয়ারে এমন দুঃসময় আগে কখনো আসেনি। সব মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন তার দল ম্যানসিটি।

রোববার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচেও ঘুরে দাঁড়াতে পারল না বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। অ্যানফিল্ডে সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা রেসে আট পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে গেছে লিভারপুল। ১৩ ম্যাচ শেষে দলটির পয়েন্ট এখন ৩৪।

কোডি গাকপো ও মোহামেদ সালাহর গোলে লিগে টানা চতুর্থ হারে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে নেমে গেছে সিটি। দলটির পয়েন্ট এখন ২৩।

প্রিমিয়ার লিগের অপর ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চেলসি উঠে এসেছে তিনে। অপর ম্যাচে রাশফোর্ড ও জির্কজির জোড়া গোলে এভারটনের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিতেছে ৪-০ ব্যবধানে। এদিকে লা লিগায় বেলিংহাম ও এমবাপ্পের গোলে হেতাফেকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

আর কতবার পাল্টাবে ইতিহাস? আর কত ক্ষতবিক্ষত হবে বাংলার ভূখন্ড?

মো: রেজাউল করিম মৃধা

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ ।গর্বে আমাদের বুকটা ভরে যায় ।৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের লাল সবুজের পতাকা এবং আমাদের নিজস্ব মানচিত্র এক খন্ড বাংলাদেশ। সকল বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মহান দিবস বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। আর এ অর্জন একদিনে সম্ভব হয়নি। এর জন্য বাঙালি জাতির ছিল সুদীর্ঘ তপস্যা, সাধনা, চেস্টা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং মুক্তিযাদ্ধ দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা পাকিস্তানীদেরকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করি।

মহান বিজয় দিবসে আশা নিরাশার মাঝে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি অনেক। অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়েছে অনেক দূর। যেখানে বাংলাদেশকে বলা হতো "তলা বিহীন ঝুড়ি" আজ সেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ। অর্থনীতিতে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে।

গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এক সাফল্যের স্বারক, প্রবাসীরা হচ্ছে অর্থনীতি চাকা স্বচল রাখার অন্যতম শক্তি। ডিজিটাল পাওয়ার আমাদের এগিয়ে নিয়েছে অনেক খানি পথ। ৬শত হাজার আইটি ফ্রি ল্যান্স বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ এক অনন্য সাফল্য ।রাস্তা ঘাটের ব্যাপক উন্নতি এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমল পরিবর্তন বাংলাদেশ আজ মহান উচ্চতায় উঠেছে। স্বাধীনতা পর আমাদের দেশ অনেক দুর এগিয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা তারমধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ মূলত গ্রামভিত্তিক দেশ। এ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাও তাই উন্নত দেশের মতো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য সাফল্যের সঙ্গে বর্তমান সরকার আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। কী গ্রাম, কী শহর, দেশের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখি, আমাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বিশেষ করে, যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ স্থাপনে যে কী কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তা সবার জানা।

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনেক সফলতা এনেছে ।তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখন আর পিছিয়ে নেই। শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্বের। এক সময় বাংলাদেশ নামটির সঙ্গে যেভাবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পড়েছিল, তা বর্তমানে আর নেই বললেই চলে।

তবে এখনো রয়েছে অনেক ব্যার্থতা ।রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আমাদের ভবিষ্যত কে এক চ্যালেন্জের মুখে ঠেঁলে দিচ্ছে। বিচার বিভাগ থেকে জনগনের আস্থা ও বিশ্বাস উঠে গেছে । ঘুষ দূর্নীতি এখন নিয়মে পরিনত হয়েছে ।মানবাধিকার নেই বললেই চলে। কত টুকু বাঁক স্বাধীনতা আছে সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

তারপরও সকল বাঁধা পেরিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যতটা উন্নত হয়েছে তারচেয়েও আরো উন্নত হতে পারতো। সরকার থেকে শুরু করে আমাদের সবাইকে এক সাথে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

বারবার ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে আমাদের ইতিহাস। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং যে দল যখন ক্ষমতায় এসেছে তাদের সুবিধা মত ইতিহাস রচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

গত ৫ই আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের আর এক অধ্যায় সৃস্টি হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও গনউদ্ভুদ্খানের মাঝে শেখ হাসিনার সরকার পদতাগ করে পালিয়ে গেছেন ভারতে। গঠিত হয়েছে অন্তরবর্তীকালীন সরকার এই আন্দোলনে ও দেশ স্বাধীন করার জন্য যে। সব বীর মুক্তিযাদ্ধারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। তাদের রক্তের ঋন আমরা কি শোধ করতে পেরেছি?

যে সব মা বোন দের ইজ্জতের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা তাদের জন্য কি করতে পারছি? দেশের জন্য যারা অকাতরে আত্নহুতি দিয়েছেন ।সেইসব মহান ব্যাক্তিদের চাওয়া একটি সুন্দর সম্বৃদ্ধ সুখী সুন্দর সজলা সুফলা স্বাধীন বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক কারনে শুধু কাঁদা ছুঁড়াছুড়ি না করে সত্যকে স্বীকার করি। যার যেখানে অবস্থান, কাদের কাজের পূর্ন স্বীকৃতি দিয়ে দেশ সেবায় এগিয়ে আসি ।অবশ্য রাজনৈতিক দলের বাইরে কিছু সামাজিক সংগঠন তাদের বক্তিতায় সাহস দুই নেতাকে স্বীকার করে বক্তিতা দেওয়ায় কিছুটা হলেও সত্য বেড়িয়ে আসছে ।সত্য বলাতে শত্রুরা হয়তো তেরে আসবে তবে সত্যের কাছে অবশ্যই হেরে যাবে।

এখন পাঠ্যপুস্তকে নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০২৫ সালের পাঠ্যবইয়ে যোগ হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের গল্প। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে ফিরছেন জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধু পরিবারের যেসব অতিরঞ্জিত ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হয়েছিল, তা বাদ যাচ্ছে।

এমনকি তাকে নিয়ে রচিত কবিতাও বাদ যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির পিতা' ও 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে যে উপাধি দেওয়া হতো তা বাদ যাচ্ছে। তবে তিনি যখন থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধি পেয়েছিলেন তখন থেকে সেই উপাধি থেকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে মওলানা ভাসানী ও জাতীয় চার নেতার অবদান পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে।

সেইখানে ইচ্ছেমত লেখা হচ্ছে ।যারা এখন এই সব যুক্তি দিচ্ছে? তাদের সন্মানের সাথে শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। সঠিক ইতিহাস লিখুন। ইতিহাস যুক্তি দিয়ে হয় না। সৃস্টি থেকেই ইতিহাস ।পিতা পিতাই থাকেন। কে স্বীকার করলো কি করলো না। অতে পিতার কিছুই যায় আসে না ।জাতীর পিতা বংগবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। আজ হোক কাল হোক আপনাকে স্বীকার কতেই হবে।

আমরা চাই মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত যার যে অবস্থান তাকে সেই ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ।সঠিক মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। সঠিক ইতিহান না লেখার করনে অনেকেই ইতিহাসের আস্তাকূড়ে চলে গেছে। ইতিহাস শুধু স্বাক্ষী হয়ে আছে। ইতিহাস থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহন করতে হবে।

মহান বিজয় দিবসে জাতির জনক বংবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএজি উসমানী, আবদুল হামিদ খান ভাষানী,স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, জাতীয় চার নেতা, হোসেন শহীদ সরোয়ারদী, একে ফজলুল হক সহ ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং ৫ই আগস্ট যারা জীবন দিয়েছেন সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

নির্দলীয় সরকারই যথাযত বিচার সম্পন্ন করতে পারবে

গত পাঁচ আগষ্ট বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হয়েছে। নতুন সরকার আট আগষ্ট ক্ষমতা নিয়েছে। বিগত ষোল বছর ক্ষমতায় ছিল গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদী সরকার। ক্ষমতায় বসেই বিরোধী দল নিশ্চহ্ন করতে প্রক্রিয়া শুরু করে এ ফ্যাসিস্ট সরকার। হত্যা, খুন, গুম, ও মিথ্যা মামলায় জেলে দেওয়া হয়েছে সরাসরি সরকারি মদদে। পালিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী হাসিনাই ছিলেন এ সকল অপকর্মের মূল হোতা। জুলাই আগস্টের ছাত্র জনতার বিপ্লবে প্রায় ষোলশত ছাত্র-জনতা খুন হয়েছে আর আহত হয়েছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছে আরো দুই হাজারের অধিক। পিলখানায় সামরিক অফিসার হত্যা,শাপলা চত্বরে আলেম-ওলামা হত্যা ও সর্বশেষ জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতা হত্যা এই তিনটি গণহত্যা চালানো হয়েছিল শুধুমাত্র ফ্যাসিস্ট খুনী হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য।

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকদের কোন বাক স্বাধীনতা যেমন ছিল না তেমনি ছিল না ভোট দানের অধিকার। পুলিশ বাহিনীকে দলীয় কর্মী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সর্বশেষে ছাত্ররা তাদের কোটা বিরোধী আন্দোলনে সারাদেশের ছাত্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারায় ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সফলতা লাভ করে।

যারা নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর বারবার গণহত্যা চালিয়েছে এদের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এরা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারবে না এ দাবী সর্বমহলের। ইতিমধ্যে এদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে মূল দল আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। তিন মাস হল নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে গত ষোল বছরের ফ্যাসিস্ট এর সহযোগীরা এখনো বিভিন্ন পর্যায়ে বসে আছে। তাই এদের সরাতে এবং রাষ্ট্রকে সঠিক সংস্কার করতে সরকারকে সময় দিতে হবে। তাই সংস্কার এবং ফ্যাসিস্টদের বিচার দুটাই সমান্তরাল চালাতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসররা বসে নেই তারা ভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার ব্যানারে

বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই রাস্তায় অবরোধ সহ বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত আছে। সর্বশেষ গত মংগলবার উগ্রবাদী সংগঠন ইস্কন-নেতা চিন্ময়ের রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় আটক ও তার জামিন নামঞ্জুর হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলিফকে চট্টগ্রাম কোর্ট প্রাংগনে হত্যা করা ফ্যাসিবাদের ধারাবাহিক কান্ডেরই বহিঃপ্রকাশ। সরকারকে এসব কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। তাই সরকারকে যারা সমর্থন করেন তাদের সকলের উচিত এই মুহূর্তে সরকারের সহযোগিতা করা ।বিগত ষোল বছর যেসব অপকর্ম হয়েছে সেসবের বিচার কার্য সম্পন্ন করাই এখন অগ্রাধিকার কাজ। আর বিচার কাজ না করে নির্বাচন হলে এবং নির্বাচিতরা বিচার করলে সে বিচার হবে পক্ষপাতমূলক। অনেক বড় বড় দাগী আসামীরাও পার পেয়ে যাবে দল বদলের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদী অনেক নেতাই বর্তমান ফ্যাসিবাদ বিরোধী বড় বড় দলে যোগদানের খবর চাউর হয়েছে। তড়িগড়ি করে যদি নির্বাচন দেয়া হয় তাহলে আবার দেশে বিশৃংখলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ষোল বছরের জঞ্জাল ষোল মাসেও নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়, তাই বিএনপি জামায়াত সহ যে সব দল বর্তমানে এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন তাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে, এই সরকারের সকল কাজের সহযোগিতা করতে হবে আর বিগত সরকারের যারা গ্রেফতার হয়েছেন বা যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের মামলা অতি দ্রুত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে ।দোষী ও দাগি সন্ত্রাসীদের বাহিরে রেখে নির্বাচন হলে এবং নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তারা এই ফ্যাসিবাদীদের দোসরদের বিচার করতে পারবে বলে জনমনে যথেষ্ট শংকা রয়ে গেছে। সমস্যা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ নয়, হাসিনার পিছনে ছিল ভারতীয় মদদ। ভারতের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। পলাতক হাসিনা, তিনি আবার ভারতেই আশ্রয় নিয়েছেন এখন ভারত থেকেই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। ইস্কন এই উগ্র ভারতীয় সংগঠন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে মসজিদের জায়গাকে পূর্বে মন্দির ছিল এমন কথাও উত্থাপন করছে এই উগ্রবাদীরা। ভারত শুধু বাংলাদেশের নয় বাকি প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথেও তার বৈরি সম্পর্ক তা কারো অজানা নয়। প্রতিবেশী সব দেশের সাথেই রয়েছে ভারতের বিমতাসুলভ আচরণ। তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার পর্যবেক্ষণের এবং ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার। বিপ্লব এখনো শেষ হয়ে যায়নি এখনো অনেক ত্যাগ ও তীতিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দলীয় সরকারের চাইতে নির্দলীয় এই ধরনের সরকার জনগণের কাছে আরো অনেক বেশি প্রিয় পর্যবেক্ষণ তাই বলে। ভারতের আগ্রাসন বিরোধী চেতনাই বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের চেতনা। এই সরকারের কাজ শুধু নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা দেয়া নয়। অবৈধ মন্ত্রীরা পালিয়েছে তাদের অবৈধ নিয়োগকৃত সকল স্তরের আমলারা বহাল আছে। এসব লোক স্বস্থানে রেখে যারাই দেশ চালাতে আসবে তারা এক বছর দেশ চালাতে পারবে এমনটা দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে পারছেনা ।এদের সরাতে চার/পাঁচ বছর সময়তো লাগবেই। দ্রুত নির্বাচন বুমেরাং হবে এটা রাজনৈতিক দলগুলো না বুঝলেও সাধারণ মানুষ খুব ভালভাবেই বুঝতেছে। এসত্য যাচাই করতে "দলীয় সরকার বনাম নির্দলীয় সরকার" গণভোট হলেও মানুষ এই মুহূর্তে নির্দলীয় সরকারের পক্ষেই জনমত দেবে।

লিখেছেন : অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুর রব।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Minister announces revision to eVisa rollout timetable

Post Desk: Seema Malhotra, the Minister for Migration and Citizenship, has today issued a detailed written statement to the House of Commons regarding the latest developments in the rollout of eVisas and the transition away from Biometric Residence Permits (BRPs).

The Government will no longer proceed with the full implementation of eVisas from 1 January 2025, as originally planned, due to concerns that a cliff-edge deadline could create another Windrush-style scandal.

Malhotra stated: "We remain concerned that some of the risks of the roll out, particularly to those making the transition from BRPs and legacy documents, were not clearly identified and managed under the previous administration and have been consulting stakeholders on other issues raised by them, along with the wider concern that this change could lead to another Windrush."

The validity of expiring BRPs and Biometric Residence Cards (BRCs) will now be extended until at least 31 March 2025, with this date subject to ongoing review. It means that BRPs and BRCs that expire on or after 31 December 2024 will be accepted as valid evidence of permission to travel.

While the Minister highlighted that over 3.1 million people have successfully transitioned to eVisas, she noted that there have been problems for a small number of people.

Despite today's announcement, the Government continues to encourage all visa holders to transition to an eVisa before the end of this year.

Statement

The Home Office is developing a border and immigration system that is more digital and streamlined. eVisas - which over 6 million people have been successfully using for several years - are a key part of this transformation and will enhance people's experience and increase the immigration system's security and efficiency. We understand that the move away from physical documents represents a change and that this will be a significant adjustment for many. For this reason, eVisas have, and continue to be, rolled out incrementally and with support available to help customers use the eVisa and online services. The majority of BRP cards are due to expire on 31st December 2024 and customers are being supported to move to eVisas. We welcome feedback on how we can improve our services and continue to support customers through the roll out.

Benefits of eVisas

It is important to recognise that there are significant benefits from eVisas. Creating a UK Visas and Immigration (UKVI) account is free, straightforward and does not change or remove a customer's underlying immigration status. For example, if someone has leave to remain until September 2025 but their Biometric Residence Card (BRP) expires on 31 December 2024, their leave until September 2025 is unaffected. eVisas are secure and cannot be lost, stolen or tampered with, unlike a physical document. They can be accessed anywhere and in real time.

Using their UKVI account, customers can share relevant information about their status securely with third parties, such as employers, landlords, travel operators or private service providers. Customers will also benefit from automated access that government departments and partners, including the Department for Work & Pensions, the NHS, Border Force and carriers will securely have to their immigration status, streamlining processes and access to key services.

An eVisa is like an electronic version of a BRP and is used to view and prove status for example to work or to rent a home. The eVisa is created by the Home Office for each customer to reflect their accurate immigration status, in line with their physical document. The eVisa is then accessed by the customer setting up a UKVI account with their own log-in – a process which has been shown to be very straightforward in the vast majority of cases.

New statistics we are publishing today have shown that over 3.1 million people, mostly with BRPs, have successfully made the transition to eVisas from March to November this year. There are still a proportion of customers who have not yet signed up, and we would strongly encourage them to do so. We also encourage all parents or carers to create accounts for their children.

This account creation process has been more difficult for a small proportion of customers, for example where they have lost their BRP and have no other form of identity document. We have already made changes to improve the process for these customers, including creating UKVI accounts automatically for newly recognised refugees since 1st November. But we remain concerned that some of the risks of the roll out, particularly to those making the transition from BRPs and legacy documents, were not clearly identified and managed under the previous administration and have been consulting stakeholders on other issues raised by them, along with the wider concern that this change could lead to another Windrush.

For these reasons, we have been working intensively since the summer to understand the challenges being experienced, to listen and respond to the issues raised, and to adjust the roll out plans accordingly.

That is why today I am updating the House on changes we have made to the roll out to address some of the areas of concern, and on how we will continue to engage with stakeholders and communities through the transition.

Legacy document holders

We have streamlined the process for legacy document holders making the transition to eVisas. The updated No Time Limit (NTL) application process was further streamlined in October, building on enhancements delivered to the old version of the form in September, and addressing concerns about the evidential burden placed on applicants. This new form that went live at the end of October also creates a UKVI account as part of the process, removing the need for NTL customers to take the additional step to create their account and access their eVisa. Any customers who continue to have to use the old process because they have no valid ID document will have an account created manually for them by caseworkers. This is a big step forward in smoothing the journey for legacy document holders.

Those holders of legacy documents (such as passports containing ink stamps or a vignette sticker) will still be able to prove their rights as they do today, where their legacy documents currently permit them to do so, including for proving the right to rent or for travel to the UK. It should be noted that stamps in expired passports have not been acceptable to prove right to work since 2014. The position for legacy document holders does not change at the end of the year, but we encourage them to transition to eVisas by making a No Time Limit (NTL) application, to access the significant benefits that eVisas bring to customers. More information on this process is available at: https://www.gov.uk/guidance/online-immigration-status-evisa.

Working with carriers

The Home Office has developed technology to enable carriers to check immigration status automatically via systems checks. Over the course of the last 3 years, the Home Office has engaged extensively with carriers about the roll out of ETA and eVisas to travel, to ensure they are fully prepared for the coming changes. This engagement has included direct communications with carriers on an individual basis, regular carrier forums and direct training sessions for carrier staff. As we get closer to the end of the year, we have enhanced our engagement with airlines to ensure their understanding of eVisas and automated checking of status. We are training staff across the world on the options available to them to check immigration permissions, including use of direct digital checks, the online View and Prove service and the 24/7 carrier support hub which they can contact to confirm a passenger's immigration status where necessary.

We are committed to delivering an approach which enables people to demonstrate their status and access the services in the simplest and most secure way possible. We will continue engaging extensively with our stakeholders to ensure that there is a strong understanding of all changes to our border and legal migration system, and a clear messaging campaign to spread public awareness about our move to eVisas.

Bangladesh Ranked Among the World's Top Ten Fastest-Growing Economies

By Shofi Ahmed

We know the sky isn't always blue, but it's not always cloudy either. Bangladesh's economy is showing its sunny side. The rising star of South Asia, Bangladesh grabbed the ninth spot among the world's fastest-growing economies with a projected growth rate of approximately 6.0%, according to Statistics Times (an expert Data Analysis platform) But don't be deceived by this seemingly modest figure—Bangladesh has quietly emerged as an economic powerhouse, stitching its success story one thread at a time. Quite literally.

Home to over 170 million people, Bangladesh is one of the most densely populated nations on the planet. While such population density might seem like a logistical challenge, it has been the foundation of its flourishing manufacturing sector. Today, Bangladesh is a global leader in textiles and garments, second only to China in apparel exports. Chances are, those affordable shirts or jeans you're wearing proudly display a "Made in Bangladesh" label. The manufacturing sector contributes over 13.3% to the country's GDP, with the garment industry alone employing a staggering 4 million workers. This industry accounts for 80% of Bangladesh's exports, underscoring the critical role international trade plays in driving its economic progress. Of course, the path to prosperity hasn't been without its challenges. Inflation has been a persistent concern, exceeding 7% earlier this year. Yet, despite rising costs, the economic outlook remains overwhelmingly positive. Growth forecasts highlight expanding industries such as agriculture, pharmaceuticals, and information and communication technology (ICT).

A significant factor behind Bangladesh's success is its demographic dividend—a youthful and vibrant workforce that forms the backbone of its economy. Coupled with strategic government incentives and a steady influx of foreign investments, the country has fostered an environment ripe for robust business expansion.

Historical Growth and Current Projections

Bangladesh has a strong track record of economic growth and development, even in times of elevated global uncertainty. Since its independence in 1971, the country has witnessed robust economic growth and significant poverty reduction. From being one of the poorest nations at birth, Bangladesh reached lower-middle-income status in 2015 and is on track to graduate from the UN's Least Developed Countries (LDC) list in 2026. The country aims to become an upper-middle-income country by 2031 and a developed, prosperous nation by 2041[5].

However, current projections indicate a slight moderation in growth due to various challenges. According to the Asian Development Bank (ADB), Bangladesh's GDP expansion moderated to 5.8% in fiscal year 2023 (FY2023) from 7.1% in the previous year. The slowdown hit both industry and services, with growth in industry slowing to 8.4% from 9.9% in FY2022, reflecting reduced export demand and domestic shortages of electricity and fuel[1].

Demographic Dividend and Workforce

One of the key drivers behind Bangladesh's economic ascent is its demographic dividend. The country boasts a youthful and vibrant workforce, with over 60% of its population under the age of 30. This demographic advantage provides a significant labor force that is both skilled and eager to contribute to the country's growth. However, the job market for this youthful population is facing challenges. Despite the overall unemployment rate declining between 2016 and 2022, young people, especially urban educated youth and women, face significantly higher unemployment rates and limited job opportunities[4].

Manufacturing and Export Sector

Bangladesh's economic success is intricately linked to its thriving manufacturing sector, particularly in the textiles and garment industry. The country is now the second-largest exporter of apparel globally, after China. The garment industry alone employs approximately 4 million workers, contributing significantly to the country's GDP and export revenues. This sector accounts for over 80% of Bangladesh's exports, highlighting the critical role international trade plays in driving its economic progress[2].

Diversification and Other Sectors

While the garment industry is a cornerstone of Bangladesh's economy, the country is also making significant strides in other sectors. Agriculture, which employs nearly three-fifths of the workforce, continues to be a vital component of the economy. Efforts to enhance agricultural productivity, such as government support for farmers' use of subsidized harvesters and modern seeds, are expected to maintain the sector's trend growth of 3.2%[1].

The pharmaceuticals and information and communication technology (ICT) sectors are also showing promising growth. The pharmaceutical industry has a 12% average annual growth rate and meets 98% of the domestic demand for pharmaceuticals, making Bangladesh almost self-sufficient in medicine production[2].

Economic Resilience and Policy Reforms

Despite facing numerous challenges, including high inflation, balance of payments deficits, and financial sector vulnerabilities, Bangladesh's economic outlook remains positive. Inflation, driven by high food and energy prices, averaged 9.0% in FY2023 and reached 9.7% in June 2023. However, the government has taken proactive measures to contain it. The implementation of a crawling peg exchange rate system by the Bangladesh Bank is a step towards a market-driven exchange rate system, which has helped narrow the gap between formal and informal exchange rates[1][4].

The World Bank emphasizes the need for urgent and bold reforms to enhance economic and financial governance, improve the business environment, and address job creation challenges. These reforms include diversifying exports beyond the ready-made garment (RMG) sector, resolving financial sector vulnerabilities, making urbanization more sustainable, and strengthening public institutions, including fiscal reforms to generate more domestic revenue for development[3].

Foreign Investment and Remittances

Foreign investment has been a significant booster for Bangladesh's economy. The country has seen an increase in foreign direct investment (FDI) in various sectors, including manufacturing, energy, and infrastructure. However, the current level of FDI is still very low, adding to the country's economic challenges[5].

Remittances from abroad have played a crucial role in supporting the economy. Remittances contribute substantially to Bangladesh's foreign exchange reserves and help in stabilizing the economy during times of external shocks. Despite a decline in remittances due to recent disruptions, they are expected to rebound as global economic conditions improve[4].

Infrastructure Development

Infrastructure development is another area where Bangladesh is making significant strides. The government is investing heavily in mega infrastructure projects, including those in energy and railways. These projects not only create jobs and stimulate economic activity but also improve the overall business environment by enhancing connectivity and reducing logistical costs. For example, the Padma Bridge, a major infrastructure project, has significantly improved transportation links between the western and eastern parts of the country, boosting trade and economic activity[1].

Challenges and the Way Forward

While Bangladesh's economic achievements are commendable, the country is not immune to challenges. Issues such as overpopulation, poor infrastructure, corruption, political instability, and the impact of climate change continue to pose significant hurdles. The current account deficit, budget deficit, and reliance on indirect taxes are also areas of concern that need to be addressed. The twin deficit problem, where a budget deficit leads to a current account deficit, can make Bangladesh a debtor to the rest of the world and weaken the value of its currency, further aggravating external imbalances[5].

However these can be fixed while continuing its journey becoming one of the world's top-growing economies. It's a story of resilience, strategic planning, and hard work. From its dominant position in the global garment industry to its diversification efforts in other sectors, it is well on its way to achieving its aspirations. The country's commitment to structural reforms, infrastructure development, and attracting foreign investment positions it strongly for future growth. This small nation is proving that it can punch above its weight on the world stage. Whether it's excelling in textiles or tackling inflationary pressures, Bangladesh is sewing together a future as bright and colourful as its signature garments.

> "Bangladesh aims to become an upper - middle-income country by 2031 and a developed, prosperous nation by 2041"

Sources

Asian Development Bank (ADB) [1].
Wikipedia - Economy of Bangladesh [2].
World Bank [3][4].
The Financial Express [5].

Multicultural Marketing Guru and Diaspora Analyst Manish Tiwari Honoured as British Indian of the Year

Manish Tiwari Honoured as British Indian of the Year 2024 for his Contribution in Promoting the Indian Diaspora in the UK. The visionary founder, and Managing Director of 'Here and Now 365', Manish Tiwari was celebrated as the British Indian of the Year 2024 at the prestigious Viksit Bharat Investment Summit on Friday. Hosted by the Indo-European Business Forum (IEBF), the summit brought together distinguished leaders, diplomats, and entrepreneurs to discuss trade, innovation, and sustainability between India and Europe.

Mr Tiwari, a pioneer in multicultural advertising, was recognised not only for his contributions to bridging cultural divides and championing the Indian diaspora in the UK but also for his research on the influence and impact of migration in the UK. His latest theory Shaping Economic Resilience, Cultural Dynamism, and Global Influence: Migration in the UK is a new chapter in the study of the economic and socio-cultural contribution of the migrants, especially the Indian diaspora, to the UK.

While accepting the award, Manish excerpted: "Indian migrants have emerged as critical drivers of the UK's post-Brexit recovery, bolstering sectors like healthcare, technology, and entrepreneurship while enriching the nation's cultural and social fabric. Their contributions underscore the essential role of migration in sustaining the UK's competitive advantage and positioning it as a dynamic, globally connected nation."

Quoting Lord Cohen of Birkenhead, House of Lords: "The Health Service would have collapsed if it had not been for the enormous influx from junior doctors from such countries as India", Mr Tiwari highlighted the enormous contribution made by Indian migrants at critical times and presented his thoughts on the white paper that he is working on – The Fourth Wave of Indian Migration which highlights the post Brexit and post COVID hiring of Indian professionals to retain Britain as an economic and cultural superpower in times to come.

Under Tiwari's leadership, 'Here and Now 365' has become one of the UK's largest multicultural advertising consultancy, crafting campaigns that resonate with diverse ethnic communities. His work reflects the immense potential of cross-cultural collaboration, fostering inclusivity and understanding.

Speaking at the event, IEBF founder Vijay Goel highlighted the significance of Indian migrants in strengthening global ties. "In the world of trade, no partnership is soaring faster than the European-Indian collaboration," Goel remarked, emphasizing the pivotal role of individuals like Tiwari in this dynamic relationship.

Considering the broader impact of Indian migrants, Manish noted: "Indian migrants are transforming the UK's cultural and business landscape and adding immensely to the UK's soft power appeal."

He also spoke fondly of his journey and how it was intertwined with the achievements of Indian migrants in the UK: "Through collaboration and understanding, we can create a world where diversity is not just celebrated but leveraged to drive innovation, inclusivity, and shared prosperity. This is the power of cross-cultural unity."

The summit also recognised other trailblazers, including Krishna N. Narnolia and Shailendra Kumar, who were awarded 'Top Fund Manager of the Decade', Shreeram Iyer for Global Firm of the Year in Visual AI and Ashesh Jani, who was honoured as 'Fintech of the Year'. Prominent attendees included Kanishka Narayan MP for the Vale of Glamorgan, Baroness Sandip Verma, Lord Bird of the Big Issue, former Conservative MP Paul Scully, former Labour MP Virender Sharma, Baron Taylor of Warwick, and Karnataka Labour Minister Santosh Lad.

Their discussions underscored the importance of nurturing Indo-European trade and innovation, with Tiwari's achievements posing as a shining example.

Also present were Lord Bird of the 'Big Issue', Ms. Ritu Prakash Chhabria, Founder Mukul Madhav Foundation which was established in 1999 to support underprivileged communities across India and Baroness Uddin.

Manish Tiwari's accolade celebrates not only his accomplishments but also the broader contributions of the Indian diaspora. By fostering innovation and inclusivity, Tiwari and his peers are reshaping global business landscapes, strengthening ties between India and the UK, and paving the way for a more interconnected world.

Human rights activists demand release of Shahriar Kabir

London EBF Report: A press conference held on 3 December at a venue in East London saw human rights experts and activists calling for the immediate release of journalist and human rights defender Shahriar Kabir. The event, organised by the European Bangladesh Forum, brought together prominent speakers who raised serious concerns about his ongoing detention and the state of human rights in Bangladesh.

Abbas Faiz, a former senior researcher at Amnesty International and current lecturer at the University of Essex, delivered the keynote address. Speaking passionately about Kabir's case, Faiz highlighted the journalist's long history of facing legal persecution for expressing critical views. He noted that Amnesty International had previously declared Kabir a "prisoner of conscience" in 2001 after his initial detention for writing articles and documenting human rights violations.

Faiz emphasised that Kabir's current arrest appears to be based on fabricated charges, likely stemming from his critical writings about political parties, including Jamaat-e-Islami. The speaker stressed the fundamental importance of freedom of expression, pointing out that international human rights law and the Bangladesh Constitution protect individuals' right to express their views without fear of persecution.

The press conference also drew attention to disturbing reports of mob violence during Kabir's court appearance, which Faiz condemned as illegal and requiring immediate investigation. He presented a four-point recommendation to the Interim Government of Bangladesh: provide urgent medical attention to Kabir, bring those responsible for the mob attack to justice, drop the fabricated charges and ensure a fair legal process by consolidating multiple charges.

Other speakers at the event, including Pushpita Gupta from the Secular Bangladesh Movement, freedom fighter M A Hadi from the Ahmadiyya community, diplomatic correspondent Duncan Bartlett, Barrister Tania Amir and former Mayor of Redbridge Roy Emmett, shared their concerns about the current human rights situation in Bangladesh and expressed solidarity with Kabir's cause.

The conference serves as a significant call for justice, highlighting the ongoing challenges faced by Bangladesh journalists and human rights defenders who dare to speak out against perceived injustices.

Year: 22 ◆ Issue: 1039 ◆ Friday 06 December - Thursday 12 December 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

হত্যাচেষ্টা মামলায় খালেদা জিয়াসহ ২৬ জনকে অব্যাহতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের মিছিলে হামলা ও হত্যাচেষ্টার মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ ২৬ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে তাদের অব্যাহতি দেন।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্যরা হলেন- বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা রহমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন উদ্দিন, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা শিরিন সুলতানা, বিএনপি নেতা খন্দকার মাহবুবুর রহমান (মৃত) ও অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস প্রমুখ।

তদন্তে ঘটনায় সম্পৃক্ততার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় খালেদা জিয়াসহ ২৬ জনকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সোবহান।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিলো, ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনের জন্য গুলশানে সমবেত হয়। সমাবেশ শেষে সেখানে ২০ থেকে ৩০ হাজার সাধারণ মানুষ সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের নেতৃত্বে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় ঘেরাও করার জন্য রওনা হলে আসামিরা হত্যার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে।

ওই ঘটনায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন ঢাকা যানবাহন ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বাচ্চু।

বিবিসির ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় বাংলাদেশের রিক্তা আক্তার বানু

পোস্ট ডেস্ক : বিবিসির ২০২৪ সালের ১০০ প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান পেলেন বাংলাদেশি রিক্তা আক্তার বানু। বিশ্বের ১০০ জন অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীর তালিকাটি বুধবার প্রকাশ করেছে বিবিসি।

জলবায়ুকর্মী, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বিনোদন ও --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসঃ ১৮৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটস বারার তরুণদের পরিশ্রম ও সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) রাতে আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ১৮৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মাননা জানানো হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ছিল বারার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য উদযাপন এবং এই সাফল্য অর্জনে তাদেরকে সহযোগিতা করায় শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানানোর এক অনন্য সুযোগ।

অনুষ্ঠানটি বারার ঐতিহ্যবাহী ভেন্যু ট্রিন্ডি হলে অনুষ্ঠিত হয়। এটা সঞ্চালনা করেন বিবিসি নিউজ --১৭ পৃষ্ঠায়

পুতিনের গোপণ তথ্য ফাঁস

পোস্ট ডেস্ক : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (বাঁয়ে) এবং তার চাচাতো ভাইয়ের কথিত মেয়ে ও ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্না সিভিলিওভা। --১৭ পৃষ্ঠায়

এখনও অধরা জেল পলাতক ৭০০ বন্দি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গণঅভ্যুত্থানের সময় কারাগার থেকে পলাতক ২২ শতাধিক আসামিদের মধ্যে ১৫শর মতো গ্রেপ্তার করা হলেও এখনও সাত শতাধিক আসামি অধরা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন। পলাতকদের মধ্যে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিসহ দণ্ডপ্রাপ্ত শীর্ষ ৭০ আসামি রয়েছে।

বুধবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর পুরান ঢাকার কারা অধিদপ্তরের বর্তমান কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন বলেন, কারাগার থেকে এখন পর্যন্ত আলোচিত ১৭৪ জন আসামিকে মুক্তি --১৭ পৃষ্ঠায়

তাজমহল বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রার তাজমহল বোমা হামলা চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ পর্যটন কার্যালয়ের ই-মেইলে এ হুমকি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন --১৩ পৃষ্ঠায়

দেশে বড় সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের চলমান পরিস্থিতি অবনতি ঘটাতে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ইসকন নেতা চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র এই ঘটনা ঘটতে পারে এমনটাই মনে করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গোয়েন্দা সূত্র বলেছে, বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার বিষয় মাথায় রেখে ঢাকাসহ সারাদেশে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা নজরদারি বাড়ানো --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্যারিস্টার হলেন সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার: ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের স্বনামধন্য খ্যাতনামা আইনজীবী মো. মাহাবুবুর রহমান ঐতিহ্যবাহী লিংকন্স ইন থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর আগেই বার স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তাকে প্রাকটিসিং ব্যারিস্টার হিসেবে অনুমোদন দেয়। তিনি দীর্ঘদিন সলিসিটর অ্যাডভোকেট হিসেবে ইউকে'র সকল --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারত সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সিলেটের যুবকের লাশ উদ্ধার

সিলেট অফিস : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সংলগ্ন ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে পড়ে থাকা এক বাংলাদেশির মরদেহ দেশে আনা হয়েছে। বুধবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ৭টার দিকে উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি উজায়ের আল মাহমুদ।

তিনি জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী --১৭ পৃষ্ঠায়

রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদকে নিয়ে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের বিশেষ অনুষ্ঠান

লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪: বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রোবটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান শহীদের নেতৃত্বে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মাল্টিরোটর সোলার ড্রোন উদ্ভাবন করেছেন । ১৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৫ সেন্টিমিটার প্রস্থের মূল ফ্রেমের এই ড্রোনের ওজন মাত্র ৭১ গ্রাম। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। --১৩ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk